পুণ্য-স্মৃতি

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তিস্থান—

মজুমদার লাইব্রেরী,

১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঠাকুর
৪৫ নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫ নং ছিদামমুদির লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

পূতচরিত সাহিত্যামোদী ঢাকা ভাগ্যকুলের জমীদার
মাননীয় মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়
মহাশয়ের করকমলে আমার অসদৃশ
উপন্যাস "পুণ্য-স্মৃতি" সাদরে
উপহৃত হইল।

১৩২৬
বারুণী ত্রয়োদশী
কাটিয়াপাড়া, ঢাকা।

আশ্রব—
গ্রন্থকার

উপহার-পৃষ্ঠা

পুণ্য-স্মৃতি

(১)

"সুধা ?"

অতর্কিতে ফিক্ করিয়া হাসিয়া অপ্রতিভার মত ঘোমটাটা পা পর্য্যন্ত টানিয়া দিতে পরিধেয় আট হাত কাপড়-খানা সম্মুখের দিকে মাটিতে পড়িয়া গেল। নববধূ সুধা বিব্রত হইয়া ছুটিয়া কপাটের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। বিভূতি মুখ ভার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ছুটে পালাচ্ছিস্ যে ?"

বিভূতির নিকট আত্মগোপন করিতে সুধার প্রাণেও আঘাত লাগিতেছিল। সে দোরের আড়ালে থাকিয়াও সাগ্রহ দৃষ্টিতে বিভূতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিভূতি প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া ম্লান বেদনাপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এ বাড়ীতে এনে চব্বিশ ঘণ্টা তোকে নিয়ে বেশ কাটিয়ে

দেবার আশাতেই না বের নামে নেচে উঠেছিলাম; কিন্তু এ কি, এখন যে আর তোর দেখাও পাই না! মুখের কথাটিরও দাম হয়ে উঠেছে?"

সুধা অশ্রুসমাকুল দৃষ্টি নামাইয়া লইল। শৈশব-সহচর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদরাধিক বিভূতিকে বঞ্চনা করিতে গিয়া সে যে প্রতিদানটা লাভ করিতেছিল, তাহাতে তাহার দিন-গুলিও অতিক্লেশেই অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু উপায় ত নাই, নবমবর্ষীয়া বালিকা সুধার বালচঞ্চল বৃত্তিগুলি যে কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। বিবাহের পরে পতিগৃহে পদার্পণ করিতেই স্বামী সুধাকে তীক্ষ্ণ আদেশ শুনাইয়া বলিয়াছে, বিভূতির সঙ্গে যেন সে মিশিতে না যায়, বিভূতি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, তাহার সহিত মেলামেশা করিলে সুধাও দুদিনে অসৎ হইয়া যাইবে।

কথাটা শুনিয়া বালিকার প্রাণ দমিয়া গিয়াছিল। বিবাহের আনন্দকে ঢাকা দিয়া এই নূতন আদেশ যেন সুধাকে কঠিন-রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ভীতা বালিকা শত সহস্র চিন্তার মধ্যেও স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, নয় বৎসর আহারে বিহারে, শয়নে শয্যায়, ক্রীড়ায় কলহে, যাহার সহিত সে নিরন্তর বশবাস করিয়া আসিয়াছে, সে লোকটি কিসে অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! বিশেষ করিয়া সুধার অপরিণত বুদ্ধি যেন তাহাকে

পুনঃ পুনঃই খোচা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"ভাল হ'ক, মন্দ হক, বিভূতির এতকালের এতপ্রকারের সংশ্রব যদি তাকে মন্দ কর্ত্তে না পেরে থাকে ত এখনই পার্ব্বে কেন ?"

সুধা যতই ভাবুক, বুদ্ধি তাহাকে যে ভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা করুক, হিন্দুগৃহস্থ-গৃহের কন্যা সে, ভক্তিতে না হউক, ভয়েও স্বামীর আদেশ অবহেলা করিতে সাহস পাইল না। তাহার ফলে বঞ্চনার যে আঘাতটা বিভূতিকে বিদ্ধ করিতেছিল, সে আঘাতটাকে দ্বিগুণ করিয়া নিজের বুকে টানিয়া আনিয়া বালিকা চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

বিভূতি সুধার মুখের দিকে দৃষ্টি করিল। হিমাকলিত কমলের মত কোমল মুখখানা যেন ধীরেশের আদেশ-আতপে শুকাইয়া উঠিয়াছে। বিভূতি অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতে করিতে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"তুই কাঁদ্‌ছিস্ সুধা, কেন ? এখানে কি তোর কোন কষ্ট হচ্ছে ?"

ধীরেশ গৃহমধ্য হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"হাড়ী-ডোমের মত তুইতোকারি, নাম ধরে ডাকা, এসব কিরে পাজি ?"

স্বর শুনিয়া বিভূতি বিপদ্ গণিল। ধীরেশ বাহিরে আসিয়া বলিল—"বৌঠান বলে ডাক্‌বি, বুঝেছিস্ ?"

দশমবর্ষীয় বিভূতির বুক ফাটিয়া হাসি আসিতেছিল, কিন্তু

ভ্রাতার কথায় হাসি কেন উত্তর করিলেও রক্ষা নাই জানিয়া সে আপনাকে চাপিয়া রাখিল। ধীরেশ আবার বলিল—"আপনি না বল্‌তে পারিস্‌, তুমি বল্‌বি, সাবধান, কখনও তুই বলিস্‌নি যেন।"

বিভূতি এক অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে যে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না। শৈশব-সঙ্গিনী সুধাকে কি করিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাবে পাইতে পারে, সে চিন্তাতেই তাহার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। নিরুপায়ে সে আর সুধার মুখের দিকেও চাহিতে পারিতেছে না, অথচ নিরাশ্রয়া বালিকাকে একাটি রাখিয়া যাইতেও তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। হায় বালিকার বালকোমল বৃত্তিগুলি যে, পিঞ্জরাবদ্ধ বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় দিনে দিনে দলিত পিষ্ট হইতেছে! ভাবিতে ভাবিতে কুলকিনারা না দেখিতে পাইয়া বিভূতি অন্য দিকে ফিরিয়া চলিল।

সুধা বাহিরে সতর্ক দৃষ্টি করিল, দেখিল, ধীরেশ চলিয়া গিয়াছে। সাহস সঞ্চয় করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল—"ঠাকুর-পো?"

বিভূতি বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল। এ নূতন সম্বোধন, ভ্রাতার উপদেশের ফল, তাহার বালবুদ্ধিও ইহা নিঃসংশয়ে

বুঝিল। এ সম্বোধনটিকে মধ্যে রাখিয়া ধীরেশ তাহাদিগের মধ্যে ব্যবধান স্থাপনে প্রয়াশ পাইতেছে, ভাবিয়া সে পূর্ব্বাপর ভুলিয়া তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"ও কিরে, তুই আমায় ভূতি বলে ডাকৃছিস্ না যে ?"

"আবার ?" বলিতে বলিতে ধীরেশ ত্বরিতপদে বাহির হইয়া বিভূতির কাণ ধরিল। সুধা সঙ্গীটির শঙ্কট অবস্থা দেখিয়া একবার মাত্র ম্লান দৃষ্টিতে সহানুভূতি জানাইয়া ঝড়ের মত পলাইয়া গেল। ধীরেশ কর্কশ কণ্ঠে বলিল—"এই না তোকে বারণ করে গেলাম ?"

"ভুলে গেছিলাম ছোড়দা, ছাড়, ছাড়, উঃ বড্ড লাগ্‌ছে ?"

ধীরেশ পূর্ব্বাপেক্ষাও জোর করিয়া কাণ মলিয়া দিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ভুলে গেছিলি, দুমিনিট আগেকার কথা তোমার মনে থাকে না, তুমি এত বড় বজ্জাত !"

(২)

"কাণ মলে দিয়েছে, বেশ করেছে ?"

"বেশ করেছে, কেন ? ও আমার কান মল্‌বার কে ?"

"মুচীমুদ্দফরাসের মত ঘরের বৌকে তুই যা মুখে আসে বল্‌তে যাস্‌ কেন ?"

"বাঃ রে, সুধা তোমাদের ঘরের বৌ, আর আমার কেউ নয়, না ?"

তারাসুন্দরীর মুখে হাসি ও বুকে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি সহজ কণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"তোমার কেউ হবে না কেন বাবা, ভায়-বৌ, তুমি তাকে ভক্তি কর্ব্বে, মান্য কর্ব্বে ?"

"ভক্তি কর্ব্ব, মান্য কর্ব্ব, কাকে, সুধাকে, না না, সে আমি প্রাণ থাকৃতে পার্ব্ব না, ও যে আমার ছোট বোনের মত ?"

মাতা সস্নেহে পুত্রের হাত ধরিলেন। সরল সহজ কথায় কহিলেন—"সে যখন ছিল, তখন, এখন বৌমা তোমার গুরুজন ?"

বিভূতি বিস্ময়ে ক্রোধে বিরক্ত হইয়া উঠিল। "গুরুজন সুধা, ওঃ হরি ?" বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গম্ভীর হইয়া প্রাচীনের মত বলিল—"তোমাদের এ সব কথা আমি কোন কালে শুনতে পার্ব্ব না। এত সব কারসাজি তোমাদের মনে ছিল, আগে কেন বলনি ? মার পা ধরে কেঁদে পড়েও আমি আমার সুধাকে এঘরে আনতে দিতাম না ?"

মাতা আবারও হাসিলেন, স্নেহমিশ্রিত স্বরেই উত্তর করিলেন—"যা হয়ে গেছে, সে কথা বলে লাভ! বরং এখন যা তোমার কর্ত্তে হবে, তাই শিখে নাও, দাদার কথায় অবহেলা করিস্ না বিভু, সে যে তোর আশ্রয়,—খেতে পরতে দেবে। তার মনে কি কষ্ট দিতে আছে ?"

আহার্য্য বা পরিধেয়ের ভাবনা বিভূতি ভাবিত না, ততখানি ভাবিবার শক্তিও তাহার ছিল না। অসম্বন্ধ উন্মত্ত প্রলাপের মত মাতৃবাক্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে না পারিয়া সে জোর দিয়া বলিল—"অত কথা আমি বুঝি না মা, তুমি ছোড়দাকে সাফ বলে দাও, আমার সঙ্গে জারিজুরি কর্ত্তে না আসে। সুধা আমার যেমন ছিল, তেমনি থাকবে, হাসবে, খেলবে, গল্প কর্ব্বে ?"

"তা কি হয় রে ?" বলিয়া মাতা অবোধ পুত্রটিকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা মনে করিয়া নিজের কাজে প্রস্থান

করিলেন। বিভূতি মনে মনে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়াও উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ বলিয়া গ্রীষ্মের স্তূপীভূত মেঘের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘণ্টাখানি পরে মা আসিয়া ডাকিতে বিভূতি অন্যমনস্কের মত মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, প্রভাতের রৌদ্র পৃথিবীর জড়তা কাটাইয়া গাছে পাতায় গৃহে বারাণ্ডায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারাসুন্দরী ডাকিলেন—"বিভূ, ভাত খাবি আয় ?"

"সুধা খায় নি ?"

"সুধা কিরে, বল বৌঠান ?"

"ওঃ, আমার বড্ড গরজ না ?"

তারাসুন্দরী কোমল স্বরে যেন মিনতি করিয়া বলিলেন—"বল, বল্‌তে হয় বাবা ?"

বিভূতি জটিল সমস্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। মাতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, ভ্রাতার জোর জবরদস্তি, অথচ তাহার মন ভয়ঙ্কর বিরোধী, সে কোন প্রকারেই সুধাকে কোন সম্মানাস্পদ সম্পর্কে পরিচয় দিতে রাজি নহে। মুখ নামাইয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বল সে খায় নি ?"

"তোকে ফেলে খাবে কিরে ?"

বিভূতি সন্তুষ্ট হইল, উল্লসিত কণ্ঠে বলিল—"তাই চল, তাকে আমাকে এক সঙ্গে ভাত দেবে ?"

"সে কি বিভু, বৌমানুষ, তোর সঙ্গে খাবে ?"

"খাবে না বল্লেই যেন হল, আচ্ছা দিয়েই দেখ না, সে কেমন না খেয়ে পারে ?"

"আমি তা পারি বাপ ?"

বিভূতির দুই চোখ কপালে উঠিল। বিস্ময়ের অধিক বিরক্তিতে তাহার অন্তর তিক্ত হইয়া গেল। এই সামান্য কার্য্যের মধ্যে না পারিবার অসামান্য কারণটা যে কোথায় লুকাইয়াছিল, তাহার হাল্কা বুদ্ধি তাহা স্থির করিতে পারিল না। তারাসুন্দরী বলিলেন—"চল, তুমি আগে খেয়ে নেবে, পরে তাকে ভাত দেব ?"

"এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ছি, এক সঙ্গে ভাত দেবে ত খাব, নৈলে আমিও আজ খাব না ?"

তারাসুন্দরী অবোধ পুত্রের আব্দারে দিন দিনই অপ্রতিকার্য্য বিপদে বিব্রতা হইয়া পড়িতেছিলেন। দেবর ও ভ্রাতৃবধূর একত্র আহার যদিও সমাজে বা ধর্ম্মে বাধে না, তথাপি এ সকল বিষয়ে সপত্নীপুত্র ধীরেশের অতিরিক্ত সতর্কতা তাঁহাকে পুত্রের জেদ বজায় রাখিতে দিতেছিল না। মাতাকে নীরব দেখিয়া বিভূতি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে, এতটা বেলা হয়েছে, আমার ক্ষিদে পায়নি, না ? সুধার সঙ্গে খাব বলেই যে এখনও আমি না খেয়ে রয়েছি ?"

"ফের নাম ধরে ডাকা ?" বলিয়া তারাসুন্দরী কঠোর কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া বলিলেন—"মেয়ে মানুষের সঙ্গে যে খেতে নেই বাপ ?"

"নেই বৈ কি, সুধার সঙ্গে আমি কদ্দিন খেয়েছি ? কৈ মা ত বারণ করেনি ?"

মা অর্থে,—সুধার মাতা,—অভয়া। বিভূতি শৈশবে তাঁহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছে, বাল্যাবধি তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিত। তারাসুন্দরী হাস্যতরল কণ্ঠে বলিলেন—"বে না হতে যে মেয়ে ছেলে সমান, তাতেই তোকে খেতে দিয়েছে ?"

"তোমার সঙ্গে খাইনি বুঝি ?"

"মার সঙ্গে খেতে দোষ নেই ?"

"যাও, যত দোষ এতে, না ? এ সব তোমার মিছে কথা, ছোড়দার কারসাজি ?"

তারাসুন্দরীর মুখে আর উত্তর যোগাইল না। বিভূতি দৌড়িয়া গিয়া মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল—"চল মা, আজ একটি দিন, এক সঙ্গে ভাত দেবে, ক্ষুধায় যে নাড়ী জলে যাচ্ছে ?"

অগত্যা মাতাকে পুত্রের মুখ চাহিতে হইল। স্নেহ নিজের দাবীতে সকলের উপর স্থান করিয়া লইল। ফলে সেদিন

সেবেলা সুধা বা বিভূতি কাহারও অদৃষ্টে অন্ন মিলিল না। একত্র আহারে বসিয়া বিভূতি যখন আনন্দের আতিশয্যে নাচিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ধীরেশ আসিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"তোমায় না বারণ করে দিয়েছি মা ?"

ঘরের তিন তিনটি মানুষের মুখই কালী হইয়া গেল। তারাসুন্দরী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"কি কর্ব্ব বাছা, বিভু, ছেলেমানুষ, কথা শুনতে চায় না, আজ একটি দিন ?" বলিতে বলিতে তিনি বিষাদবিহ্বল দৃষ্টিতে এ দুইটি প্রাণীর জন্য যেন দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, জোর করিয়া হাত ধরিয়া বিভূতিকে ভাতের থালার নিকট হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল—"উঠে যা বল্‌ছি, নৈলে রক্ষে রাখ্‌ব না, বাঁদর ?"

অত্যন্ত হর্ষের পরে কঠিন আঘাত, বিভূতি সহ্য করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। দূরে দাঁড়াইয়া তারাসুন্দরীও আঁচলে চোখ ঢাকিলেন। বিভূতির হাত ধরিয়া ধীরেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সুধাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাতের থালাখানা অস্বাভাবিক ভাবে ঠেলিয়া রাখিল।

(৩)

বিভূতির ক্রোধের ও ক্ষোভের সীমা ছিল না। হাতের গোড়ায় প্রতিবিধানের পথ দেখিতে না পাইয়া সে অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় চির পরিচিত পথ ধরিল। রবিকর যেন পৃথিবী গ্রাস করিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের পত্রপল্লবগুলি সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণসম্পাতে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বিভূতির আজ আর ইহার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। ঘোর বিপদে অভিভূত মানুষের মত সে কখনও দ্রুত, কখনও লঘু পদক্ষেপে সুধার পিতৃগৃহের দ্বারে আসিয়া ডাকিল—"মা ?"

সুধার মাতা যেন এ আহ্বানটির জন্যই কাণ খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বর শুনিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া সস্নেহ কাতরকণ্ঠে অনুযোগ করিয়া বলিলেন—"বিভু, বাবা, এতদিনে কি তোর মার কথা মনে হল ?"

উত্তর করিতে গিয়া বিভূতি কাঁদিয়া ফেলিল। ক্লেশে দুঃখে ক্ষুধায় তাহার শরীর ও মন কাঁপিতেছিল। সে নিজের দুঃখটা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল—"আমি নয় বুঝ্‌তে পারিনি, বল ত, তুমি কেন জেনে শুনে অমন কাজটা কল্লে ?"

অভয়া নিরুত্তরে বিভূতির হাত ধরিলেন। বিভূতি বলিল—"সুধাও কিছু আমায় ছেড়ে থাকতে পার্ব্বে না?"

অভয়ার বিস্ময় বাড়িয়া চলিল। বিভূতি বলিল—"তার সঙ্গে আমায় কথাটি বল্‌তে দেয় না। এক পাতে খেতে বসেছি, মার ধর করে উঠিয়ে দিলে, কেন, তাদের এমন কি জোর শুনি?"

আশঙ্কার কাল ছায়া অভয়ার মুখে চোখে জোর করিয়া চাপিয়া বসিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মার ধর করে উঠিয়ে দিলে? কে, কেন?"

"কেন. তার আমি কি জানি, ছোড়দা কাণ মল্লে, দুপুর বেলা ভাত নিয়ে বসেছি, হাত ধরে জোর করে উঠিয়ে দিলে?" বলিতে বলিতে বিভূতি পূর্ব্বাপেক্ষাও সরুচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

অভয়া অভুক্ত বিভূতিকে টানিয়া আনিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"খেতে দেয় নি, তার কি হয়েছে, চল আমি তোমায় পেট পূরে খাওয়াচ্ছি?" বলিয়া তিনি বিভূতিকে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া মুড়িমুড়্‌কি নাড়ু চিড়া আনিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্ষুধায় বিভূতির নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর কথাটি না

বলিয়া আহারে মনঃসংযোগ করিল। সুধার অনাহার-ক্লিষ্ট মুখখানা মনে করিয়া অভয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, মাতার প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল। হাতের ভাত ফেলিয়া বিভূতি যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, তখন সুধারও আহার হয় নাই, এই নিশ্চিত ধারণাটা তাঁহার বুকে পাষাণের মত চাপিয়া বসিল। বিভূতি মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিল—"তারা আমায় সুধার সঙ্গে খেতে দেয় না, কথা কইতে দেয় না ?"

অভয়ার মনের দুঃখটাকে চাপিয়া রাখিয়া আশঙ্কা যেন প্রবল হইয়া উঠিল। কথা বলিতে দেয় না, ভাতের গোড়া হইতে উঠাইয়া দিল, কেন ? যদিও অভয়া জানিতেন, বাল্যাবধি বিভূতির প্রতি ধীরেশ একটা অতি নীচ ঈর্ষ্যা পোষণ করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার এতবড় নিষ্ঠুরতা অভয়ার বুকে তীক্ষ্ণ শেলের মত নিষ্ঠুর আঘাত করিল। হায়! সুধাও বিভূতির নির্ম্মল ভালবাসার গোড়ায় ধীরেশ যদি পাষাণের ন্যায় কঠোর হইয়া দাঁড়ায়, তবে সংসারে যে আগুন ধরিবে, সে আগুনত সমস্ত পৃথিবীর জল এক করিয়াও নিবাইতে পারা যাইবে না। অভয়ার শরীর বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। অতি কষ্টে মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া তখনকার মত বিভূতিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন—"তাদের ত তা হলে

বড্ড অন্যায়, তা দেখ বিভু, তুমিও এখন কদিন আর বাড়ী যেও না।" বলিয়া বালককে আশ্বস্ত করিতে গিয়া তিনি নিজে দ্বিগুণ ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

বিভূতি বিরসবদনে উত্তর করিল—"সে আবার বল্‌তে, যাব না, কিছুতে না, পায়ে ধরে সাধ্‌লে না, কি বল মা ?—কিন্তু তোমায়ও বল্‌ছি, সুধাকে আজই নিয়ে আস্‌তে হবে ?"

"সে দেখ্‌বখ'ন ?" বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষুধার তাড়নে বিভূতি চিড়ামুড়ির সৎকার করিল। পেয়ারা গাছের কাঁচাপাকা ছোটবড় পেয়ারাগুলি তাহার লোভ উদ্রিক্ত করিলেও সুধাকে ছাড়িয়া সে সেমুখো হইতে পারিল না। অন্যমনে ঘণ্টাখানি এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিয়া অভয়ার আদেশে স্নান করিয়া আসিয়া আহার করিতে বসিল। পাতের ভাত পাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, বিভূতি কেবল তাহার মধ্যে হস্তচালনা করিয়া বিরত হইতেছে দেখিয়া অভয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি বাবা, খাচ্ছিস্‌ না যে ?"

বিভূতি সে কথায় কাণ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা মা, সুধা কি সত্যি আমার জন্যে না খেয়ে রয়েছে ?"

অভয়া আপনাকে শক্ত করিলেন, উদ্গত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া উত্তর করিলেন—"না খেয়ে কি থাক্‌তে পারে, তোর মা যে রয়েছে রে।"

বিভূতি জোরে মাথা নাড়িতে লাগিল,—"না মা, সে হতে পারে না, আমি ভাত ফেলে উঠে এনু, আর সে খাবে ?"

কথাটা যে কতবড় সত্য, তাহা অভয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। তথাপি মনের ভাব গোপন রাখিয়া গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন—"তারা কেন তাকে না খেয়ে থাকৃতে দেবে রে বিভূ ? আচ্ছা তোকে না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি ?"

বিভূতির মন অনেকটা নরম হইল, সে আহারে মনোযোগ দিতে অভয়া আস্তে আস্তে একথায় সেকথায় তাহার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইয়া শঙ্কাভঙ্কিত হৃদয়ে বলিলেন— "বিভূ, আমার কথা রাখ্‌বি বাপ ?"

বিভূতি হাতের গ্রাস পাতে ফেলিয়া হা করিয়া চাহিয়া রহিল।

অভয়া বলিলেন—"কাজ কি তোর এততে, ওরা যখন পসন্দ করে না, তখন দুদিন নয় ত সুধার সঙ্গে মেলামেসা নেই কল্লি, দুদিন দশদিন বৈ ত নয়, এখানেই ত নিয়ে আস্‌ব, তখন সুধা তোর যে বোন, সে বোন। কেমন পার্ব্বি না বাপ ?"

বিভূতি নিরুত্তর। অভয়া আবার বলিলেন—"আর ওতে ত তারও শান্তি হয় না, বরং যাতনাই বাড়ে। সুধার মুখ চেয়ে তোমার এ পার্ত্তে হবে বাবা ?"

বিভূতি লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"পার্ব্ব মা, আমি ঠিক পার্ব্ব।"

"আর দেখ বাবা, সুধাকে তুমি বৌঠান বলেই ডাক্‌বে, সত্যি ত নাম ধরে ডাক্‌লে বিশ্রী শোনায়।"

"তাই হবে মা?" বলিয়া বিভূতি এক চুমুকে একটা গ্লাস জল গলাধঃকরণ করিয়া ত্বরিত গতিতে উঠিয়া গেল। অভয়া সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—"কি জানি, কি কর্ত্তে কি করে বসেছি।"

(৪)

দিন কাটিল, রাত্রি আসিল, বিভূতি কিন্তু ফিরিল না। তারাসুন্দরী উৎকণ্ঠিত চিত্তে গৃহে গৃহে দীপ জ্বালিয়া বালিকা বধূ সুধাকে আহার করাইয়া ধীরে ধীরে ধীরেশের নিকটে গিয়া বলিলেন—"হ্যারে বিভূ যে আমার আজ এখনও এল না।"

পিতা মাতা ছিলেন না, তাই ধীরেশ নাবালক হইয়াও সাবালক,—সংসারের কর্ত্তা। বয়স অল্প হইলেও তাহার প্রতাপ বেশী, বিমাতা অভয়া তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কাজে অকাজে ধীরেশও তাহার অধিকারের দাবী ষোল আনার স্থানে ম্যায় সুদ আঠার আনা আদায় না করিয়া ছাড়িত না। পিতার মৃত্যুর পর ধীরেশ যখন বিভূতির নায্য গণ্ডা তারাসুন্দরীর বুকের দুধ টানিয়া খাইত, তখন হইতেই বিংশ শতাব্দীর কৃতজ্ঞের মত তাহার মন বিভূতির প্রতি ঈর্ষ্যায় দ্বেষে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানোদয়ের সহিত তাহার সে ঈর্ষ্যা হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছে, [এবং তাহার ফলে বছর তিনেকের বড় ধীরেশ বিভূতিকে যমের ন্যায় শাসন করিত। অকারণে লক্ষ্মীছাড়া

হতভাগা ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিত। বিভূতির জন্মের পরে পিতার মৃত্যু হইয়াছে, একথা ধীরেশ যখন বেশ ভাল করিয়া জানিতে পারিল, তখন সে প্রতি মুহূর্ত্তে বিভূতিকে পিতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। এমনই অবস্থায় বিধবা তারাসুন্দরী ও বিভূতিকে প্রহারের উপর প্রহার করিয়া সে পূর্ব্বাপর যেমন আনন্দ বোধ করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহার ব্যত্যয় দেখা গেল না। বিমাতার মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিল—"আসেনি ত কি হয়েছে, হতভাগা ছোড়া কোথায় কার সঙ্গে হয় ত চাটে বসেছে ?"

"সে যে সারাদিন কিছু খায়নি রে ?"

ধীরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল, এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল—"যার জ্বালায় পাড়াপ্রতিবেশীর হাড়ীতে চিড়ামুড়ি থাকে না, গাছে আমকাটাল থাকে না, সে বজ্জাতের আবার খাওয়ার ভাবনা, যাও, যাও আর জ্বালাতে এস না।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। তারাসুন্দরী সপত্নীপুত্রের অগোচরে শঙ্কিত শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে নগ্ন আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর দিগন্তরাল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটা দমকা বাতাস যেন মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। তারাসুন্দরী প্রকৃতির এই ভীতিপ্রদ

অবস্থা সহ্য করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিরাশ-ভগ্ন কণ্ঠ হইতে কষ্টোচ্চারিত শব্দ বাহির হইল,—"সুখ আমার অদৃষ্টে নেই, সে আমি চাইও না। তোমায় ছেড়েও আমার সুধু এই প্রার্থনা যে, তোমার শেষ চিহ্নটুকু যেন রেখে যেতে পারি। যেখানেই থাক, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন বিভূতির বর্ম্ম হয়ে তাকে আপদে বিপদে রক্ষা করে।"

রাত্রি বৃদ্ধি পাইতেছিল। গভীর স্তব্ধতাকে কম্পিত করিয়া কুক্কুর বিকট রবে ডাকিতেছে। ধীরেশ শয়ন করিতে গিয়া দেখিল, শয্যার একপাশে পড়িয়া সুধা অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"দিনরাত নাকে কান্না, কেন? মাবাপ ফেলে আর কি কেউ স্বামীর ঘর কর্ত্তে আসে না। রোজ অত ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না।"

বালিকার বালচঞ্চল অনাবিল হৃদয়ে ধীরেশের নির্ম্মম ব্যবহারটা যেন একটা করুণ বেদনার সৃষ্টি করিতেছিল। সুধার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। স্বামীর কথা শুনিয়া সে জোরে কাঁদিয়া উঠিল। ধীরেশ তাহার হাত ধরিল। স্বরটা অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া বলিল—"কান্‌তে ত কসুর করনি, এখন ঘুমোবে এস?"

সুধা হাত টানিয়া লইল, পরিধেয় বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া

সে কাঠ হইয়া বসিল। ধীরেশ তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মার জন্যে কষ্ট হচ্ছে?"

চোখের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। ধীরেশ বলিল,—"তবু কাঁদ্‌ছ, চল, কাল তোমাকে মার কাছেই রেখে আসি?"

সুধা তথাপি নিরুত্তর। ধীরেশের কঠিন স্বভাব এত হাঙ্গামা পোহাইতে পারিতেছিল না। তথাপি সে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া কোমল কণ্ঠেই বলিল—"তোমায় নিয়ে কিন্তু পেরে ওঠা দায় হয়েছে। কোন কথাও বল্‌বে না, অথচ দিন নাই, রাত নাই, কাঁদ্‌বে।"

সুধা উত্তেজিত হইয়াছিল, বালিকা লজ্জা, ভয়, মাতৃ-উপদেশ প্রভৃতি ভুলিয়া গেল। তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া বসিল,—"তুমি আমার ভূতিদাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?"

কথাটা ধীরেশের কাণে বিশ্রী লাগিল। তাহার কতদিনের কতপ্রকারের উপদেশ বিফল হইয়াছে জানিয়া ক্রোধেরও উদ্রেক হইল, তথাপি কিন্তু সে না হাসিয়া পারিল না। উপহাসের স্বরে বলিল—"বিভা আমার ভাই, তাকে আজও তুমি দাদা বল্‌ছ? ছিঃ!"

সুধা বিরসবদনে নিজের কথাটার জন্য লজ্জিত হইল।

কিন্তু তাহার মন মানিল না। সে বুকের উপর তোলপাড় জুড়িয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"তাকে তোমায় চিরকাল দাদা বল্‌তে হবে। সে যে সত্যি তোমার ভাই। নেই বা হল মার পেটের, তবু তাকে আর কিছু বলে ডাক্‌লে সে সুখী হবে না ?"

উত্তর না পাইয়া ধীরেশ এবার ধৈর্য্যহীন হইয়া উঠিল, তাহার স্বাধীন চিত্ত স্বমতবিরুদ্ধ কোন ব্যাপারই সহ্য করিতে পারিত না। রূক্ষকণ্ঠে বলিল,—"দেখ সুধা, এখনও তোমার কোন বুদ্ধিবিবেচনা হয়নি, আমি যা বুঝেছি, করেছি, তার জন্যে এত মানঅভিমান ভাল হচ্ছে না।"

দুঃখের ও ক্ষোভের তাড়নে সুধার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"ভাল হচ্ছে না, কেন, কি কর্ব্বে ? তাকে তুমি তাড়িয়ে দিলে, সে সারাদিন না খেয়ে রৈল ; আবার—"বলিতে বলিতে সুধার স্বর কম্পজড়িত হইয়া আসিল, সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ধীরেশ দ্বিগুণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল—"জান ত আমার যা ইচ্ছে তা আমি কর্ত্তে পারি, তুমি বালিকা হলেও মনে করে রেখ, আমার কথায় বা কাজে প্রতিবাদ কর্‌বার অধিকার তোমার কোন কালে হবে না ?"

(৫)

যাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া বিভূতি কয়েকদিন পরে শান্তিতে ঘুমাইতেছিল, সে অভয়া কিন্তু রাত্রির মধ্যে চোখের পাতা বুজিতে পারিলেন না। বালিকা কন্যার সঙ্কটময় অবস্থার কথা থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতেছিল, আর তিনি কাঁপিয়া উঠিতে-ছিলেন। নিজের অজ্ঞাতে প্রবল দীর্ঘশ্বাসে এক একবার বুকের ভারটা হাল্কা হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই চিন্তার রাশি পুঞ্জীভূত হইয়া পর্ব্বতের মত চাপিয়া বসিতেছিল। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার দিগন্তের কোলে মিলাইয়া গেল। কুলায়ে কুলায়ে পাখি-কুলের কলরব শুনিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—"ভূতি, বাপ ?"

পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকিতে বিভূতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?"

"ওঠ বাবা, তোমায় যে এখুনি বাড়ী যেতে হবে ?"

বিভুতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে উৎসুকনেত্রে অভয়ার

মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অভয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"কালুকে তোকে এখানে রাখাই যে বড্ড অন্যায় হয়েছে বাপ, মা যে তোর পথ চেয়ে রয়েছে ?"

বিভূতি অল্প হাসিয়া—"ওঃ এই কথা ?" বলিয়া উপাধানে মুখ লুকাইল।

"বাবা ?" বলিয়া অভয়া বিভূতির হাত ধরিলেন,—"মার মন তুমি কেমন করে বুঝ্‌বে, আমি যে আমাকে দিয়েই সব টের পাচ্ছি, ওঠ বিভূ, গোঁণ করিস্ না ?"

বিভূতি উঠিল না, কিন্তু উত্তর করিল—"আমি যদি না যাই ?"

"একবার গিয়ে অন্ততঃ দেখা দিয়েও আসতে হবে।"

"বড্ড গরজ না, কেন মাও ত ছোড়্‌দার সঙ্গে মিসে আমায় তাড়া করে আসছিল ?"

বিভূতির মাথায় হাত দিয়া অভয়া বলিলেন—"বিভূ, তুমি ত আমার কথা শোন বাপ, ওঠ, একবার গিয়ে দেখে আস ?" বলিয়া তিনি শিশুসন্তানের মত বিভূতিকে জোর করিয়া টানিয়া উঠাইলেন। বিভূতি অভয়ার তাড়াহুড় ও ব্যস্ততা দেখিয়া না গেলে যে হইবে না, তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছিল, মুখ বুজিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিল। অভয়া পিপাসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বিভূতি দৃষ্টির বাহিরে গেলে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া

বলিলেন—"কি অন্যায়ই করেছি, একটা রাত ত নয়, যেন এক যুগ, মায়ের প্রাণ, এ কি সইতে পারে ?"

বিভূতি যখন বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন গ্রীষ্মের প্রভাত শিশুর মত সরল রৌদ্রে হাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিদারুণ উদ্বেগে কাটাইয়া তারাসুন্দরী ভোরের বেলা ঘুমাইয়া পড়াতে উঠিতে গৌণ হইয়াছিল। তিনি বাহিরে পা দিতে বিভূতি মাতার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল—"মা ?"

মাতৃনেত্র হইতে শীতের শিশুর বিন্দুর মত জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। বিভূতি তাঁহার বুকের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ছেড়ে সারারাত ঘুমোয় নেই, না ?"

তারাসুন্দরী বিভূতিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বিভূতি অপরাধীর মত মাতাকে জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আমার কিন্তু কোন কষ্ট হয়নি, মার কাছে ছিনু ?"

"বেশ বাবা ?" বলিয়া মাতা পরিধেয় বসনে পুত্রের মুখ মোছাইয়া দিয়া বলিলেন—"বলে গেলে ত আমি ভেবে ভেবে এত কষ্ট পেতাম না রে ?"

"তোমায় না বলে আর কোথাও যাব না, তোমাদের কথার অবাধ্যও হব না, মা যে আমার হাতে ধরে বারণ করে দিয়েছে ?"

সুধা আসিয়া দাঁড়াইল, বিভূতিকে দেখিয়া আনন্দে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল—"আড়ি ভূতিদা, তোমার সঙ্গে আর কথা বল্‌ছি না।"

"ছিঃ মা ?" বলিয়া তারাসুন্দরী তীব্র দৃষ্টিতে সুধার দিকে চাহিলেন। সুধা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তুমি আমাদের এত বড় আক্কেলটা দিলে ?"

"সুধা ?" বলিয়া ডাকিতে গিয়া বিভূতি থমকিয়া বলিয়া উঠিল—"বৌঠান, বড্ড অন্যায় করেছি, মা কিন্তু আমায় বারণ করে দিয়েছে ?"

মাতার নামে সুধার চোখ অশ্রুসমাকুল হইয়া উঠিল। সে এতদিনের কড়াকড়িতে যতটুকু সংযম টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"আমি মার কাছে যাব।"

"যাবে তার আর কি হয়েছে, কটা দিন বৈ ত নয় ?" বলিয়া তারাসুন্দরী সুধার হাত ধরিলেন।

সুধা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। তাহার ব্যগ্রহৃদয় যেন বিভূতিকে জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্বের মত মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিতে ছিল। সে পতির শাসন, শ্বশ্রূর ইঙ্গিত বিস্মৃত হইল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বিভূতির হাত

ধরিয়া বলিল—"ভূতিদা, তুমি আমায় মার কাছে নিয়ে চল না।"

"তুমি আর আমায় ভূতিদা বল্‌তে পাবে না বৌঠান, আমি যে তোমার ঠাকুর-পো?"

কথাটা সুধার রুচিকর হইল না। হায়, এ বাড়ীতে প্রবেশ অবধি তাহার নিজস্ব বড় আদরের জিনিষগুলি যে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দূরে অতিদূরে চলিয়া যাইতেছে। নূতন জীবনের নবীনতায় এত দিনের বন্ধন শিথিল হইতেছে। সে ও বিভূতির মধ্যে বিধাতা যে অখণ্ড প্রীতির প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাদের অতিবল শক্তি যেন তাহার মুখে বাধ বাধিয়া দিতেছে। বালিকার প্রতি এ অত্যাচার-স্পৃহা কেন? গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিলেই ইহাদের এ ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ কেন? বিভূতি তাহার আজন্ম আপনার, মাতৃক্রোড়ে মাতৃ-দুগ্ধে বিভূতির সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আর সে পরিচয় এত উদার, এত গাঢ় যে, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিভূতিকে সে সহোদর অপেক্ষা কম মনে করে নাই। সুধা আবারও কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাহার সজল চোখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিভূতি আশ্বাস দিল—"তুমি কেঁদ না বৌঠান, মা বলেছে. তোমার পুতুলগুলো বিকেলে পাঠিয়ে দেবে।"

ধীরেশ বাহিরে বাহির হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল, বিরক্তির তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া উঠিল—"না, আর পারা গেল না, দিন দিনই সহ্যের অতীত হয়ে উঠ্‌ছে। আট্‌টা বেজে গেল, এখনও গোবর ছড়া পরেনি?" বলিতে বলিতে এক পাশে মিলিত তিনটি প্রাণীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ভীতা তারাসুন্দরী বিভূতিকে ক্রোড়ের নিকট হইতে ঠেলিয়া দিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই ধীরেশ বলিয়া বসিল—"দেখ মা, সংসারের কাজ-গুলোকে যদি দায় বলে মনে কর ত, আমায় স্পষ্ট বলে দিলেই পার। গৃহস্থের ঘর, এখানে যাই যাচ্ছি বলে কাটিয়ে দিলে ত চলে না!"

উত্তর না করিয়া তারাসুন্দরী সভয়ে নিজের কাজে যাইতে-ছিলেন, ধীরেশ আবার বলিল—"কি আক্কেল তোমার, ঘুম থেকে উঠে ছেলে নিয়ে আদর কর্ত্তে বসেছ? ঘরসংসার থাকুল কি গেল তার খোজও নেই?" বলিয়া তারাসুন্দরী অদৃশ্য হইতে সে বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বজ্জাত, কাল কোথায় ছিলি রে, বড্ড বার হয়েছে না?"

সুধা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গেল। বিভূতি মাটির দিকে মুখ করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরেশ গম্ভীর কণ্ঠ ভার করিয়া বলিল—"বাঁদর, কাল তুমি স্কুলেও যাও নি। না

এখানে আর তোমার পড়াশুন হবে না? আজই আমি তোমায় মামার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি?"

আদেশটা বিভূতির প্রাণ অসার করিয়া তুলিল, দূর হইতে সুধার কাণে বাজের মত বাজিল। ইহা যে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিবার পথ, কাহারও তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

(৬)

"যাই মা ?"

"যাই বল্‌তে নেই, বল, আসি গিয়ে ?" বলিতে বলিতে তারাসুন্দরীর চোখ বাহিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িয়া বুক ভাসাইতে লাগিল। "যাই" কথাটার একটা খট্‌কাও যেন তাহার প্রাণের মধ্যে অমঙ্গলের সাড়া দিতে লাগিল। তিনি ধীরেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিভূ আমার আজকের দিনটা কি অপেক্ষা কর্ত্তে পারে না ?"

"কেন পার্ব্বে না, আজ কাল করে বছরটাই কাটিয়ে দাও !"

শ্লেষের স্বরটা তারাসুন্দরীর কাণে বাজিল, তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"না না, তাতে কাজ নেই—" দুশ্চিন্তার ভারে কথাটা শেষ করিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"না রে ধীরু, ওকে আজ আমি যেতে দিতে পার্ব্ব না ?"

ধীরেশ মুখে ব্যঙ্গ হানিল, বলিল—"ঐ করে ত ছেলেটার মাথা খাচ্ছ।"—

তারাসুন্দরী জিভ্ কাটিলেন—"ছিঃ বাবা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে ?" বলিয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধীরেশ পূর্ব্ব ভাবেই বলিল—"দেখ মা। আমার কাছে খাটি কথা, এ সংসারে থাক্‌তে হয় ত আমার কথাও শুন্‌তে হবে।"

বিভূতির মলিন মুখে কে যেন কালীর বোতল উপুর করিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—"না মা, তুমি আর বারণ কর না ?"

"তাই এস গিয়ে বাবা ?" বলিয়া তারাসুন্দরী বিভূতির মস্তকে হস্ত রাখিয়া মনে মনে তাহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

বিভূতির চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল। স্নেহময়ী জননী, জননীর অধিক স্নেহাতুরা শৈশবসঙ্গিনী সুধা, পল্লী-ভবন, প্রকৃতির প্রভূত সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিবার সময় সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সে আর আত্মস্থির করিতে পারিতেছিল না। একটা বিশাল বিষাদ যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহার দুর্ব্বল মনকে আলোড়িত করিতেছিল। অভয়ার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে এই বিদেশবাস একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল, নহিলে ধীরেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইত না। আশৈশব যেখানে সে বাস করিয়াছে, সেই গৃহ, সেই গ্রাম, গ্রাম্য লোক, পশুপক্ষী এমন কি পথ ঘাট বৃক্ষলতা প্রভৃতির

আকর্ষণ হইতেও সে সহজে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। কঠিনপ্রাণ ধীরেশের নিষ্ঠুরতা যে তাহাকে সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। বিভূতির বৈলক্ষণ্য সহজেই ধরা পড়িতেছিল। ধীরেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ও কি রে, কাঁদ্‌ছিস্ যে, চল, আমি তোকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌ছি ?"

"বাবা, ধীরেশ ?" বলিতে বলিতে তারাসুন্দরী থামিয়া গেলেন। বক্তব্যটা শেষ করিতে সাহস না পাইয়া তিনি অবসন্নের মত মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। ধীরেশ আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, এক প্রকার জোড় করিয়া টানিতে টানিতে বিভূতিকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুধা গৃহে বসিয়া চোখ ফুলাইতেছিল। ধীরেশের কঠোর কথাটা তাহার মনে পড়িল। ধীরেশ সেদিন বলিয়াছিল, "তোমার জন্যই ওকে আমি এ বাড়ী ছাড়া কর্ব্ব ?" হায় ! বিভূতি তাহার জন্য স্বদেশ, স্বগৃহ, মাতা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বালিকার অভিমানক্ষুব্ধ মন মর্ম্মান্তিক যাতনায় বিদলিত হইতেছিল। বিভূতির বিদেশবাস সুধার নিকট নির্ব্বাসনদণ্ডের ন্যায় মনে হইতেছিল।

ধীরেশ ফিরিয়া আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িল, তক্তাপোষের উপর বসিয়া যেন একটা মুক্তির শ্বাস টানিয়া প্রফুল্ল স্বরে ডাকিল —"সুধা ?"

ডাক শুনিয়া সুধার বালবুদ্ধি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মস্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিল—"আমার ভূতি-দাকে তুমি দেশ ছাড়া কল্লে ?"

"বেশ করেছি, কর্ব্ব না, তোমার সঙ্গে গল্প করেই তার দিন কাট্‌বে, না ?"

সুধা অসম্ভব ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল—"ওগো তোমার পায়ে পরে বল্‌ছি, তুমি তাকে ফিরিয়ে আন, আমি আর কখনও তার সঙ্গে গল্প গুজব কর্ব্ব না ?"

ধীরেশের মুখের হাসিটা এবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। "সে যে এখন অনেক দূরে, আর ত তাকে ফিরিয়ে আন্‌বার যো নেই।" বলিয়া সে সুধাকে টানিয়া আনিতে গিয়া বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ঐ দুষ্ট বজ্জাতটাকে তুমি অত ভাল বাস কেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর সুধা দিতে পারিল না, তেমন প্রবৃত্তিও তাহার হইল না। মন পুনঃ পুনঃ গুমরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"কি কল্লে ভূতিদাকে ফিরিয়ে পাওয়া যায় ?"

বিভূতির অভাবে আজ সুধার কয়বৎসরের ক্রীড়াকলহের কথা মনে পড়িতেছিল। বালিকা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃতার মত পড়িয়া থাকিয়া নিমীলিতনেত্রেও যেন তাহাদের সেই ক্রীড়াভূমির শ্রীহীনতা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সুধা যেন

দেখিতে পাইতেছিল, তাহাদের সেই সকল স্থান, সে সকল বৃক্ষ, সে লতাপত্রসকল, যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। কেবল দুইটি মানুষের অভাবে আজ তাহারা শোভাহীন, সম্পদ্‌হীন, হৃদয়হীনের মত নতমস্তকে সানুনয় প্রার্থনায় বিভূতিকে ফিরাইয়া পাইবার জন্যে কাঁদাকাটা জুড়িয়া দিয়াছে।

ধীরেশ চিন্তায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বল্লে না তাকে তুমি—"

সুধা সবেগে উঠিয়া বসিল। চট্ করিয়া কথার মধ্যস্থানে বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিল—"জান না, আপন লোককে মানুষ ভালবাসে কেন?"

বিস্ময়ে বিষাদে ধীরেশের বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল। সে আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া সুধার দীপোজ্জ্বল ক্রোধ-রক্ত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

(৭)

দীর্ঘ চারি বৎসর পরে সুধা পুনর্ব্বার স্বামিগৃহে প্রবেশ করিল। বয়সের অছিলা করিয়া অভয়া কন্যাকে চার বৎসর এ বাড়ীতে পাঠান নাই। মাতৃস্নেহের গভীরতায় সুধা বিভূতিকে বিস্মৃত হইবে, এ আশায় এবং শ্বশ্রূ ও পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য ধীরেশও এবিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। আশা তাহাকে অন্য ভাবে প্রলুব্ধ করিয়া পত্নীসাহচর্য্যের প্রলোভন হইতেও দূরে রাখিয়াছিল। সে নানা উপলক্ষ্যে শ্বশুর-গৃহে যাইয়া সুধার মনের অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিয়াও, কিন্তু দুর্ভেদ্য কুহেলিকার মত তাহার হৃদয়ের কথা কিছু মাত্র জানিতে পারে নাই। তাই আজ এত কাল পরে পত্নীকে পাইয়া তাহার অন্তরাত্মা আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল।

সুধার আনন্দ নিরানন্দ টের পাওয়া যাইতেছিল না। প্রশান্ত নদীবক্ষের মত ধীর স্থির মূর্ত্তি। সুধা তারাসুন্দরীর পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া বসিয়া পড়িয়া অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"মা?"

মাতৃসম্বোধন তারাসুন্দরীর বুকের উপর প্রবল বন্যার সৃষ্টি

করিল। তিনি চোখের জল রোধ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"স্বামি-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর কর মা, পতির প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে?"

সুধার অধরে লজ্জার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। সে মনে মনে বলিল—"এর বড় আশীর্ব্বাদ আর কিছু হ'তে পারে না, এ অপেক্ষা শুভাদৃষ্টও ত রমণীর আর নেই। তোমার আশীর্ব্বাদ যেন আমায় এ শুভাদৃষ্ট হতে বঞ্চিত না করে!"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া সুধা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারাসুন্দরীর বুকের বন্যার বেগবান্ প্রবাহ ভিতরে অবরুদ্ধ রহিল না। স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায় নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুধা তাঁহার বক্ষঃসংলগ্ন হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমি তোমার মেয়ে মা, রাগ করে কিন্তু—"

সুধা আর বলিতে পারিল না। তারাসুন্দরী অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিলেন, সুধার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"কিছু ভেবনা মা, কার ওপর রাগ কর্ব্ব, দুদিক্‌ই যে, সমান ভারি?"

সুধার মনের ভার বোঝাটা যেন নামিয়া গেল। সে পুনর্ব্বারও শ্বশ্রূর পদধূলি মাথায় দিতে তারাসুন্দরী বলিলেন—"যাও মা, ঘরে গিয়ে বস, আমি ঠাকুরের কাছে আলো দিয়ে আস্‌ছি।"

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক্ ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নীরব

নিশ্চল গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইতে সুধার হৃদয় গুম হইয়া উঠিল। স্মৃতির শতচিহ্ন সহস্র লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া গৃহে বাড়াগুায় পোষাকে পরিচ্ছদে জড়াইয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সুধা ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিল। ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরেশ ডাকিল—"সুধা ?"

সুধা মুহূর্ত্তে মনের এলোমেলো ভাবগুলিকে সংবরণ করিয়া স্বামীর পায়ের উপর ঢিপ করিয়া নমস্কার করিল। ধীরেশ পত্নীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কাঁদ্‌ছ সুধা, মার জন্যে মন কেমন কর্চ্ছে, না ?"

সুধা নিরুত্তরে অধোমুখে রহিল। ধীরেশ বলিতে লাগিল "—তা বলে চিরকাল কিছু মায়ের কোলে থাকা চলে না। বাড়ী ঘর সব যে তোমার। তুমি না হলে ত এসব মানায় না।"

একটা অভিশাপ যেন সুধার কথা বলিবার প্রবল উদ্যমটাকে রোধ করিতেছিল। বিভূতির অনাবিল ছায়া যেন তাহারই নির্ব্বাসন সংবাদ বহন করিয়া সুধাকে কেমন অভিভূত করিয়া দিতেছে। বালকের প্রতি স্বামীর অকারণ নিষ্ঠুরতা সুধা আজও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ধীরেশের ভাবনা কিন্তু সেদিক্ দিয়াও গেল না। সে পত্নীর চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল—"এ তোমার কেমন আক্কেল, এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, একবার বস্‌তে বল্লে না ?"

সুধার মুখ ফুটিল, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিল—"ঠাকুর-পো ?"

কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর তাহা বলিয়া ফেলিয়াই সুধা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে ত ইচ্ছা করিয়া বলে নাই, তাহার অন্তরের দেবতা যেন জোড় করিয়া কথাটা মুখের গোড়ায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সুধা আবারও কি বলিতে হা করিতে তাহার কম্পিত ওষ্ঠকে জড় করিয়া দিয়া ধীরেশ পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তাকে তুমি আজও ভুল্‌তে পারনি, ছিঃ ছিঃ, এতকাল পরে এখানে এসেছ, তাকে মনে করে তুমি তোমার স্বামীকেও আমল দিতে চাচ্ছ না। তুমি না গৃহস্থঘরের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ ?" বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সুধা অবসন্নার মত ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া অন্যমনে বলিয়া উঠিল—"তাই ত, এ আবার কি কল্লাম ?"

(৮)

তারাসুন্দরী সযত্নে সুধার সজল মুখখানা মোছাইয়া পানটি হাতে গুজিয়া দিয়া বলিলেন—"যাও মা, পান খেয়ে গিয়ে শুয়ে থাক ?"

বাৎসল্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে যত্নের আতিশয্যে সুধা স্নেহ-মন্দাকিনী-স্রোতে স্নাত হইয়া যেন তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীর সহিত বাদবিবাদের পর ভাবিতে ভাবিতে সে এক সময়ে ঘুমাইয়াছিল। আহারে তাহার রুচিও ছিল না, কেহ ডাকিয়া খাওয়াইবে এত আশাও সে করিত না। মাতার নিকটে থাকিয়াও সে কত দিন এমন অসময়ে ঘুমাইয়া অনাহারেই রহিয়াছে, কৈ অভয়া ত এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে ডাকিয়া উঠান নাই। তারাসুন্দরীর কি ব্যস্ততা! পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিয়া সুধার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অবহেলা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিয়াছেন। শিশুসন্তানের ন্যায় তাহার চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া নিজহাতে এক একটি করিয়া গ্রাস মুখে পূরিয়া দিয়াছেন। খাওয়া হইলে মুখ মোছাইয়া

পানটি পর্য্যন্ত হাতে গুজিয়া দিলেন। সুধা যেন মাতার নিকট হইতে দূরে আসিয়া নূতন অভাবনীয় স্নেহের দান পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। তাহার মন আনন্দে দুলিতেছিল। শ্বশ্রূর আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে ধীরে সলজ্জ-পদে স্বামীর গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

দীপরশ্মি-প্রদীপ্ত গৃহে কোমল ধব্‌ধবে শয্যার উপর উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া ধীরেশ কি একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল। সুধা ধীরে ধীরে পায়ের তলায় গিয়া বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

ধীরেশ হাতের পুস্তকখানা রাখিয়া দিল, পাশের জানালাটি খুলিয়া দিতে গন্ধরাজগন্ধে ভার বায়ু মন্দগতিতে গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। শুভ্র চন্দ্রকর কমনীয়কায়া সুধার পায়ে পড়িয়া ঝিকিমিকি খেলিতেছিল। ধীরেশ নিমেষহীন লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিল—"সুধা?"

সুধার প্রাণ ধক্ করিয়া উঠিল। সে অসম্ভব ব্যস্ততায় গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতে ধীরেশ হাসিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ, এ কি কল্লে, ঠাকুর-পোকে ছেড়ে আর এক জনের পা টিপ্‌তে এলে?"

ছিঃ ছিঃ, কি কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিত কথা! উত্তর করা দূরের কথা, সুধার যেন মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছিল।

সে ঘোমটা টানিয়া একটু সরিয়া বসিল। ধীরেশ বলিল—"একবার চেয়ে দেখ, জাত যাবে না?"

লজ্জায় সুধার মুখ নবপল্লবৎ লাল হইয়া উঠিল। ধীরেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা বল ত, আমায় ছেড়ে সে ছোক্‌রার ওপরই বা তোমার সাগ্রহ দৃষ্টি কেন?"

সুধা স্বামীর মুখের উপর একটা রোষপরিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় তাহার যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল।

পাশে যেখানে খোলা পুস্তকের রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, সেখান হইতে একখানা পুস্তক লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ধীরেশ দেখিল, স্থানটি শূন্য পড়িয়া আছে। কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"বইগুলো কি হল?"

"সরিয়ে রেখেছি?"

ধীরেশের হৃদয়ে আনন্দের বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। সে হাত বাড়াইয়া সুধার মাথাটি টানিয়া আনিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিল। সুধা বলিল—"ঐ তোমার বইগুলি?"

ধীরেশ দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও তৃপ্ত হইল। অনেক দিন হইতে যে আলমারিটা নানা প্রকারে অপরিষ্কার হইয়া অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে আলমারিটি যেন সুধার হাতের গুণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

আর তাহারই তাকে তাকে আবশ্যক অনাবশ্যক আস্ত ছেঁড়া পুস্তকগুলি নিপুণ হস্তে সজ্জিত হইয়া সুন্দর সুদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। অধরের হাসি চাপিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"ওগুলো ওখানে কেন?"

"মন্দ করে থাকি, যেখানে ছিল, এনে রাখ্‌ছি?" বলিয়া সুধা উঠিতে যাইতেছিল। ধীরেশ এবার জোর করিয়া তাহার কটিদেশ ধরিয়া ফেলিল। মুখখানা ভার করিয়া সুধা যেমন ছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল।

(৯)

তারাসুন্দরী প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার নিত্য কার্য্যগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সুধা গোবরছড়া দিয়া উঠান ঝাট দিয়া ঘরদোর লেপিয়া পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে বসিয়াছিল। তারাসুন্দরী তাহাকে খুজিতে খুজিতে ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাসনগুলি রাখ মা, দুদিন যেতে দাও, তখন তোমার কাজ তুমিই কর্ব্বে ?"

এ সকল কার্য্যে সুধার বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা আলস্য ছিল না। সে অভয়ার হাতে গড়া, মা যে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সংসারের উপযোগী করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইয়াছেন। সুধা যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিল—"না মা, আর ত দিন গুণ্‌তে পারি না। এতকাল তোমাকে এত কষ্ট দেওয়াই যে অন্যায় হয়েছে। যাও মা, আজ একটু জিরিয়ে নাও ?"

তারাসুন্দরী খানিকক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বুকের ভারটা বার আনা রকমের

হাল্কা হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে আত্মদমন করিতে না পারিয়া তিনি প্রায় দৌড়িয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন—"ধীরেশ ?"

ধীরেশ তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সুধা যে বিভূতিকে এখনও ভুলিতে পারে নাই, এ দুর্ভাবনাটা তাহাকে যম-যাতনা দিতেছে। তাহার এত চেষ্টা যদি বিফল হয়, বিভূতি ও সুধার বাল্যস্নেহ, পরস্পর ঘনিষ্ঠতা যদি তুল্য অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তবে তাহার সুখের আশা যে মরীচিকায় পরিণত হইবে। ধীরেশের ম্লান মুখ বিমাতার আনন্দোল্লাসে লাল হইয়া উঠিল। কথাটি না বলিয়া সে দ্বিগুণ গম্ভীর হইয়া বসিল। তারাসুন্দরী হর্ষগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বৌ ত নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ?"

ধীরেশের হৃদয়টা ছাৎ করিয়া উঠিল। পুত্র সম্বন্ধে কোন আশার বাণী শুনাইয়া সুধা মাতার প্রাণে আনন্দের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সমস্ত জিহ্বায় বিষ মাখিয়া উত্তর করিল—"লক্ষ্মী হলেই হ'ল না মা, তুমিই কোন্ একদিন এ ঘরের লক্ষ্মী ছিলে না।"

যত বড় হর্ষ, ঠিক তদনুরূপ আঘাত। তারাসুন্দরী যেন দমিয়া গেলেন। তাঁহার বুক বাহিয়া যে দীর্ঘ শ্বাসটা বাহির হইয়া গেল, তাহা ধীরেশের হৃদয় স্পর্শ করিতে না

পারিলেও উদ্বিগ্নার মত তিনি কষ্টে অশ্রু রোধ করিলেন। ঘণ্টাখানি পরে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে সুধা বাধা দিল, বলিল—"না মা, তোমায় কিছু কর্ত্তে হবে না।"

তারাসুন্দরী সুধাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া স্নেহ-প্রবণ স্বরে বলিলেন—"তুমি রাঁধ্‌বে মা, তা রেঁধ, কিন্তু আজ নয়। সকাল থেকে কত খেটেছ, এখন একটু ব'স গিয়ে ?"

"এ না কর্ত্তে পাল্লে যে আমার বড় কষ্ট হবে ?"

আদর করিয়া সুধার মুখ তুলিয়া ধরিয়া তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন—"তোমার যাতে কষ্ট হবে, তা কি আমি কর্ত্তে পারি ? সংসারের কাজ সব ত তুমিই কর্ব্বে, আজ আর কাল বৈ ত নয়।" বলিতে বলিতে বিধবার সজল নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দুগুলি অসারে ঝরিয়া পড়িয়া সুধার বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল।

সুধা বলিল—"মা যে আমায় বলে দিয়েছেন, তোমার এখন পূজআচ্চার সময়, তুমি তাই নিয়ে থাক্‌বে।"

"তবু আজকের দিনটাও।" বলিয়া তারাসুন্দরী ভাতের হাঁড়ীতে চাউল পূরিতে সুধা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

কর্ম্মহীন সময়টা সুধা এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া কাটাইতেছিল। সমস্ত বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। দিনটা কি করিয়া কাটিবে; ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিতেছিল।

সহচরের অভাবে সুধার নিঃসঙ্গ জীবন হা হা করিতেছে। ধীরেশ আহারের পর অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল, সুধা এক একবার সে গৃহের দিকে পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে। তারাসুন্দরী ডাকিলেন—"বৌমা ?"

"কি মা ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন—"রোদ পড়ে এসেছে, ধীরুর কাপড় জামাগুলো রেখে এস ?"

ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে সুধার বিলম্ব হইল না। ছলটা হাতের গোড়ায় পাইয়া সেও যেন অনেকটা প্রীতা হইল, "যাই মা ?" বলিয়া বাহিরের জামা কাপড় কুড়াইয়া স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিতে ধীরেশ বলিয়া উঠিল—"তবু ভাগ্যি ?"

বিদ্রূপের স্বরে সুধার সাহস হইল, তথাপি মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিল না। ধীরেশ অপ্রসন্ন মুখে আবার বলিল—"এত বড় দিনটা, হা করে বসে একলাটি কাটিয়ে দিলাম ?"

সুধার বক্ষঃ অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপিয়া উঠিল। সে গায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া স্পন্দিত পদে ধীরেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া ছোট্ট কথায় উত্তর করিল—"বসে না শুয়ে ?"

"শুয়ে, ঘুমিয়ে না ? সত্যি বলছি আমার একটু ঘুমও হয়নি ?"

কারণ জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি সুধার ছিল না। ধীরেশ

উত্তর না পাইয়া বলিল—"একাটি বসে না থেকে, এ ঘর মাড়ালেই কি দোষ হ'ত ?"

সুধা মনে মনে বলিল—"আমি এমন একাটি ত ছিলাম না, তুমিই আমার সঙ্গীটিকে ছিনিয়ে নিয়েছ ?" প্রকাশ্যে উত্তর করিল—"দোষ আবার কি হবে ?"

"তবে ?"

সুধা নিরুত্তর। ধীরেশ বলিল—"তুমি এত শিষ্ট শান্তটিও ত ছিলে না সুধা, এই সেদিনও গাছে উঠে পেয়ারা পাড়্‌তে গিয়ে আছাড় পড়ে পা ভেঙেছিলে ?"

সুধার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কি কথায় কি কথা উঠিয়া পড়িবে ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(১০)

দেখিতে দেখিতে বছর ঘুরিয়া আসিল, সুধার এত স্নেহ-মমতার মধ্যেও পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া তারাসুন্দরী যেন দিন দিনই ক্ষীণা হইয়া পড়িতেছিলেন। ফাল্গুনের প্রথম, এ অঞ্চলে একটু একটু শীত ছিল, আহারের পর তারাসুন্দরী বেলগাছের সাম্‌নে যে স্থানটায় দিবাবসানের শেষ রশ্মিটুকু পড়িয়াছিল, সেখানে বসিয়া একমনে বিভূতির মুখখানা ভাবিতে-ছিলেন। সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া কিসের আশায় দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা পিসা কালীতারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি পিসীকে বসিবার আসন আনিয়া দিলেন, নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন সময়ে তুমি কোত্থেকে এলে পিসীমা ?"

"কোত্থেকে আবার ?" বলিয়া কালীতারা পর পর গোটা-দুই দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পোড়া মন মানে না, তাই ত সময় অসময় জ্ঞান না করে ছুটে এসেছি। হ্যারে তারা, তুই নয় ত তোর পিসীকে ভুলেছিস্, কিন্তু সে ত পারেনি, আহা মা মরা মেয়ে, বুকের কলিজা দিয়ে

যে তোকে আমি লালন পালন করেছি। কদ্দিন ত কাকের মুখেও একটা খবর নিস্ না মা, ঘরে কি আর টিক্‌তে পারি ?"

বৃদ্ধা পিসীর অতি অসম্ভব স্নেহাভিনয়ে তারাসুন্দরীর মুখে কথা সরিল না, স্বজনহীনার মনে একযুগ পরে শৈশবচিত্র ভাসিয়া উঠিতে বাগ্‌রোধ হইয়া আসিল। একমুঠা ভাতের জন্য পিসীমাতার সেই নিদারুণ নিগ্রহ, এ সংসারে আসিয়া তিনি প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, এক পিসী, তিনি যেন বালিকার উপর অত্যাচারে অবিচারে সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেন। কালীতারা আবার বলিলেন—"কত কাল থেকেই ভাব্‌ছি, একবারটি চোখের দেখা দেখে যাব। পরের ঘর—জামাইবাড়ী, পা কেমন চল্‌তে চায় না। তবু কি মন মানে, শত চেষ্টাতেও ঘরে থাক্‌তে দিলে না। যখন আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে এল, তখন কাজে কাজেই এসে হাজির হতে হয়েছে ?"

"তা বেশ করেছ ?" তারাসুন্দরী প্রকাশ্যে একথা বলিলেও তাঁহার অন্তরাত্মা কিন্তু ভীত না হইয়া পারিল না। কালীতারার কাজকর্ম্ম আচারব্যবহার তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি দয়া করিয়া একবার যে সংসারে পদার্পণ করিয়াছেন, সে সংসারকে ছারেখারে না দিয়া নড়িবার নামও করেন নাই। মাতৃকুলে কাহারও সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া পিসী

এখন ভিখারিণী। কালীতারা সম্মুখের আসনে বসিয়া বাড়ী-খানার চতুর্দ্দিকে একবার লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ভূতি কৈরে তারা ?"

"তার মামার বাড়ী থেকে পড়্ছে ?"

"মামার বাড়ী ?" কালীতারা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার পিতৃকুলে যে তিনি আর তারাসুন্দরী ছাড়া জলপিণ্ড দিবারও কেহ ছিল না।

তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন—"হ্যা পিসীমা, ধীরেশের মামার বাড়ী ?"

"ও মা, ভূতিকে তুই পরের বাড়ী ফেলে রেখেছিস্ ?"

সুধা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তারাসুন্দরীর মুখ মলিন হইয়া উঠিল। কালীতারার কথার বিরাম ছিল না, তিনি বলিয়া চলিলেন—"বাছা এখন আমার বড়সড়টি হয়েছে, আহা বেঁচে থাকুক, কুলের প্রদীপ, কুল উজ্জ্বল করুক। কিন্তু তারা তোর কিন্তু কাজটা ভাল হয়নি। পরের বাড়ী, পরের ঘর, বল্‌তে গেলে তা'রা তোর শত্রু, একটা ছেলে বৈ ত নয় ?"

তারাসুন্দরীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি সুধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"নমস্কার কর বৌমা, ইনি আমার পিসী ?"

"ভূতিকে বিয়ে করিয়েছিস্ তারা, আহা সুন্দর বৌ ত,

বাছা, পিসীকে কি একটা সংবাদও দিতে নেই, না আবাগের বেটী, এ পোড়াকপালীর কথা তোর মনেও হয়নি ?" বলিয়া বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া পায়ের উপর পতিতা সুধার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক মা, সুখে থাক, ভূতি আমার দীর্ঘজীবী হ'ক, তার ঘর আলো কর, বিধবা শাশুরীর প্রাণ জুড়াক ?"

সুধার বুকটা দুলিতে লাগিল, সে লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। তারাসুন্দরী বলিলেন—"ধীরেশের বৌ, পিসীমা ?"

"তোর সতীন-পো ধীরেশ, তার বৌ, হালা তারা—"

তারাসুন্দরী পিসীর কথাটা শেষ করিতে না দিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—"বৌমা, যাও ত, শিগ্‌গির করে পিসীমার রান্নার যোগাড় করে দাও। খাওয়া ত হয়নি, না পিসীমা ?"

সুধা নতমস্তকে বর্ষিয়সীর কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে শ্বশ্রূর আদেশ পালনে চলিয়া গেল। তারাসুন্দরী আকুল অযাচিত দৃষ্টিতে পিসীর করুণা ভিক্ষা করিয়া মাটির পুতুলটির মত নীরব নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালীতারার হৃদয়েও করুণার অভাব ছিল না। তিনি তাহা ঠিক মনের মত করিয়া ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াই এখানে আসিয়াছিলেন। তারাসুন্দরীর অবস্থাবৈষম্যের প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিলেন—"ধীরা, সেই দুষ্ট বয়াটে ছোড়াটা না ?"

"তাকে তুমি কি করে জান্‌লে পিসীমা ?"

"জানি রে জানি, ভূতির বাপ মারা যেতে যে ওরা দুজন আমার ওখানে গিয়েছিল, আহা বাছার আমার কি মুখ, হাড়ী ডোমকে বলে ওদিক্ থাক ?"

তারাসুন্দরী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কালীতারা নিবৃত্ত হইবার মানুষ নহেন, তিনি বলিতে লাগিলেন—"সতীন-পো, আর তার বৌ নিয়ে কত কাল ঘর কর্‌বি তারা, কেন ভূতির কি বের বয়েস হয়নি ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন—"সন্ধ্যে যে হয়ে এল পিসীমা, চান আহার কর্ব্বে না ?"

"যাই মা, কিন্তু তোর কি আক্কেল বল্‌ত, রাজার ঐশ্বর্য্যি ফেলে ছেলেটা বিদেশে পড়ে রয়েছে, কেন ওরা খেলে কি, তোর কোন লাভ হবে ?"

"পিসীমা, উঠে এস ?"

স্বর শুনিয়া কালীতারার যেন কেমন বোধ হইল। তিনি দমিবার লোক নহেন, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"তাড়া কেন তারা, এত কালে তোর পিসী যদি উপোষ করে মর্ত্ত, তার খবরও ত পেতিস্ না, কতটা পথ হেটে এসেছি, একটু জিরুই ?"

তারাসুন্দরী—"তা জিরোও ?" বলিয়া অন্যমনে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বৌমা, যাও ত, তেলের বাটিটা দিয়ে এস ?"

সুধা তেল দিয়া আসিল। বাটীতে ফিরিয়া ধীরেশ তৈলমর্দ্দন-নিরতা কালীতারাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কেগা ?"

"ইনি আমার পিসীমা, ধীরু, তুমি ত সেবারে গিয়ে ওঁকে দেখে এসেছিলে,মনে নেই বুঝি। ওকে নমস্কার কর ?" বলিতে বলিতে তারাসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধার আকৃতি ও তারাসুন্দরীর ব্যস্ততা দেখিয়া শুষ্ক নীরস ধীরেশের ওষ্ঠপ্রান্তেও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—"তোমার পিসীমা, ওঃ হরি! আমি আর ভেবেছিলাম, কালু বাগ্‌দীর বৌ ?"

পিসীর কম্পিত ওষ্ঠের কথাগুলিকে জোর করিয়া আটক করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন—"ছিঃ বাবা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, উনি তোমার গুরুজন ?"

ধীরেশ ততক্ষণে অতি অনিচ্ছায় হাত চারি দূরে একটা নমস্কার ফেলিয়া রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। কালীতারা এই একরত্তি ছোড়াটার উপর পূর্ব্ব হইতেই হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন, এখন একেবারে আগুন হইয়াও মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া স্বাভাবিক সুরে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ্‌লি তারা, আমি বাছা সেই সেকালের মানুষ, একবার দেখে যা ঠিক করেছি, তার আর নড়চড় হতে পারে না। কতবড় বজ্জাত এই ধীরেটা ?"

(১১)

"তুমিই বল ত মা, এ কি ন্যায্য হচ্ছে! কোন্ অভাবে তোরা আমার বাছাকে বনবাসী করেছিস্? একবার নামটি কল্লে পোড়ার মুখী আবার লড়াই জুড়ে দেবে! কেন সে কি এবাড়ীর কেউ নয়, না তার এ সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই! তারা আবার মানুষ, ওর কোন কালে নূননবন জ্ঞান হল না?"

অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোন কথাই বলা চলে না, কাজেই সুধা পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন একটা শ্বাসও টানিতেছিল না। কালীতারা হাত মুখ নাড়িয়া উচ্চস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন—"ধীরেশেরই কি এ উচিত হচ্ছে, হলই বা সে সতাই-পো, হলই বা ছোট, নয় ত তারা কিছু বোঝেই না! তা বলে তাকে ঠকিয়ে সংসারের সব লুটে নেওয়া কি তোর ভাল, না যে তোর জন্যে এতখানি কচ্ছে, তাঁকে বঞ্চনা কল্লে তোর মঙ্গল হবে।"

জড়মূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, বায়ুর বেগে যেন তাহার পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। দীর্ঘকাল যে আগুন

তাহার ও তারাসুন্দরীর অন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, কালীতারার প্রত্যর্পিত ইন্ধনের জোরে তাহা বাহিরে বাহির হইয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুধার ত বলিবার মত বা করিবার মত কিছু ছিল না। বিভূতিকে দেখিবার যে প্রবল বাসনা তাহাকে তোলপাড় করিতেছিল, সতী পতিপদে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া যদিও তাহা ছাইচাপা আগুনের মত ঢাকা দিয়া রাখিতেছিল, তথাপি শমীগর্ভস্থিত অগ্নির মত পুত্রবিরহক্ষীণা নিরীহা শ্বশ্রূর হৃদয়ান্তর্গত জ্বালার কথা সে মুহূর্ত্ত বিস্মৃত হইতে পারিত না। এবং তাহারই জন্য সে এতকাল পতিকে এভাবে সেভাবে বুঝাইয়া অনুরোধ করিয়া অন্ততঃ একটি বারের জন্যও বিভূতিকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু কাজে ত কিছু হয় নাই, বরং হিতের নামে বিপরীত ঘটিয়াছে। ধীরেশ সুধার মুখে বিভূতির নাম শুনিলেই জ্বলিয়া ওঠে। অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় বিদ্রূপে বিবাদে সুধাকে বিদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হয়। ধীরেশের এই আচরণেও সংসারে এত জ্বালা ছিল না। কাহারও মনের কথা মুখে প্রকাশ পাইত না। কিন্তু কালীতারা আসিয়া নাছোরবান্দা হইয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। পদে পদে গঞ্জনা, কথায় কথায় অভিশাপ, এত কি মানুষ সহ্য করিতে পারে! সুধা তথাপি মুখ বুজিয়া থাকে, নিরুত্তরে ভগবান্‌কে

ডাকিয়া মনে শান্তি আনিতে চেষ্টা করে। কখনও স্বামীর নিকট ছুটিয়া যায়, জোর করিয়া কথা পাড়ে, জেদ করিয়া বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দেয়। কালীতারার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কালীতারা কিন্তু সুধাকে পাইয়া বসিয়াছেন। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে সুধাকে শুনাইয়া ঐ এক কথা! তাহার যত আক্রোশ, যত ক্রোধ, সকলই যেন সুধার উপরে। ধীরেশকে তিনি একটি কথাও বলেন না, কিন্তু সুধার নিকট বলা যে নিস্ফল ক্রন্দন, অরণ্যে রোদন! সুধা কি করিতে পারে। পতির উপর স্ত্রীর যে অধিকার থাকে, তাহা ত তাহার নাই, বাড়ীর ঝীচাকরের উপর মানুষের যতটুকু অধিকার, ততটুকু অধিকারও যদি সুধার থাকিত, তবু যেন সে একটা উপায় করিতে পারিত। সুধা অন্যান্য দিনের মত আজও নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, কালীতারা বলিলেন—"ভাল মানুষটি সেজে তুমিই বা অমন চুপ করে থাক কেন মা! এতবড় অন্যায়, সে কি স্বামীকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার না।"

ধীরে ধীরে তারাসুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুনিতে শুনিতে তাহার চিরকোমল মধুর স্বভাবও যেন কঠিন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অন্যায় কি সে?"

"ঐ আবার আবাগের বেটি এসে জুটেছে। ওর জন্যে যদি কথাটি বল্‌বার যো থাকে ?"

"আর যত বল্‌বার থাকে, বল, কিন্তু এ কথা নিয়ে তুমি আর বৌ মানুষকে জ্বালাতে পার্ব্বে না।"

কালীতারা মুখ খিচাইয়া উঠিলেন—"পোড়ার মুখীর ছেলেটার জন্যে যদি একটু দরদ থাকৃত ?"

"নেই কে বল্লে, আছে বলেই ত, তাকে পড়াশুন করে মানুষ হতে পাঠিয়েছি ?"

"থাম পোড়ার মুখী, চোরে জোচ্চোরে রাজার ঐশ্বর্য্যি লুটে খাচ্ছে, ওর ছেলে কিনা পড়ে শুনে ডেপ্‌টি হবে ?"

তারাসুন্দরী আর মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারিলেন না, উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন, সুধাও পেছন ছাড়িল না, তারাসুন্দরী বসিয়া পড়িলে সেও হাপাইতে হাপাইতে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা ?"

সুধার মুখ অশ্রুসিক্ত, ভয়ে ভাবনায় মলিন। তারাসুন্দরী তাহার চিবুকে হাত দিলেন, প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তুমি পিসীর কথা কাণে তুল না মা ?"

তাঁর দোষ কি ? তুমিই বল দেখি, সত্যি এতে পাপ হচ্ছে কি না ?"

"পাপ কেন হবে রে পাগ্‌লী, ছেলে কি বিদেশে পড়্‌তে যায় না ?"

তারাসুন্দরীর মুখে কৃত্রিমতার চিহ্ন ছিল না, কথায় কম্পন ছিল না, তথাপি সুধা ন বলিয়া পারিল না—"ছেলে মানুষ, এতকাল পড়ে আছে, একটিবার কি আস্‌তেও নেই?"

"ইচ্ছে কল্লেই সে আস্‌তে পারে, মর্‌জি হলে কেউ তাকে আট্‌কে রাখ্‌তেও পার্ব্বে না?"

"না মা, সে কখনও ইচ্ছে করে আমাদের ভুলে থাকে নি?"

"হবে হয় ত ধীরু বারণ করেছে, কিন্তু সে কি তার অপরাধ, এখানে এলে এত কালে যা হয়েছে, তাও যাবে, দুবছরে না ফিরে দশ বছরেও যদি মনুষ হয়ে ফির্‌তে পারে?"

"তোমার প্রাণ কি পাষাণ দিয়ে গড়া মা?"

তারাসুন্দরী আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"বৌমা, মা না হতে মায়ের প্রাণের কথা বুঝ্‌বে না, ও সুধু পাষাণ দিয়ে গড়া নয়, তা হলে যে এতদিনে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত?"

সত্যই ত তারাসুন্দরীর প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কোন সুদৃঢ় জিনিষে গঠিত, শত অনুতাপ, সহস্র অত্যাচারেও তাহার হৃদয়ে হিংসাদ্বেষের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সুধা আজ আর এই মহিমময়ী রমণীর অন্তর্ব্বাতনার

কথা ভাবিয়া স্থির হইতে পারিল না। দ্রুত পদে গিয়া স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিল। ধীরেশ চিঠি লিখিতেছিল। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া সুধা প্রশ্ন করিয়া বসিল—"ঠাকুরপোকে কি বাড়ীতে আস্‌তে মানা করা হয়েছে।"

সহসা এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ধীরেশ যেন কেমন বিচলিত হইয়া পড়িল। সুধা ঠিক গৃহকর্ত্রীর মত বলিল—"তাকে বাড়ী আস্‌তে লিখে দাও ?"

"তোমার হুকুমে ?"

সুধা লজ্জায় মরিয়া গিয়া উত্তর করিল—"মার বড্ড কষ্ট হচ্ছে ?"

"তিনিও ত তা বল্‌তে পারেন ?"

সুধা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"যেটা জলের মত স্বচ্ছ, বুঝ্‌তে মোটে কষ্ট হয় না! সেটাকে বলে বোঝাবার জন্য পাগল না হলে, যে বলে না, তার তত দোষ হয় না, যত দোষ হয় যে বুঝেও বোঝ্‌বার নাম করে না ?"

ধীরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"বেশ কথা বল্‌তে শিখেছ ত, ঝগড়া কর্ব্বার বেলা তোমার এত বুদ্ধি, আর কোন কালে কিন্তু তা দেখ্‌তে পাই না ?"

নিরুপায়ে উত্তর খুজিয়া না পাইয়া সুধা চলিয়া যাইতেছিল। ধীরেশ ডাকিয়া বলিল—"যাতে আরও পাঁচ বছরের মধ্যে

সে এ বাড়ী মারাতে না পারে, এই চিঠিতে তারি বন্দোবস্ত করে পাঠাচ্ছি ?"

সুধার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন নিজের অজ্ঞাতে বলিয়া বসিল—"আমি তাকে আনাচ্ছি, দেখি তুমি কি করে ঠেকিয়ে রাখ ?" বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল। ধীরেশ মন্ত্ররুদ্ধ সর্পের মত আপনার মনে আপনি ফুলিতে লাগিল।

(১২)

ঘাটে বাসন মাজিতে বসিয়া সুধা কাঁদিয়া ফেলিল। এতদিন যে কথাটা ঢাকা ছিল, ধীরেশ সে কথাটা সেদিন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে। সুধার মনে যতদিন বিভূতির স্মৃতির বিন্দুমাত্রও জাগরিত থাকিবে, ততদিন বিভূতিরও এ মুখো হইবার পথ বন্ধ। সেদিন কবে আসিবে, কবে সুধা সেই মুখখানা, সেই সরল সহজ হাসিটুকু, সেই ভ্রাতা ভগিনীর অনাবিল ভালবাসার কথা ভুলিবে! শৈশবের স্মৃতি স্বামীর অবিচারের নিকট আত্মপরতন্ত্রতার জন্য ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিবে, তাহা যে সুধার বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর ছিল। ভগিনী কি ভ্রাতাকে ভুলিতে পারে, সে যে অসম্ভব! জলের রেখা যেমন জলে মিলাইয়া যায়, বিভূতির স্মৃতি ত তেমন নশ্বর নহে, ক্ষণভঙ্গুর নহে, সে তাহাকে ভুলিবে কি করিয়া। অন্য দিক্ দিয়া সুধা ইহাও বুঝিতে পারে না যে, এই পবিত্র কামনাবাসনাবর্জ্জিত স্নেহে ধীরেশের অন্তর্জ্জালা কেন? কেন তাহার নাম করিয়া বিভূতির এ বিদেশবাস। সময়ে সকলই সহ্য হয়, তাই সুধা এতটাও সহ্য করিয়াছে। বিভূতি বিদেশে নিরাপদে আছে, তাহার ক্রমবিকাশমান জীবন

শিক্ষার সাহায্যে দিন দিন উন্নত পুষ্ট হইতেছে, ভাবিয়া সে দুঃখের মধ্যে সুখ, অশান্তির মধ্যে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। কিন্তু তাহার সেই সুখ ও গর্ব্বকে পরাস্ত করিয়া তারাসুন্দরীর বিকৃতিহীন গর্ব্বহীন দ্বিধাহীন সহিষ্ণুতা যে পায়ের বেড়ীর ন্যায় জড়াইয়া ধরিতেছে। এই যে নীরব নির্ব্বিকার ভাব, নির্লিপ্ত স্নেহ, একান্ত কোমলতা, সঙ্কোচহীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে যে কঠোরতার পরাকাষ্ঠা লুক্কায়িত আছে, তাহাই সুধার কোমল হৃদয়ে কণ্টকের মত বিদ্ধ হইত। একটিমাত্র পুত্রের জননী বালবিধবা তারাসুন্দরী এত দীর্ঘকালেও পুত্র-বিচ্ছেদে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন, এ কথাটা যেমন সে বিশ্বাস করিতে পারিত না, তেমনই তাহার মনে হইত, উদাসীনতার আবরণে আবৃত থাকিতে গিয়াই তারাসুন্দরীর জীবন জ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতেছে। সুধা ভাবে, আহা, তাহার শ্বশ্রূ যদি ঠিক কালীতারার প্রকৃতির মানুষ হইতেন, তবে ত তিনিও মনের কালী মুখে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাল্কা হইতে পারিতেন। সুধা যে আর এ কঠোর পরীক্ষাদ্বারে তিষ্ঠাইতে পারে না। কত মানুষ অভাবে স্বভাবে যুগযুগান্তর বিদেশ-বাস করে, তবে সুধার এ বিকৃতি কেন? কিন্তু এ ত ইচ্ছাকৃত নহে, এ যে বলিষ্ঠের অত্যাচার, কঠোর নির্দ্দয়তার প্রমাণ, এ যে নির্ব্বাসন!

সুধার বাসন মাজা হইল না, সে বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চোখ

ফুলাইতে লাগিল। পুকুরের পরপারে গৃহস্থের বধূরা কাজ সারিয়া চলিয়া গেল, কেহ গা ধুইল, কেহ কাপড় ছাড়িল, কেহ ছেলে মেয়েকে ধোয়াইয়া লইয়া গেল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল, কাসর-ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, আকাশে একটি দুইটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিল। বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া বহিতে লাগিল। সুধার যেন সে সব বিষয়ে অনুভূতির লেশও ছিল না। তারাসুন্দরী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল ?"

সুধা চকিতার মত চাহিয়া দেখিল, চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মস্ত একটা জড়তা নামিয়া আসিতেছে। পশ্চিমাকাশের রক্ত রাগটা সদ্যঃবিধবার কপালস্থ সিন্দূর-বিন্দুর মত কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে। পাখীগুলি পুকুরের উপর দিয়া যেন আকাশে ভর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সুধা আর দেখিতে পারিল না, আহা অজ্ঞান পশুপক্ষীরও গৃহগমনে এত ত্বরা, এত ব্যাকুলতা,—আর বিভূতি, সুধার বুক সজোরে নড়িতে লাগিল। তারাসুন্দরীর আহ্বানের স্বর যেন তাহার কাণে বাজিল, মনে পড়িল, এখনও সান্ধ্য দীপ দেওয়া হয় নাই। সুধা বাসন ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে-ছিল, হোচট খাইয়া উপুর হইয়া পড়িয়া গিয়া বলিল—"মাগো ?"

"ওমা, সন্ধ্যে বেলা পথের মাঝে পড়ে গেলে ?" বলিয়া

তারাসুন্দরী সুধাকে বালিকাটির মত ক্রোড়ের উপর টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাও লাগেনি ত ?"

সুধা মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল, তারাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন,—"ওরে ধীরু, শিগ্‌গির ছুটে আয়, বৌমার মাথা কেটে রক্ত পড়্‌ছে ?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুধা অবসন্ন হস্তে কাপড় টানিয়া মাথায় দিল,—"কিচ্ছু হয়নি মা. কাকেও ডাকৃতে হবে না ?" বলিয়া যেন বড় সুখে ক্রোড়েব মধ্যেই চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

ধীরেশ আসিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"তোমারই ত সত দোষ মা, সন্ধ্যে নেই, সকাল নেই, রাত নেই, দুকুর নেই, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেবে।"

সুধার মনে হইতেছিল, মাথা ফাটিল ত সে মরিল না কেন। এ বয়সে তাহার একি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা। ভগবান্ কি তাহাকে কপাল খুঁড়িয়াও মরিতে দিবেন না। ধীরেশ দৌড়িয়া গিয়া একশিশি সাদা মলম আনিয়া তারাসুন্দরীর নিকট রাখিয়া দিল, বলিল—"এইটে লাগিয়ে দাও, এখুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।"

তারাসুন্দরী শিশির ছিপি খুলিতে যাইতে সুধা ক্ষিপ্রহস্তে সেটাকে ধরিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। শিশিটা ভাঙ্গিয়া গেল, মলমগুলি মাটিতে পড়িল। তারাসুন্দরী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কালীতারা আসিয়া বলিলেন—"ওমা, এ বৌরই

না এত ব্যাখ্যান, সমথ বৌ, সন্ধ্যে বেলা বাসন মাজ্‌বার নামে হা করে ঘাটে বসে রয়েছে ? আবার কত তেজ ?"

সুধা দৌড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া দুইহাতে কর্ণরন্ধ্র চাপিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল। তারাসুন্দরীও পিসীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া ধীর গতিতে চলিয়া গেলেন। ধীরেশ শুষ্ককণ্ঠে ঢোক গিলিয়া বলিল—"বুড়ী, তোমার কি আক্কেল গা, সব কথাতেই কথা না বলে পার না ?"

কালীতারা জপের মালা হাতে করিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আর বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলেন। অচেতন মালাগাছা উদাসীনার মত পিসীমাতার ইঙ্গিতে চলাফিরা করিতেছিল। সুধা একপাশে পড়িয়া মাথার যন্ত্রণায় এ পাশ ওপাশ করিতেছে। তারাসুন্দরী মূকের মত রন্ধন করিতেছেন। কালীতারা বলিলেন—"কালের দোষ তারা,—কালের দোষ। সেদিনকার ছুঁড়ী তুই, বুড়ীর মত আমার কথার ওপর কথা কইতে আসিস্, ওঃ মাগো, সাহসও কম নয়। মা মরে গেলে তোকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, মুখের গ্রাস খাইয়েছি। সময় পেয়ে আজ সে কথা তুই ভুলে বসেছিস্! কলি! ঘোর কলি!! এখন কি আর কারু ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে? না আপনপর লঘুগুরু আছে! হাঃ আমার অদৃষ্ট! শেষকালে তারার লাথিঝাটা খেতে হল।"

তারাসুন্দরী যেন বধির, তাঁহার কর্ত্তব্যান্ধ মন থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, ছোট্ট একটি শ্বাস চোরের মত ভয়ে নাক বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। কালীতারা

মালাগাছটিতে গোটা দুই টান কসিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন—"একালে কারুর হিত কর্ত্তে নেই, ওলো আবাগের বেটী, কোথায় কোন্ চুলোয় আমার সোণার চাঁদকে তুই গুজে রেখেছিস্। পর আবার কখনও আপন হয়! তারা ওকে আদর করে রাখ্‌বে! ধীরার ষড়যন্ত্র, দাদাকে কেন মেরেই না ফেলে ?"

মাতার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের বেড়ীগাছা পায়ের উপর পড়িয়া গেল। কালীতারা বলিলেন—"তোর যেমন পোড়া কপাল, বের দুবছর যেতে না যেতে সোয়ামী খেয়েছিস্, এখন বাকি আছে, ঐ একটা দুধের—"

সুধা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ভীতিকম্পিত "মা" শব্দে কালীতারার মুখ যেন থ হইয়া গেল।

তারাসুন্দরী একটি মাত্র শ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"বৌমা, যাও ত, তুমি মাঝের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক ?"

কালীতারা জ্বলিয়া উঠিলেন, গলিত সীসকের মত বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"হারে আমার সাধের বৌ রে! বাড়ীঘর শুদ্ধ ভেঙ্গে চুরে ফেল্‌বার জন্যে ঝড়ের মত প্রচণ্ড হয়ে গা ঝাড়াদিয়ে উঠ্‌ছেন ?"

সুধা শ্বশ্রূর ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজের ধৈর্য্যহীনতার জন্য লজ্জিত

হইয়া শুইয়া পড়িল। কালীতারা বলিলেন—"ও সব বজ্জাতি কারসাজি আমি বুঝি বৌ, আমি ত তারা নৈ, পরের হাতের তোলা খেয়েও চুল পাকাইনি। সামনে মা মা, বলে মায়া জানিয়ে পেছন দিয়ে কাজ হাসিল কচ্ছ।"

সুধার প্রাণ যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিল। তারাসুন্দরী পলকে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"বৌ মা, তুমি এ ঘর ছেড়ে গেলে না—"

কালীতারা তারাসুন্দরীর কথাটাও শেষ করিতে দিলেন না—"আরে আমার দরদ; ভালমানুষ বৌটি, পেটপোড়া যে কতখানি গুণ আছে, সে আমি দুদিনে টের পেয়েছি। বৌ মানুষের এত নষ্টামি।"

পিসীর কথাটা শুনিয়া তারাসুন্দরী জ্বলন্ত কড়াটা ধপ্ করিয়া নামাইয়া ফেলিলেন. এঠো হাত ধুইবার কথা তাঁহার মনেও হইল না, জোড় করিয়া হাত ধরিয়া সুধাকে টানিয়া তুলিয়া—"এস বৌমা, ও ঘরে যাই?" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুধাকে ধীরেশের গৃহদ্বারে রাখিয়া তারাসুন্দরী ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সুধা ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিতে ধীরেশ বলিল—"ঘাটা কেমন হয়েছে দেখি?"

"কিচ্ছু দেখ্‌তে হবে না?" বলিয়া সুধা এক হাত সরিয়া শুইল।

"দেখ্‌তে হবে না, কেন?"

সুধা আর একটু সরিয়া গেল, কিন্তু উত্তর করিল না। ধীরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"সরে যাচ্ছ যে, পড়ে মর্ব্বার জন্যে না কি?"

"তত ভাগ্য কি আমার হবে?"

"মর্‌তে চাচ্ছ কেন?"

"আমার ইচ্ছে?"

"রাগ করেছ সুধা, কিন্তু রাগ কর্ব্বে কার ওপর শুনি, সৎ-শ্বাশুড়ী নিয়ে ঘর কর্ত্তে হলে অমন সতেই হয়?"

"যাও?" বলিয়া সুধা উঠিয়া দাঁড়াইতে ধীরেশ না বুঝিয়া না ভাবিয়া বলিল—"তখনি আমি তোমায় বলিনি, ওর কথা শুন্‌তে যেও না, মুখে মিষ্টি, বুকে বিষ, তুমি কি আমার কথা শুন্‌লে, এখন তারি ফল—"

অপ্রতিকার্য্য বিপদে সুধার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, সে রোষারুণিত চোখ দুইটা স্বামীর প্রতি নিবদ্ধ করিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল—"ছিঃ ছিঃ, তার নাম তুমি মুখে এন না। দেবতার নিন্দে করে কেন অধঃপাতে যাচ্ছ?" বলিতে বলিতে সে নামিয়া পড়িয়া দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

ধীরেশ অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, সেও চৌকী হইতে নামিয়া সুধার হাত ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কার ওপর রাগ করেছ?"

"বরাতের ওপর?" বলিয়া বাহিরের হাস্যময়ী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া সুধা কাঁদিয়া ফেলিল।

ধীরেশ পুনর্ব্বারও কি বলিতে উদ্যত হইতে সুধা মুখ ফিরাইয়া ধীরেশের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"ওগো, আমায় আর এম্‌নি জাঁতা দিয়ে পিষে মের না, দোহাই তোমার, তুমি আমায় মার কাছে পাঠিয়ে দাও?"

ক্রন্দনটা ধীরেশের মন্দ লাগিল্ না। বিভূতির নাম না করিয়া সুধা যে মাতৃসন্নিধানে যাইতে চাহিতেছে, ইহাতে ধীরেশ প্রফুল্ল হইল। সে কি ভাবিয়া সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আর্দ্র কপোলে ক্ষুদ্র চুম্বন করিল। সুধার শরীর শিহরিয়া উঠিল। জীবনে আজই প্রথম যেন সে একটা নূতন স্বাদ পাইয়া ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গেল। ধীরেশ বলিল—"চল ঘুমোবে।"

সুধা আর প্রতিবাদ করিল না। সহকারজড়িতা বল্লীর মত ধীর গতিতে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

(১৪)

বিভূতিকে বাড়ীতে আনিবার জন্য কাহারও কোন চেষ্টা করিতে হইল না, বরং ধীরেশের প্রতিকূল বিধিব্যবস্থা-গুলিকে পদদলিত করিয়া একদিন সকাল বেলা সে আসিয়া একবস্ত্রে উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরী তখন পুকুরঘাটে সন্ধ্যার মন্ত্র পড়িতেছিলেন, বিভূতি "মা" বলিয়া ডাকিতে ধীরেশ বাহির হইয়া উষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই যে বড় চলে এলি ?"

ধীরেশ যত ঈর্ষ্যাই পোষণ করুক, এতকাল পরে এ অবস্থায় উপস্থিত বিভূতি তাহার সহানুভূতিই আশা করিতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া বিভূতির মনের ভাবটা যেন কেমন মরিয়া হইয়া উঠিল। ধীরেশ কঠোর কণ্ঠ শক্ত করিয়া বলিল—"একজামিন না দিয়ে আস্‌তে এত করে বারণ কল্লাম, বাবুর গ্রাহ্য হল না।"

অবস্থাশঙ্কট কাটাইয়া বিভূতির মুখে এবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"তাহলে যে আমার আর বাড়ীতে আসাই হত না, ছোড়দা ?"

ধীরেশ বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া রোষকলুষিত দৃষ্টিতে

ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিভূতি বলিল—"তুমি ত এগ্‌জামিনের নামে পাগল হয়ে উঠেছ, আমি যে একেবারে নিরেট, নিতান্ত নিরীহ বলে একটা বছর এক ক্লাশ ছেড়ে পাও বাড়াইনি।"

ক্রোধে ধীরেশের বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। বিভূতি সেদিকে লক্ষ্যও করিল না, হাসিয়া বলিল—"এক্‌জামিনের আশায় না হ'ক, তারা তোমার কথাতে বাধ্য হয়েও আমার ভাত যোগাতেন, কিন্তু আমি অন্নধ্বংস করি কোন্‌ আক্কেলে! আমার যখন ইহকাল পরকাল নেই, তখন আর কাউকে—"

ধীরেশ আর সাম্‌লাইতে পারিল না। ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিল—"বেড়িয়ে যা এ বাড়ী থেকে, এখানে তোর এক বেলাও ভাত জুট্‌বে না, বাদর?" বলিয়া সে সবেগ-পদক্ষেপে চলিয়া গেল। বিভূতির সাড়া পাইয়া গীতাসক্তা হরিণীর মত সুধা একাগ্রচিত্তে কথাগুলি শুনিতেছিল। ধীরেশ দুই পা সরিয়া যাইতে সে অগ্রসর হইল, শান্ত স্নেহপ্রবণ স্বরে ডাকিল—"ঠাকুর-পো?"

বিভূতির মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া যেন একটা তাড়িত ক্রিয়া হইল। সে ছল ছল চোখ দুটি অবনত করিয়া—"বৌঠান?" বলিয়া সম্বোধন করিয়াই থামিয়া গেল।

সুধার চোখও জলপ্লাবিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি

বিভূতির হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি ওঁর কোন কথা শুন না, খেতে দেবে না, বল্লেই হল, কেন তোমার কিসের অভাব ?"

ধীরেশ দূর হইতে শুনিতে পাইয়াও সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। দীর্ঘকাল পরে সুধার সঙ্গলাভ করিয়া বিভূতি মাতার কথা ভুলিয়া গেল। প্রাণের পুঞ্জীভূত দুঃখভার লাঘব করিতে গিয়া আবেগের উৎস খুলিয়া দিয়া বিভূতি যেন চিত্তকে শান্তির মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করাইতে লাগিল। তারাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কে রে, বিভূ ?"

"হাঁ মা ?" বলিয়া বিভূতি উঠিয়া মাতার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। মঙ্গলঘটের মন্ত্রপূত শান্তিবারির মত মাতার নেত্রজল বিভূতির মস্তক ভিজাইয়া দিল। রুদ্ধ বেদনা সুযোগ পাইয়া তারাসুন্দরীর হৃদয় দোলাইয়া তুলিল। তিনি ঠিক শিশুটির ন্যায় বিভূতিকে ক্রোড়ে জড়াইয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেদনা ও আনন্দের যুগপৎ আক্রমণে চিত্তবৃত্তি যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত অসার নিশ্চল হইয়া পড়িয়া-ছিল, মুখ তুলিয়া শান্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভাল ছিলি ত বাবা ?"

"ভাল কি করে থাকি বল ত, সেখানে সুধাও ছিল না, তোমরা কেউও ছিলে না।"

সুধার নাম করিয়া বিভূতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কথাটা ঘুরাইয়া বলিবার জন্যে আবার বলিল—"তোমাদের দুজনার জন্যে আর বৌঠানের জন্যে বড্ড কষ্ট হয়েছে?"

সুধা পার্শ্বে বসিয়াছিল, এবার মুখ ভার করিয়া বলিল—"মিথ্যে কথা, কষ্ট হলে এদ্দিন আর এ পথ মাড়াবার নাম কর্ত্তে না?"

বিভূতি কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিল—"সে সাধ্যি কি আমার ছিল বৌঠান! না না অমন কথা তুমি মনেও কর না, সাধ্যি থাকতে আমি তোমাদের ছেড়ে এক মিনিট সেখানে পড়ে থাকি?"

অনির্দ্দিষ্ট একটা অশুভাশঙ্কায় উভয়ের মুখ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। বিভূতি সহজ গলায় সরল হাসি হাসিয়া বলিল—"দাদার যে কড়া হুকুম, ঠিক জেলের কয়েদীর মত, তারা আমায় চোখে চোখে রেখেছে, একা এক পা নড়্‌তে দেয়নি, স্কুলে গিয়ে পর্য্যন্ত না, পালিয়ে আস্‌বার সুযোগও পাইনি? একখানা চিঠি লিখ্‌তে একটি পয়সা দেয়নি, চেয়েচিন্তে কারুর কাছ থেকে এনেছি ত, তাও কেড়ে নিয়েছে?"

অগ্নিতে কেরোসিন ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন ধক্ করিয়া দ্বিগুন তেজে জ্বলিয়া উঠে, সুধার প্রাণটাও ঠিক সেই ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। বিভূতি বলিল—"বড়

মামার কাত্তিক বলে একটা ছেলে আছে, সে পড়্‌বার নাম করে স্কুলে আমায় পাহারা দিত, ওঃ কি অত্যাচারটা করেছে।"

রক্তচোখে অগ্নি বর্ষণ করিয়া সুধা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোন কথা বল্‌তে পারনি বড় ?"

"উত্তর কল্লে রক্ষে ছিল না বৌঠান, বড় মামা হাড় গুড় করে দিয়েছেন। কার্ত্তিককে আমি দুচোখে দেখ্‌তে পাত্তাম না, তাতেই বড়মামার কড়া হুকুমের কথা ভুলে কখনও কিছু বলেছি ত, দমাদম বেত পড়েছে। এই দেখ না, এখনও কটা দাগ রয়েছে ?" বলিয়া বিভূতি শরীরের নানা স্থানে পাঁচ সাতটা দাগ দেখাইল।

সুধা তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তারা কার হুকুমে মাল্লে শুনি ?"

"তাদের দোষ কি বৌঠান, ?" বলিয়া বিভূতি স্বর হাল্কা করিয়া বলিতে লাগিল—"আমারও ত এতটা বয়েস হয়েছে, সুধু তাদের দোষ হলে আমিই কেন তা সইতে যাব, যেমন করে হ'ক এর প্রতিশোধ দিয়ে দিতাম। ছোড়দার কড়া হুকুম, যেমন করে হক, আমায় ঠিক করে দিতে হবে। আমার জ্বালায় টিকৃতে না পেরেই না কি সে আমায় মামার বাড়ী পাঠিয়েছে! আমি চোর, জুচ্চোর, বদমাস, কত কিছু, গাজাভাঙ্গ, মদমাগি কোনটায় আমার কসুর নেই। বাক্স

ভেঙ্গে আমি তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে তুলেছি, নিজে আর মানিয়ে উঠ্‌তে না পেরেই তাদের হাতে আমায় সপে দিয়েছেন ?"

চিরধীরা তারাসুন্দরীর বুকটাও যেন দোল খাইতেছিল, তিনি মুমূর্ষুর মত অবসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এসব কথা তারা তোকে বলেছে, না রে বিভূ ?"

"সুধু বলে নি ত, মার ধর কল্লে আমি যখন চীৎকার করেছি, তাদের কোন কথা আমি শুনতে চাইনি বলে চেচিয়েছি, তখন তারা আমায় ছোড়দার চিঠিগুলি—"

তারাসুন্দরী অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মধ্যস্থানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্ বাবা, ওসব বল্‌তে নেই, তবু ত তুমি তাদের ভাত খেয়েছ ?"

সুধা ইতি পূর্ব্বেই বসিয়া পড়িয়া ঘোমটাটা হাতদুই টানিয়া দিয়াছিল। সে যেন আর মুখ দেখাইতে পারে না। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। তারাসুন্দরী সমস্ত বুঝিয়া তাহার হাত ধরিতে মূর্চ্ছার রোগীর মত সে মাটিতে পড়িয়া গেল। অব্যক্তকণ্ঠে শব্দ হইল—"উঃ মাগো ?"

কয়েকদিন হইতে কালীতারা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত ভার গম্ভীর হইয়া রহিয়াছেন। যে বিভূতির জন্য সোরগোল করিয়া তিনি বাড়ীখানা মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন, সে বিভূতি আসিয়াছে সংবাদ পাইয়াও তাঁহার সুখ বা দুঃখ হইল, তাহা বোঝা গেল না। তিনি ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন না, সে কেমন আছে, বা এত কাল কি করিয়াছে। তারাসুন্দরী বিভূতির হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"তোমার বিভূ এসেছে পিসীমা ?"

কালীতারা ক্ষুদ্র একটি শ্বাস ত্যাগ করিয়া জপে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বলিলেন,—"তা বেশ ত ?"

তারাসুন্দরী পুত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বিভূ, নমস্কার কর বাবা, তোমার দিদিমা ?"

বিভূতি মুখ বাঁকাইল, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিল না। কালীতারা অন্যমনস্কের মত মালা সমেত হাতখানা মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"বেচে থাক দাদা, সুখে থাক ?"

বিভূতি বাক্যব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া চলিল। তারাসুন্দরীও পেছন ধরিলেন। কয়েক্‌ পা অগ্রসর হইয়া বিভূতি বলিল,—"এ বুড়ী আবার কোত্থেকে এল, তুমি ওঁকে বাড়ীতে স্থান দিলে মা ?"

"ছিঃ বাবা, অমন কথা বল্‌তে নেই ?"

"বল্‌তে নেই, কিন্তু রাখ্‌তে পার্ব্বে ত ?"

"তোর মা যদি এতখানি পেরে থাকে বিভূ, তবে এও পার্ব্বে ?"

"তা বেশ ত" বলিয়া বিভূতি হাসিমুখে সুধার নিকট চলিয়া গেল, কিন্তু ঘণ্টাখানি পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে। বিষাদ-কালিমা যেন জমাট বাঁধিয়া মুখ চোখ জড়াইয়া ধরিয়াছে। আনন্দপ্রবাহে স্নাত হৃদয়ের উপর যেন একটা দাবানল বড় জোরে জ্বলিতেছিল। কালীতারা দ্বার হইতে তাহার মুখ দেখিয়া অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইলেন। সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ডাকিলেন,—ভূতিদাদা ?"

বিভূতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল,—"কেন ?"

"দুদণ্ড বুড়ীর কাছে বস না দাদা ? তুমি ছাড়া ত আমার আর কেউ নাই ?"

বৃদ্ধা যেন কথাটা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম

করিলেন। বিভূতির মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি সে গিয়া বৃদ্ধার নিকট বসিল, কালীতারা বলিলেন,—"ব'স দাদা, তোমার ভরসাতেই যে এখানে এসে পড়ে রয়েছি, পৃথিবীর আর সবাই ঠেলে ফেল্লেও তুমি তা পার্ব্বে না ?"

ঠেলিয়া ফেলিবার কথাতে কালীতারা সম্বন্ধে অনেক পুরাণ কাহিনী বিভূতির মনে পড়িল। সে সহসা কোন উত্তর করিতে না পারিয়া নীরবে মুখ নীচু করিল। কালীতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মামার বাড়ী বেশ ভাল ছিলে দাদা ?"

"ভাল আর কোথায় ?"

"কেন, তাঁরা তোমায় যত্ন আত্তি করেনি ?"

"বড় মামা বড় কড়া লোক, একটু এদিক্ ওদিক্ হলে আর রক্ষে রাখ্‌তেন না ?"

"তা এমন কর্ত্তে হয় বিভূ, তারা যে তোমার আপনার লোক, যাতে ভাল হয়, তার জন্য একটু কড়া না হয়ে ত পারে না ?"

বিভূতি মুখ বিকৃত করিল। মনে মনে—"আরে আমার ভাল রে ?" বলিতে বলিতে সে উঠিবার উপক্রম করিতে কালীতারা বলিলেন—"ওকি, অমন এক কথায় রাগ করে চল্লে দাদা ? এর জন্যে কি তাদের দোষ দেওয়া যায় ?

বিভূ, তোমার ছোড়দা ত তোমাকে নিয়ম মত খরচ পত্র দিয়েছে ?”

বিভূতি উত্তর করিল না। কালীতারা বলিলেন,—“আহা তাদের ভাল হ'ক. তোমার লেখাপড়া উন্নতির জন্যে এতখানি করেছে। তোমার আর কে আছে বিভূ, এক দাদা, তা তার চেষ্টায় যদি মানুষ হতে পার ?”

বিভূতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল—“থাক না, ও সব কথা এখন উঠিয়ে কাজ নেই ?”

কালীতারার মনের বাসনা যেন আশার পরশে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বেঁকিয়া বসিয়া বলিলেন,—“না দাদা, তুমি তাদের দোষ দিও না ?”

বিভূতি অন্যমনস্কের মত অস্ফুট কণ্ঠে বলিল....“সত্যি ত তাদের দোষ দেওয়া বৃথা, লোকে বলতেই বলে না যে ঘরের ইঁদুরে বাঁদ কাট্‌লে কে রোখে, ছোড়দা যদি এত করে না লিখ্‌ত ?” বলিয়া সে যেন কি চিন্তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—“আচ্ছা ছোড়দার এতে কি লাভ ?”

“কি সে বিভু”

বিভূতি চমকিয়া উঠিল, অন্যমনস্ক হইয়া সে যে কথাটা অস্থানে উপস্থিত করিয়া ঘোর অন্যায় করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া নীরবে রহিল।

কালীতারা বলিলেন—"সে কি আর কোন কাজ মন্দর জন্যে করেছে, তোমার যাতে পড়াশুন হয়, তুমি যাতে পাঁচ জনের একজন হতে পার"—

বিভূতি আর পারিয়া উঠিল না। ভ্রাতা ধীরেশের প্রতি তাহার যে বিরক্তিটা ছিল; কিছু পূর্ব্বে সুধার সহিত আলাপে তাহা দ্বিগুণে পরিণত হইয়াছিল। সে যেন সমস্ত ভুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"ভালর জন্যে, সে আবার কারুর ভাল কর্ত্তে জানে, ও যে আস্ত কেউটে সাপ?"

"ছি দাদা, অমন কথা বল্‌তে নেই, শত হক, সেই তোমার আপনার?"

বিভূতি দমিয়া গেল। আর কথা বাড়ান অনুচিত মনে করিয়া সে আর তিলার্দ্ধ না বসিয়া সত্বরপদে প্রস্থান করিল। কালীতারা সম্মুখের প্রশস্ত পথ মুক্ত দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া উঠিলেন।

(১৬)

সুধা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আজ আর গৃহ-কার্য্যের কথা তাহার মনে পড়িল না। বিভূতি আসিলে অল্প কথায় সংক্ষিপ্ত উত্তরে তাহাকে বিদায় করিয়া সে আনৃছান করিতে লাগিল। মন তিক্ত, বিশ্বাদ। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যেন একটা দারুণ অভিশাপ জড়াইয়াছিল। আহার, স্নান, আয়োজন, উদ্যোগ, ঘেরিয়া একটা অপরাধ যেন মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। বেলা বাড়িয়া চলিল, সে উঠিল না, উঠিবার কথা যেন তাহার মনেও হইল না। সুধার পূজার পাত্রে যে বিকৃতি লইয়া প্রকৃতিগত ঘোর নৃশংসতায় তাহার মনের উপর প্রকাণ্ড অবসাদ আনিয়া ফেলিয়াছে। উৎসাহের গোড়ায় শক্তির উপরে লজ্জা, ভয় ও ক্ষোভের অতিবড় একটা কাঠিন্য চাপিয়া বসিয়াছে। সে জোর করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল—"স্বামী দেবতা, পরম গুরু, তাঁর কার্য্যাকার্য্যের বিচার আমি কেন কর্ত্তে যাই?"

বন্দুকের ফাকা আওয়াজে সম্মুখের মানুষ ভয় পাইয়া পরক্ষণেই যেমন তাহার শক্তিহীনতার পরিচয়ে হো হো করিয়া

হাসিয়া উঠে, এই সারহীন কথাটায় তাহার অন্তরাত্মা তেমনই খানিক থমকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বলে কি হইবে, মন মানিল না, পতির ব্যবহারজনিত দোষগুলির তিক্তকটু স্বাদ তাহার গলা বাহিয়া উঠিতে লাগিল। অতিকষ্টেও সে সেগুলিকে অধঃকরণ করিতে পারিল না। সুধা ভাবিল, কি নির্ম্মম, কি নিষ্ঠুর! হায়! তুচ্ছ স্বার্থের জন্য ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে যদি এত কঠিন, এত নির্দ্দয় হয়, তবে পৃথিবীতে আর কি থাকিল। দেববাঞ্ছিত স্নেহের আশ্রয়ে যদি পৈশাচহিংসাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তবে ত আর মন্দ ভিন্ন ভাল থাকিবে না। পাপ ভিন্ন পুণ্যের সদ্ভাব দেখা যাইবে না, অত্যাচার ভিন্ন দয়ার উদ্রেক হইবে না। স্নেহমমতার রাশ কাটাইয়া ভূত-প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য পৃথিবী ঘেরিয়া দাঁড়াইবে। মানুষ মানুষের কথা ভুলিবে, ভ্রাতা ভগিনীকে, পুত্র পিতাকে স্ত্রী স্বামীকে বিস্মৃত হইবে,—স্বার্থের পদতলে সমস্ত সদ্‌গুণ বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্যকে দূরে ফেলিয়া দিবে। অনুরাগ রসাতলে গেল, ভক্তি বিকৃতিতে পরিণত হইল, দয়ামায়া প্রভৃতি সংসারের ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতায় দিশাহারা হইয়া পলাইয়া পরিত্রাণ পাইল। তবে আর থাকিবে কি, সুধা কোন্ সম্বলে বলবতী হইয়া অবলা-জীবনের সার পতিপদে মতি রাখিবে। পতি গুরু, পরম দেবতা,

কিন্তু তাঁহার গুরুত্ব ও দেবত্ব যে ঘৃণিত আচরণের ধিক্কারে অন্তর্হৃত হইতে বসিয়াছে। আর ত' সে পতিকে স্নেহের আশ্রয়ে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার মঙ্গল চিন্তায় চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছে না। তাহার সে শক্তিকে যে স্বামীর সবল বাসনা ছিনাইয়া কাড়িয়া লইতেছে! সহসা সুধা চিন্তায় বাধা পাইল। তারাসুন্দরী ডাকিলেন—"মা!"

সুধা ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের র‍্যাপারখানা মাথা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া মৃতার মত পড়িয়া রহিল। তারাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন—"বৌমা ?"

কোন জবাব আসিল না, ব্যস্ত হইয়া তারাসুন্দরী মুখের কাপড় তুলিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার শরীর কি ভাল নেই ?

"বেশ আছে ?" বলিয়া সুধা যেন অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া শুইল।

তারাসুন্দরী গায়ে হাত দিয়া ভীত স্বরে বলিলেন—"বেশ আছ, না মা, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, দিনকাল ভাল না, শরীরের অবস্থা লুকিও না ?"

সুধার প্রাণ হায় হায় করিতেছিল। সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয়ে মুখ লুকাইবে! মাতৃসমা শ্বশ্রূর নিকট আর যে সে মুখ দেখাইতে পারে না! তারাসুন্দরী ব্যগ্র স্বরে বলিলেন,

—"না যাই, বিভূকে গিয়ে পাঠিয়ে দি, কব্‌রেজ মশায়কে ডেকে আসুক ?"

সুধা মত্ত হস্তীর বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, রক্তচোখ তুলিয়া বলিল—"না না, আমার কিচ্ছু হয় নি, আমি বেশ আছি, তুমি আর না হক আমায় শাস্তি দিওনা ?

তারাসুন্দরী মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া সুধার অবস্থাশঙ্কট মনে মনে কল্পনা করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমবর্দ্ধমান দিনের দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়া গেল। বাহিরে বৃষ্টি ও রৌদ্র যেন জড়াজড়ি করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কখনও ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছিল, দিনের আলো নিভিয়া গিয়া অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইতেছিল, কখনও বা চক্ চক্ করিয়া রৌদ্র দেখা দিতেছে। সুধা চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতেছে, এক একবার তাহার অনুতাপ হইতেছিল, সংসারের সমস্ত কাজ শ্বশ্রূ করিতেছেন, আর সে শুইয়া রহিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াও শক্তির অভাবে শুইয়া পড়িতেছিল। হাত পা যেন অসার, অকর্ম্মণ্য। ঘণ্টাদুই পরে ধীরেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাকি অসুখ করেছে ?"

সুধার ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া সে এ কথার

প্রতিবাদ করে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শব্দ বাহির হইল না। ধীরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বল না, কব্‌রেজ ডাক্‌ব ?"

তথাপি সাড়াশব্দ নাই। ধীরেশ ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে আসিল। হাত বাড়াইয়া পত্নীকে ধরিতে যাইতে সুধা শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া স্বামীর মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া এক পাশ ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কি সুধা ?"

"তোমার পাপের শাস্তি, ভোগ কর্চ্ছি ?" মনে মনে কথাগুলি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াও কিন্তু সুধা মুখে বলিতে পারিল না। ধীরেশ বলিয়া চলিল,—"তোমার এত বাড়াবাড়ি আমি সইতে পার্ব্ব না, সে খাঁটি বলে রাখ্‌ছি ?"

সুধার অন্তরের দেবতা চীৎকার করিয়া উঠিল, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কেন তুমি তাকে এত শাস্তি দিয়েছ ?"

"সে আমার ইচ্ছে, তার বড় ভাগ্যি না যে, তাকে আস্ত বাড়ী ঢুক্‌তে দিয়েছি, হাড়গুলো গুঁড় কর্ত্তে বলে দিলেই ভাল ছিল। নচ্ছার, বদমায়েস, পাঁজি ?"

চীৎকারের শব্দে তারাসুন্দরী ভীতা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দ্বারপ্রান্তে তাঁহার ছায়া দেখিয়া সুধার ভীতিকম্পিত বক্ষ লজ্জায় জড় হইয়া গেল। সুধা লজ্জিত

হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া যেন অন্যের অগোচরে বলিল—"সে নয় ত তোমাকে ক্ষমাই করেছে, কিন্তু ভগবান্"—কণ্টকিতা সুধা মধ্যস্থানে থামিয়া গেল। অর্দ্ধ উচ্চারিত কথাগুলিকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া সে আজ আবার স্বামীর মুখের উপর এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। সকাল হইতে সে এই একটা কথাকেই নানা ভাবে ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারে নাই যে, কোন প্রকারেই সে যদি স্বামীর সহিত কথা বলিতে না পারে, তবে বাঁচিবে কি করিয়া। কিন্তু এত চিন্তাতেও স্বামীর কথার একটা উত্তরও সে করিতে পারিবে, এমন ভরসা ছিল না। পতিগতপ্রাণার প্রাণ যে তাহারই অনিষ্টের আশঙ্কায় বিভূতির আগমনজনিত আকাশ-পাতালবিস্তৃত আনন্দের প্রদীপ্ত রেখাটিকেও স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। নৈরাশ্যের ও দুর্ব্বহ ভয়ের অন্ধকার যেন তাহার দেহমন জড়াইয়া বসিয়া তাহাকে অসার অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুধাকে এই ভাবে নিবৃত্ত দেখিয়া তারাসুন্দরী মৃদু পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দপ্রসন্ন মুখে তাহার নিকট আসিয়া দাড়াইতে সুধা এবারও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তারাসুন্দরী কিন্তু বিপরীত সুর ধরিয়া তাহাকে একেবারে বিস্ময়-স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। বলিলেন—"এ সব বাজে কথা নিয়ে

তুমি কেন এত ভাব্‌ছ বৌমা, বিভূ ওর ছোট ভাই, তার ভালর জন্যে ত ও যা ইচ্ছে কর্ত্তে পারে ?"

সুধা নীরবে দাঁড়াইয়া মনকে বোঝাইতে পারিল না, হবে হয় ত ইষ্টের জন্য, কিন্তু কোন কাজেরই যে বাড়াবাড়ি ভাল নহে। ধীরেশের চিত্ত ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সুধার এত বড় আস্পর্দ্ধা সহ্যের অতীত। তারাসুন্দরী যেন কাহারও কোন ভাবনাই আমলে আনিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষাও মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন—"চল মা, বিভূ যে, সারাটা দিন, তোমার জন্যে না খেয়ে রয়েছে।" বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ধীরেশ নিষ্ফলক্রোধ মনে চাপিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আইটাই করিতে লাগিল।

(১৭)

রাত্রিতে ধীরেশ প্রস্তাব করিয়া বসিল—"চল, আমরা কল্‌কাতা গিয়ে থাকি ?"

"কল্‌কাতায় ?" বলিতেই সুধার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এ প্রস্তাবের মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিতটা ছিল, সেটা সুধা কেন কোন আর্য্য রমণীই হয় ত সহ্য করিয়া উঠিতে পারিত না। মরা মানুষের মত মুখ করিয়া সুধা উত্তর করিল—"আমি যাব না।"

ধীরেশ নিরতিশয় বিস্ময় ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াও কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে যাবে, তাতে তোমার অনিচ্ছার কারণ কি ?"

"তোমার কলুষিত সন্দেহের প্রশ্রয় দিতে রাজি নৈ ?" এ ন্যায্য কথাটা গোপন করিয়া সুধা কহিল—"আমি মাকে ছেড়ে যেতে পার্ব্ব না ?"

"বাড়ীতে ফেলে রেখে এখানে থাকৃতে পার, আর কল্‌কাতায় যেতে পার্ব্বে না ?"

"তাঁকে কেন ?

যে পাতলা মেঘখানা ধীরেশের মনের কোণে উঁকি দিতেছিল, সেখানা যেন হঠাৎ গাঢ় অন্ধকার টানিয়া আনিল। কিন্তু সহজকণ্ঠেই সে বলিল—"যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়, আমি তারি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি ?"

"হাজার কল্লেও না ?"

"তুমি আমায় ভালবাস না সুধা ?"

"হবে হয় ত, কিন্তু সে কথা ত বলে বোঝাবার নয় ?"

"নয় কেন, তা যাক, আমি যদি তোমায় রেখে না যাই ?"

সুধা সভয়ে উত্তর করিল—"জোর করে নিয়ে যাবে ?"

"তাই যদি নি ?" বলিতে বলিতে ধীরেশের চোখদুটি অত্যুগ্র অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল।

সুধাও বিরক্তির সহিত উত্তর করিল—"না গেলে জোর করে কেউ কাকেও নিতে পারে না।"

"পারে না ?"

"না, তা ছাড়া জোর জুলুম করে কোন লাভও নেই, যারা মানুষ, তারা তা করেও না। মেয়ে মানুষ বলে তুমি কি আমায় একটা ইতর পেয়ে বসেছ যে, যা নয় তাই কর্ব্বে ?"

ধীরেশের ধৈর্য্য রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। রুক্ষস্বর বিকৃত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি ?"

সুধা অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার ইচ্ছে, সে ত জলের মত স্বচ্ছ, পরিষ্কার, তোমার মা মারা যেতে যিনি তোমায় বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন, নিজের ছেলেকে না খাইয়ে তোমায় খাইয়েছেন, আমায় পেয়ে থেকে মার অধিক আদর যত্ন কর্চ্ছেন, আমি তাঁকে ফেলে যেতে পার্ব্ব না! তাঁকে এত বড় শাস্তি দিতে পারি, সে সাহস আমার নেই! এতে কি সত্যি আমার দোষ বা অপরাধ হচ্ছে। কিন্তু তোমায় যদি জিজ্ঞেস করি যে, তুমি কেন আমায় নিয়ে পালাতে চাচ্ছ, কি জবাব কর্ব্বে শুনি! নিজের স্ত্রীকে তুমি বিশ্বাস কর্ত্তে পার না, কেমন এই না?"

সুধার মুখ হইতে এত কথা শুনিতে হইবে, এ আশা বা বিশ্বাস ধীরেশের ছিল না। গৃহকোণবদ্ধা রমণীর আস্পর্দ্ধা বাদবিতর্ক সে কোন কালেই মার্জ্জনার মনে করিতে পারিত না। তাহার সমস্ত শরীর যেন অপ্রতিবিধেয় আততায়িতায় জ্বালা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিবিধানের কোন পথই যে সে দেখিতে পায় না। মুখ ত সকলেরই স্বাধীন, যে যখন যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে। ধীরেশ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ম্লান মুখেই উত্তর করিল—"যদি তাই বলি?"

"ও ছাড়া তোমার বল্‌বার আর কিছু নেই, সে আমি জানি, কিন্তু আমি মুচীবাগ্দীর মেয়ে নৈ, মেথরমুদ্দফরাসের সঙ্গেও

বশবাস করিনি।” বলিয়া সুধা ঠোটে ঠোট চাপিয়া ঝড়ের মত শয্যা হইতে নামিয়া পড়িল। বাহিরের দিকে এক পা বাড়াইয়া বিদ্যুৎগতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র স্বামীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল—“অতিবড় ইতরও স্ত্রীর মুখের ওপর এমন কথাটা বলতে লজ্জা বোধ করে, যা তুমি আমায় আজ অনায়াসে বললে।” বলিতে বলিতে বুকের কোণে একটা গুরু বেদনা অনুভব করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

গৃহের তৈলহীন প্রদীপটা নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছিল। জানালাপথে আকাশের মলিন নক্ষত্রগুলি উঁকি দিয়া মিটি মিটি হাসিতেছে। ধীরেশ সেদিকে চাহিয়া রজনীর শীতল বাতাসে যেন কাঁপিয়া উঠিল। স্ত্রীর সঙ্গগ্রহণে সাহসী না হইয়া সে শয্যার উপর উপুর হইয়া পড়িল।

সুধা উলঙ্গ আকাশের তলে দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ প্রাণে গৃহের দিকে চাহিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। এতক্ষণ যে কান্নাটা সে জেদের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিল, এখন সেটা ধারার আকারে চোখ বাহিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল। বর্ষা-বর্দ্ধিত জলের মত প্রবাহিত নেত্রজল আশে পাশের ধূলাকাঁদার আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া তাহার বুকের জড়ীকৃত কালিমাগুলিকে ভাসাইয়া বুকটা হাল্কা করিয়া তুলিল। কিন্তু

প্রথম যৌবনের প্রবল বাসনার পথে বিধাতার এই নির্ম্মম পাষাণবৃষ্টি, সে অসহ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হায় তাহার এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, অপরিমিত ভরসা বিকাশের পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই যে এমন অসদ্ভাবে পিষ্ট বিনষ্ট হইবে, তাহাত সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

এখনও সুধাকে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বসবাস করিতে হইবে! কি কঠিন পরিহাস! এতবড় নৃশংসতার মধ্যে সে কি করিয়া কোন্ অবলম্বনে দীর্ঘ জীবনকাল অতিবাহিত করিবে! রমণীর প্রধান অবলম্বন, বিশ্রামের স্থান, স্বামী যে তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, হীন, তাহা ত আজ আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই। ছিদ্রান্বেষী পতি যে দুর্ব্বলতায় দুর্ব্ব্যবহারে নিজের শতচ্ছিদ্র প্রচার করিয়া লোক-দৃষ্টিতে ধর্ম্মের নিকট বিভৎস বিকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এ প্রহার! এত বর দুঃসহ দুঃখ সুধা কেন, হয় ত পৃথিবীর এত কোটি লোকের কোন একটি মানুষও সহ্য করিতে পারে না। স্বকৃত ব্যাধির মত গায়ে পড়িয়া স্ত্রীকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া পতি যে নিজেও অতি ক্ষুদ্র হইয়া ধরা দিয়াছেন, অন্য সহস্র চিন্তা কোটিপ্রকার কষ্টের মধ্যেও আজ সুধার তাহাই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মাথার উপর অনন্ত আকাশ যেন তালে তালে নাচিতেছে। নীলাম্বরের কোণে কোণে কৃষ্ণ মেঘখণ্ড জলের গায়ে জলের

মত হেলিয়া দুলিয়া মিশিয়া যাইতেছিল। পায়ের তলের ছিদ্রহীন দৃঢ়ভূমিভাগ পাষাণকঠোর! ধসিয়া যাইবে, তেমন আশাও সুধা করিতে পারে না। হায়! এ মুখ সে কোথায় বাহির করিবে। পতির ঘৃণিত সন্দেহ যে তাহাকে মুখপ্রদর্শনেও বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। এতবড় লজ্জা, এতবড় দুঃখ, বুকে চাপিয়া সে সহজ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, চলাফেরা করিবে, হাসি তামাসায় সমারোহে যোগদান করিবে, এত শক্তি সে কোথায় পাইবে! পা যেন টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া একটা তাণ্ডব নৃত্য যেন দৃষ্টির উপর আসিয়া পড়িতেছিল। কি জানি শ্বাস টানিতেও সুধার কষ্টবোধ হইতেছে। না না সুধা পারিবে না, প্রাণ ধারণ করিয়া এ অপমান, এমন সন্দেহ কি মানুষ সহ্য করিতে পারে।

কখন কোন্ অলক্ষ্যে থাকিয়া যে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধা জানিতেও পারে নাই। সহসা হিম-শীতল বায়ুর সংস্পর্শে অনুভূতি জাগিয়া উঠিলে, সুধা চলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা অচল, যেন অবশ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বুক কাঁপিতেছিল। সুধার মনে হইল, সে কোথায়! এতক্ষণ কি কেহ তাহাকে ডাকে নাই। কাণের গোড়ায় যেন শব্দ হইল, না ডাকে নাই, ডাকিবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস

টানিয়া বাহির করিয়া দিল। সুধা ভূমিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

অনাবৃত আকাশের তলে কুলবধূ সুধা লজ্জাভয়ের কথা ভুলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সহসা তারাসুন্দরীর শব্দে জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, ঊষার রক্তরাগে পূর্ব্বদিকের গাছপালা রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অবসাদবশে সে সহসা উঠিতে পারিল না। সমস্ত শরীর যেন রাত্রি জুড়িয়া প্রবল শক্তির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তারাসুন্দরী দীর্ঘ-পাদক্ষেপে ধীরেশের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন, —"হ্যারে ধীরেশ, কোন্ অপরাধে আমাকে তুই এ শাস্তি দিচ্ছিস্ ?"

ধীরেশের মনের অবস্থা ভাল ছিল না, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় মাথা বন্ বন্ করিতেছে। ক্রোধে ঈর্ষ্যায় তাহার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তারাসুন্দরীর প্রশ্নে উত্তপ্ত বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া উত্তর করিল—"শাস্তি আমি ইচ্ছে ক'রে কাউকে দিতে যাইনি যে, শালিশী কর্ত্তে এসেছ ?"

আজ আর তারাসুন্দরী উচ্ছ্বসিত বেগ চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না। কর্কশকণ্ঠেই বলিলেন—"ইচ্ছে করে নয়, কার দোষ শুনি ?"

ধীরেশ স্পষ্ট স্বরে উত্তর করিল—"তোমার আর তোমার গুণধর ছেলের ?"

তারাসুন্দরীর মুখের কথা জড়াইয়া গেল। তিনি যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে পারিলে বাঁচিতেন। কালীতারা এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। সম্মুখে আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন—"তখনি বলিনি তারা, পর কখনও আপন হয় না।"

কাটার ঘায়ে নূনের ছিটার মত কালীতারার কথাটা তারাসুন্দরীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তিনি স্বর চড়াইয়া বলিলেন—"আমায় তাড়িয়ে দাও ধীরু, এত জ্বালা আমি আর সইতে পারি না ?"

"মাগীর কাণ্ডখানা দেখ ?" বলিয়া কালীতারা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শব্দ শুনিয়া আশে পাশের এ ও সে দশ পনর জন লোক আসিয়া জুটিল, ভোরের বেলায় এই আমিষ গন্ধটুকু শিকারী বেড়ালের দল উপেক্ষা করিতে পারিল না। ধীরেশ শ্লেষের সহিত বলিল—"তোমায় তাড়াব, আমার এমন কি সাধ্যি, থাকৃতে যখন দেবেই না, তখন আমাকেই পথ দেখ্‌তে হচ্ছে।"

পরিচিত অপরিচিত এতগুলি লোক সম্মুখে দেখিয়া তারাসুন্দরীর লজ্জার সীমা ছিল না। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ঘরের

কথা পরকে জানাইবার অপরাধে তিনি অনুতপ্তা হইয়া ঘোমটাটা টানিয়া দিতে যাইতেছিলেন। সুধা ত্বরিত গতিতে উঠিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, অস্ফুট উদ্বেগপরিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"তুমি ওঁকে শাপ অভিশাপ দিও না মা, যতখানি হয়েছে, এর ভয়েই যে প্রাণ আমার শুকিয়ে যাচ্ছে ?"

তারাসুন্দরী মরমে মরিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইলেন। কালীতারা—"দেখ্‌লি তারা ?" বলিয়া যেন কি বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন। ধীরেশ ধমক্ দিয়া বলিল—"বুড়ী মান থাক্‌তে এখান থেকে সরে যাও বল্‌ছি। বড় আপদ্ই এসে বাড়ীতে হাজির হয়েছে, বলে যার খাই, তারি মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গি ?"

"তোর খাই নারে বজ্জাত ?" বলিয়া কালীতারা দ্বিগুণ বেগে সমরে অবতীর্ণ হইলেন—"চোর, জুচ্চোর, সতাইকে ঠকিয়ে খাচ্ছিস্, কথা কইতে লজ্জা হয় না ?" বলিয়া তিনি স্বর নামাইয়া—"ওমা বৌটা ?" বলিয়া আবারও কি বলিতে আরম্ভ করিতে যাইতে তারাসুন্দরী সাদা ফেকাসে মুখে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পিসী বল ত তুমি এখান থেকে যাবে কি না, নৈলে এই এখুনি আমি মাথা খুড়ে মরে জ্বালা জুড়ব ?"

কালীতারা যেন দমিয়া পড়িলেন! মুহূর্ত্তে বুদ্ধি ঠিক করিয়া "ও মা ?" বলিয়া আরম্ভ করিয়াই চোখ ফিরাইয়া

চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে ধীরেশও নাই, সুধাও নাই, কাজে কাজেই বক্তব্যটা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে মনে করিয়া তিনি সে যাত্রার মত নিরস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নিকটে দূরে যে ঘটনাগুলি ঘটিতেছিল, বিভূতি তাহার কতক জানিয়া কতক বা না জানিয়া সহসা সেদিন চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে অভয়াকে ধরিয়া বসিল, বলিল—"যেমন করে হ'ক, তুমি এর একটা বিলিব্যবস্থা করে দাও মা, চোখের ওপর কি এত শাস্তি সইতে পারা যায়?"

প্রত্যুত্তরে বিধবার চোখ বাহিয়া খানিকটা জল পড়িল। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া বিভূতির উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। মাতার নিকট সন্তানের এত বড় ক্লেশের কথাটা বলিয়া যে, সে বুদ্ধিমানের কার্য্য করে নাই, কে যেন নির্দ্দয় চাবুকের প্রহারে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। অভয়া তেল আনিয়া দিলেন। বিভূতি অপরাধীর মত কথাটি না বলিয়া স্নান করিয়া আসিলে তাহাকে পরিতোষ মত আহার করাইয়া হাত দুখানা ধরিয়া অভয়া বলিলেন—"সবাই ভুল কর্চ্ছে বলে, তুমিও যেন ভুল ক'র না পাপ, আমি যে তোমার মুখ চেয়েই আছি।"

বিভূতি যেন কিসের ইঙ্গিতে শিহরিয়া উঠিল। আত্ম-

সংবরণ করিয়া বলিল—"তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার ছেলে যেন মার মুখ্ রাখ্‌তে পারে।"

পরদিন অভয়ার বাড়ী হইতে পাল্কীবেহারা সঙ্গে করিয়া সুধাকে লইতে লোক আসিল। তারাসুন্দরী বলিলেন—"যাও মা, দু'চার দিন থেকে এস গিয়ে?"

সুধা মুখ আগুন করিয়া উত্তর করিল—"তুমিও আমায় অবিশ্বাস কর মা?"

তারাসুন্দরী অজ্ঞাত আশঙ্কার আবিষ্কারে দুলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ছিঃ মা, অমন কথা বল্‌তে আছে, তুমি আমার সতী সাবিত্রী।"

সুধা শ্বশ্রূর পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। পাল্কীবেহারা ফেরৎ পাঠাইয়া পাকগৃহে প্রবেশ করিল।

তারাসুন্দরী একটা কঠোর শ্বাস ত্যাগ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বিভূতি প্রমাদ গণিল। তাহার প্রাণ আইঢাই করিতে লাগিল। মিথ্যা দ্বারা এত বড় সত্যটাকে ঢাকিতে গিয়া ধীরেশ একা কলুষিত হইয়াই যে রেহাই পাইয়াছে, আজ এ কথাও যেন তাহার হৃদয়দেবতা বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিরতিশয় ভীত হইয়া সে ঠিক পাশের ঘরখানাতে প্রবেশ করিয়া এখানকার জিনিষ সেখানে, সেখানকার জিনিষ এখানে এমনই ভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে সুধা পাক করিতেছিল, গবাক্ষপথে অবগুণ্ঠন-হীনার সুধাময় মুখখানা অগ্নির উত্তাপে তপ্ত হইয়া কষিত কাঞ্চনের ন্যায় সুষমা বিতরণ করিতেছিল। বিভূতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। কালীতারা আসিয়া বলিলেন—"হারে বিভূ, সুধার সঙ্গে না তোমারি বে হবার কথা শুনেছিলাম ?"

বিভূতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। সে পলকহীন শূন্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিল। কালীতারা—"তোর মার জন্যেই না যত অনাছিষ্টি হচ্ছে, ও আবাগীর যদি একতিল বুদ্ধি থাকৃত ?" বলিয়া একটা মস্ত শ্বাস ত্যাগ করিয়া সহানুভূতিতে সমবেদনায় জল হইয়া পড়িয়া শ্লথ স্বরে বলিলেন—"তুমি দাদা, গা ছেড়ে দিও না, শক্ত হও। সব যে যেতে বসেছে ?"

বিভূতির চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল, নিদারুণ লজ্জা ও ধিক্কারে তাহার মুখ কখনও রক্ত কখনও সাদা হইতেছে। নিরতিশয় নিরুপায়ে স্তব্ধপ্রায় মুখ হইতে এবারও কোন উত্তর বাহির হইল না। কালীতারা খোঁচা দিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"মাগীর আক্কেল দেখ, অমন মেয়েটা তাকে সতীনপোর হাতে তুলে দিলে। আহা! তোমায় সঙ্গে বে হলে যে রূপে গুণে মিলে যেত, কোথাকার বাঁদর ঐ ধীরা, তার গলায় হীরের হার ?"

বিভূতি সহসা দৃঢ় হইয়া বলিল—"হলে কি হ'ত না হত সে ত তোমার কাছে কেউ জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে যায়নি?

বিভূতির অস্বাভাবিক শব্দে প্রায়সংলগ্ন রন্ধনগৃহের গবাক্ষপথে ভয়চকিতা সুধা জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর-পো, কি হয়েছে?"

বিভূতি জবাব করিবার পূর্ব্বেই কালীতারা স্বরটা একটু উচ্চ করিয়া বলিলেন—"জিজ্ঞেস্ আবার কি কর্ব্বে দাদা, ছেলেবেলা থেকে তোমাদের মেলামেশা, যেন এক হাড় এক প্রাণ, সুধাকে আর একজনের হাতে দিয়ে তার অভাবে যে তোমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, সে কিছু আমি না বুঝি তা নয়। সুধা যে তোমার কত ভালবাসার—"

ও-ঘরে সুধা আর শুনিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে কাণ দুইটা চাপিয়া ধরিল। কালীতারার বিরাম ছিল না, বরং স্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চ হইতেছিল। অন্য গৃহে বসিয়া সুধা যাহাতে স্পষ্ট শুনিতে পায়, সে জন্যে সে দিকে ঘেঁসিয়া এবার আরও জোরে বলিলেন—"সুধাই কি তোমাকে ছেড়ে সুখী হয়েছে, সে যে দিনরাত তোমার কথা ভেবে ভেবেই বুকের আগুনে দগ্ধে মর্‌ছে?"

সম্মুখে রক্তাক্ত নদী, ঘোর নরকের দ্বার! বিভূতি আর অগ্রসর হইতে পারে না। অপমানের অভিশাপের পাপের ও কলঙ্কের তীব্র কষাঘাত যেন সপাং সপাং করিয়া তাহার পিঠে

পড়েছিল। সে ঠিক পাগলের মত বলিয়া উঠিল—"তুমি যাও এখান থেকে, না না আর একটা কথা না, এক মুহূর্ত্ত দেরি না, বেরোও বল্‌ছি, নৈলে অপমান হবে।"

(১৯)

"একবার ঘুরে আসি মা ?"

"কোত্থেকে বিভূ ?"

বিভূতি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে। পুরুষ মানুষ, যেদিকে দু'চোখ যায় ?"

"না বাবা, আমি তোমায় একা পাঠিয়ে থাকৃতে পার্ব্ব না ?"

বিভূতি মাতার গা ঘেষিয়া বসিয়া বলিল—"এযে না পাল্লে নয় মা।"

তারাসুন্দরী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিভূতি বলিল—"যাঁর এত নূন খেয়েছি, তাঁর জন্যে এতটুকু যদি না কর্ত্তে পারি, তবে যে পাপের সীমা থাকৃবে না মা ?"

কথাটা যে অভয়ার উদ্দেশ্যে হইতেছিল, তাহা বুঝিয়া তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন—"হ্যারে, অভয়াদিদিরও কি এই ইচ্ছে, শেষটা তোকে বাড়ী ছাড়া কর্ব্বে ?"

বিভূতি জিভ্ কাটিল, বলিল—"ছিঃ মা, সে কি কখনও হতে পারে।"

"তবে ?"

"দেখ্‌ছ ত সংসারের অবস্থা, পালিয়ে না গেলে যে কারু রক্ষা নেই, দিন দিন সুধার চেহারা কি হচ্ছে, ছোড়দাও যেন বসে পড়্‌ছে ?"

তারাসুন্দরী নীরব রহিলেন। বিভূতি বলিতে লাগিল—"জান ত সুধাকে বঞ্চনা করে মা আমায় পেট পূরে মাই খাইয়েছে। আমার কি সে কথা ভোলা উচিত মা, না তাতে সুখশান্তি হতে পারে।" বলিয়া একবার থামিয়া বিভূতি আবার বলিল—"যদিও জান্‌ছি, আমি বাড়ী ছেড়ে গেলেও মা আমার দুঃখে আধমরা হবে, তবু আমার কাজ আমায় কর্ত্তে হচ্ছে, সুধা যে—"

বিভূতি আর বলিতে পারিল না, ঝড়ের বেগে সুধা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে, সে যে সমস্ত শুনিতে পাইয়াছে, তাহা বুঝিয়া মাতাপুত্র নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

সুধা স্বামীর গৃহে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলে তোমার সাধ মেটে শুনি ?"

"তুই—"

তীব্র কণ্ঠে সুধা বাধা দিল, মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"হাড়ীবাগ্দীর মত যা মুখে আসে তা আর ব'ল না ?"

ধীরেশ অপ্রতিভ অবস্থায় উত্তর করিল—"আমার পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল, বিভার সঙ্গে তুমি আর কথা কৈতে পাবে না।"

"সুখী হবে ?" বলিয়া দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত সুধা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া যেন বিষ উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল।

ধীরেশ অবিচলিত স্বরেই বলিল—"হাঁ· হ'ব, আমার পা ছুয়ে—"

সুধা কথাটা শেষ করিতে দিল না। ধীরে ধীরে স্বামীর পায়ে হাত দিতে তাহার শোণিত-ক্রিয়া দুর্দ্দাম হইয়া উঠিল। সে যেন ধাক্কা খাইয়া পাঁচ হাত সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"কখনও না, কিছুতে না, প্রাণ থাক্‌তে না।"

ধীরেশ তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"স্বীকার কর্ব্বে না ?"

সুধা চীৎকার করিয়া উঠিল—"না, না, মেরে ফেল্লেও না !"

"তোর এত বড় সাহস ?"

সুধা টলিল না, দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল—"যদিও বল্‌ব বলে মনে করেছিলাম, তবু এখন আর তা পারি না। তুমি যে কত বড় অমানুষ, সে তোমার কথা থেকে যখন টের পেয়েছি, তখন থেকেই আমার সুপ্ত শক্তি জেগে উঠেছে। তার সঙ্গে কথা না বলে তাকে খেতে না দিয়ে, তোমার কলুষিত চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে আমি আর পাপভার বাড়িয়ে তুল্‌তে পারি না।" বলিয়া সে অবাধগতি স্রোতস্বিনীর স্রোতের মত মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু বাহিরে

আসিতে যে দৃশ্যটা তাহার সম্মুখে পড়িল, তাহাতে সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধের ন্যায় থমকিয়া না থাকিয়া পারিল না।

মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া তারাসুন্দরীর অশ্রুসিক্ত বিভূতি ছোট্ট একটি পুটুলী হাতে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতেছিল, আর ফিরিয়া ফিরিয়া যেন কাহার দর্শন-প্রত্যাশায় লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সুধা বিন্দুমাত্র ভাবিল না, দ্বিধাহীন হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া বিভূতির হাত জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল—"আজ থেকে আমিও প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, বাড়ী ছেড়ে একপা বেরুবার নাম কর্ব্বে ত গলায় রশি ঝুলিয়ে মরে এর প্রাশ্চিত্ত কর্ব্ব।'

(২০)

সুধার মন বিরক্তিতে বিষাদে লজ্জায় অপমানে থাকিয়া থাকিয়া মরাকান্না কাঁদিয়া উঠিতেছিল। একটা দুর্দ্দাম অবসাদ জড়পদার্থের মত তাহার হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে দারুণ আশঙ্কা। আহারে রুচি নাই, শয্যায় গা দিলে গাত্রকণ্টকীর দৌরাত্ম্যে ঘুম হয় না। আশাও নাই, উৎসাহও লোপ পাইয়াছে। কোন কাজ সে করিয়া উঠিতে পারিত না, বরং তাহার জন্য উদ্যম দেখাইতে গিয়া প্রতিপদে বিপরীত ফল লাভ করিত। কাজে হাত দিলে জিনিষপত্র ওলটপালট হইয়া বিশৃঙ্খলার এক শেষ হইত। ইহারই জন্য আজ সে নিরানন্দের বোঝা মস্তকে করিয়া বাতব্যাধির অসার রোগীর ন্যায় বসিয়া বসিয়া ছিদ্রহীন বিরামবিচ্ছেদরহিত চিন্তাকে সহচরী করিয়া লইয়াছিল। স্বামীকে মুখ দেখাইতে তাহার ভয় হইত, শ্বশ্রূ বা দেবরের নিকট দিয়া যাইতে লজ্জায় ক্ষোভে মস্তক নত হইয়া পড়িত। পাড়াপ্রতিবেশী কাহাকেও দূর হইতে দেখিলে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত, সে পলাইয়া গৃহকোণে গিয়া আত্মরক্ষা করিত।

দেখিতে দেখিতে আষাঢ়ের বেলা মধ্যাহ্নে উপনীত হইল মেঘমুক্ত খর রৌদ্র পৃথিবীতে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। চোখের জল ও পায়ের ঘাম মিশিয়া সুধার সমস্ত শরীর আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। তারাসুন্দরী আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে সে রক্ত দৃষ্টিতে শাশুরীর দিকে একবার মাত্র তাকাইয়া জ্বলিত কণ্ঠের শুষ্ক স্বরে উত্তর করিল—"না না, আজ আর আমি খেতে পার্ব্ব না ?"

স্বর শুনিয়া তারাসুন্দরী প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার উদ্যত জিহ্বা ভয় পাইয়া যেন পেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধার বুভুক্ষিত ফেকাসে দৃষ্টি দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। অপরাহ্নে "মা ?" বলিয়া ডাকিয়া বিভূতি গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

"আমি আবার না খেয়ে পারি, রাক্ষুসীর পেটের জ্বালাই যে সব চেয়ে বড়।"

"বৌদি খেয়েছে ?"

তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন না। বিভূতি কিন্তু নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইল, সুধা খায় নাই, এবং কালীতারার তাড়নার ভয়ে তারাসুন্দরী পুত্রবধূকে ফেলিয়াও বিষমুষ্টির ন্যায় অন্নমুষ্টি গলাধঃকরণ করিয়াছেন। তারাসুন্দরী পুত্রের নীরব চিন্তায় বাধা দিয়া ডাকিলেন—"বিভু, বাবা ?"

দুঃখ-বন্যাপ্লাবিত স্বর শুনিয়া বিভূতি মাতার পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা?

"কোন উপায়ই কি হয় না রে বিভূ?"

বিভূতি নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল। তারাসুন্দরী ক্ষণকাল মৌন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মার একটা পেট কি তুই চালাতে পারিস্ না।"

বিভূতি তথাপি নীরব, তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—"না পাল্লেও ত চল্‌বে না বাবা, বিধবার একটা পেট বৈ ত নয়, যা তা একমুঠা তোমায় করে দিতেই হবে?" বলিতে বলিতে স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন —"তা পার্ব্বে বাবা, আর তুমি যখন পার্ব্বে, তখন আমিই কেন ওদের মুখ ভার দেখি, আমার জন্যে কারুর খাওয়া পর্য্যন্ত হবে না—" সহসা তারাসুন্দরী থামিয়া গেলেন। বিভূতি যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিল—"ছিঃ মা, অমন কথা বল না, তোমার জন্যে আবার কে না খেয়ে থাক্‌ছে?"

"তোর কেমন কথা বিভূ, আবাগীর পেটে তুই জন্মেছিস্, এই না, অপরাধ! কেন আমরা ওদের কি করেছি, দিনরাত মুখ ভার করে থাক্‌বে, জলটুকু মুখে দিলে না। না বাবা, আমি আর সৈতে পারি না।"

বিভূতি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। তারাসুন্দরী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সুধার অনাহারক্লিষ্ট মুখখানা মনে করিয়া তাহার বুক তুমুল ঝরে দলিয়া পিসিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—“সধবা বৌ, আমার জন্যে খাওয়া হ’ল না। আমার পেট কিন্তু মান্‌লে না। ছাইপাশ যা পেয়েছি, দুহাতে পেটে পূরেছি। কেন এতে কি তোর অকল্যাণ হবে না রে বিভূ?” বলিতে বলিতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। নেশার ঘোর কাটাইয়া দিয়া একটা নির্দ্দয় প্রহার যেন তাহার দেহটাকে রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। বিভূতি এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—“কি কর্ত্তে বল মা।”

“কেন? তুই ত একাটি সেদিন বেশ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলি, আমায় নিয়ে গেলে কি দোষ হবে।”

আনন্দে বিস্ময়ে বিভূতির কথা বলিবার শক্তি তিরোহিত হইল। সর্ব্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর মঙ্গলময় প্রার্থনা যেন বিভূতিকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। পতির প্রভূত সম্পত্তি, বসতভিটা ত্যাগ করিয়া মহীয়সী মাতা যে সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিবার জন্যে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, শত চিন্তা সহস্র যাতনার মধ্যেও বিভূতি ঠিক এই একটি কথা ভাবিয়া হৃদয়ে বল পাইল। পুত্রের কোন উত্তর না পাইয়া তারাসুন্দরী যেন উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন। ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিলেন—“কি রে

চুপ করে রৈলি যে, আমার একটা পেট চালাতে পার্ব্বি না ? হা বরাত, ছেলে থাকৃতেও মাকে—”

বিভূতি বাধা দিয়া অবসন্ন স্বরেই বলিল—“ভিক্ষে করেও ছেলে মায়ের খোর পোষ জোগাতে পারে মা, কিন্তু তুমি কি তাতে সুখী হবে।”

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলিয়া তারাসুন্দরী ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—“সুখী হ’ব না কি রে, তার জন্যেই যে—”

“না মা, সে হয় না ?”

“হয় না ! কেন রে, কারণ—?” তারাসুন্দরীর স্বর শুষ্ক, গম্ভীর।

বিভূতি কহিল—“তুমি এ ভিটা ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও যে সুখ শান্তি পাবে না, সে ত আমি না জানি তা নয় মা ?”

সহসা তারাসুন্দরীর চোখ বাহিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। তথাপি তিনি শক্ত হইয়া পুত্রের হাত ধরিলেন। বুকের সমস্ত বল জড়িত করিয়া বলিলেন—“আমার জন্যে তুমি মোটেও ভেব না বাবা, জান ত আমি সব পারি ?”

(২১)

সন্ধ্যার পরে ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়া ঠাকুর নমস্কার করিতে গিয়া তারাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিভূতি সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন—"বিভু, তুমি আমায় নিয়ে চল ?"

বিভূতি বারংবার মাথা নাড়িয়া পূর্ব্ব কথাটার ইঙ্গিত করিয়া উত্তর করিল—"যতই কেন বল না মা, তুমি পার্ব্বে না। মুখের বড়াই কতক্ষণ টেকে। কথায় বল্‌ছ বটে, তোমার অন্তরের দেবতা যে, মাথা নেড়ে বারণ কর্চ্ছে ?"

বিভূতি অতিবিজ্ঞ, ভবিষ্যদ্দর্শীর ন্যায় এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিল। তারাসুন্দরী নীরবে রহিলেন। প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিদের মত বিভূতি যেন তাহার অন্তরের কথাটা টানিয়া বাহির করিতেছিল। বালবিধবা তারাসুন্দরী স্বামীর স্নেহমমতার স্বাদ পূর্ণ উপভোগ করিতে না পারিলেও তাঁহার একনিষ্ঠ মন যে আর্য্যরমণীর গৌরব বহন

করিয়া পতিভক্তিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছিল। আজ তাঁহাকে সে ভক্তির সম্বন্ধটুকু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে! হায়! ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও যে আরামপ্রদ হইত। এই ভিটার আকর্ষণে বৈধব্যের কঠোর আচারের মধ্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করেন নাই। আজ সেই শেষ অবলম্বন ভিটা ত্যাগ করিবার প্রস্তাব যে কত দুঃখের, তাহা ত ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। পুত্রের কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। কাটা ঘায়ে নূন পূরিয়া দিয়া বিভূতি আবার বলিল—"বরাবর তুমি এ ভিটায় পড়ে থাক্‌বার পক্ষপাতী। বাবা মর্ত্তে একদিনও ত এবাড়ী ছেড়ে পা বারাও নি! তা ছাড়া বাবা মর্ব্বার কালে নাকি তোমায় ভিটে ছেড়ে যেতে বারণও করেছিলেন।"

তারাসুন্দরী কঠিন হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"তাঁর আদেশের অর্থ আমি বুঝে নিয়েছি রে বিভূ? তিনি কিছু অমঙ্গলের জন্যে আমায় ভিটে আগ্‌লে থাক্‌তে বলেন নি। বলেছিলেন, তোদের সবার সুখশান্তির জন্যে। যত দিন শক্তিতে কুলিয়েছে, তাতে ত ত্রুটি করিনি। এখন বরং উল্‌টা হচ্ছে, তাঁর বংশধর ধীরু আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, তাঁর ছেলের বৌ ঝাঁ খেয়ে মর্‌ছে, না বাবা; একি আমি সইতে পারি।

আমার কাজ ফুরিয়েছে বিভু, বাড়ী ছেড়ে গেলেই ঠিক তাঁর আদেশটি পালন করা হবে।"

বিভূতি আর প্রতিবাদ না করিয়া সায় দিয়া বলিল—"তবে তাই কর মা ?"

"আর দেরি নয় বাছা, কালকের গাড়ীতেই বেড়িয়ে পড়ি ?" বলিয়া তারাসুন্দরী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন।

"তাই হবে মা ?" বলিয়া বিভূতি অন্যমনস্কের মত বাহির হইয়া যাইতেছিল। সুধা ঠিক পাগলিনীর মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তারাসুন্দরীর মুখের উপর উত্তেজিত তীব্র দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন আমিই এমন কি অপরাধ করেছি যে, মা-পোয়ে এক হয়ে এত বড় শাস্তি দিতে ক'মর বেধে দাঁড়িয়েছ ?"

বিভূতি চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল। সুধার চোখে আহতা ব্যাঘ্রীর হিংস্র দীপ্তি দেখিয়া তারাসুন্দরী ভীতা হইয়া পরিলেন। সুধা পূর্ব্বভাবেই বলিল—"না খেয়ে শুকিয়ে রয়েছি, এতেও কি আমার পাপের শাস্তি হচ্ছে না।"

তারাসুন্দরী হতচেতনার মত বসিয়া রহিলেন। বিভূতি সাহস সঞ্চয় করিয়া ডাকিল—"বৌঠান ?"

সুধার সমস্ত শরীরে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইল। সে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"থাক্ আর আদর কর্ত্তে হবে না, সুখ

আমার বরাতে নেই, তার জন্যে দুঃখও করি না। কিন্তু জিজ্ঞেস্ করি তোমাদের, হাড়মাসগুলো টুক্‌রু টুক্‌রু করে রেঁধে খাওয়ালেও কি গুষ্টিগোত্তরের ক্ষুধা মেটে না।" বলিয়া একবার থামিয়া একটা বুভুক্ষিত দৃষ্টিপাত করিয়া সে পাশের বাক্সটার উপর ভর রাখিয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর করিয়া বলিল—"কে তোমাদের হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিল শুনি। আমার মা কি দায়ে পড়ে এসে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর জাত রক্ষা করেছ। তখন না মা-পোয়ে পরামর্শ করে এতবড় উপকারটার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলে, এখন যে বড় সইতে পার না।"

বলিতে বলিতে সুধার স্বর আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বুকের রুদ্ধ কান্নার বেগটা যেন স্নায়ুশিরা দলিয়া পিসিয়া চোখের উপর আসিয়া জড় হইল। সুধা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া ভার গলাতেই বলিল—"মরার মত পড়ে আছি। ভয়ে বড় করে শ্বাস ফেলি না, কি জানি অপরাধ যদি বেড়ে যায়! বসে বসে পিঠের কিল গুণ্‌ছি, তবু একবার নড়্‌বার নাম করি না, নৈলে আমারও কি স্থান হয় না, দুদিন মার বুকে পড়ে থাক্‌ব, না তাও না, কিসে কি ঘট্‌বে কে জানে? যার জন্যে আমি পরের মেয়ে হয়ে এতখানি পার্‌ছি, মা হয়ে ততটুকুও তুমি পার্ব্বে না। ছিঃ ছিঃ, কি নিষ্ঠুর, কি স্বার্থপর!

সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা যার বুকে আঘাত করে না!" বলিতে বলিতে সুধা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অনাহারক্ষীণ দেহও আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া ভূমিতে লোটাইয়া পড়িল।

(২২)

"কারে শাপ দেব মা, ধীরুকে যে আমি বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি।

সুধা তারাসুন্দরীর দুই পায়ের মধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল—"বল, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না ?"

"না গেলে যে তোমাদের এ অশান্তির অন্ধকার কাটবে না ?" মনে মনে কথাকয়টি আবৃত্তি করিয়া তারাসুন্দরী প্রকাশ্যে বলিলেন—"চল, দুটি খেয়ে নেবে ?"

সুধা মাথাও উঠাইল না, কথাও বলিল না, শক্ত কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। তারাসুন্দরী তাড়া দিয়া বলিলেন—"ওঠ মা ?"

"আগে বল ?"

"খেয়ে এসে যত ইচ্ছে জিজ্ঞেস্ কর্ব্বে, উত্তর দেব, তার আগে নয়।"

পা ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া বসিয়া সুধা উত্তর করিল—"বেশ আমিও খাব না! দেখি না খেয়েও যদি তোমাদের বাড়ী ছাড়বার আগে মর্ত্তে পারি ?"

তারাসুন্দরী দুই হাতে সুধার মুখ চাপিয়া ধরিয়া মৃদু

ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন—"ছিঃ মা, আমার মুখের ওপর অমন কথা ?"

"মুখে বল্লেই দোষ হয়, না ? চলে গেলে কাজে যখন ফল্‌বে তখন ?"

"তুমি খাবে না তাহলে ?"

সুধা তারাসুন্দরীর রুষ্ট মুখ ও কম্পিত স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তাই চল, আগে খেয়েই নি !"

আহারের পর শ্রান্ত মানুষের মত সুধা আর বসিতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয়ে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুদিনের নিরবচ্ছিন্ন অনিদ্রা, সুধা সহজেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তারাসুন্দরীর স্নেহপ্রবণ উদারহৃদয় কোন দিকেই প্রশস্ত সর্ব্বসম্মত পথ দেখিতে পাইতেছিল না। চতুর্দ্দিক্ কণ্টকাকীর্ণ। এ বাড়ীতে থাকিয়া এই প্রকারে সুধার অনাবিল ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিদান করিতে হইলে তাহার শরীর পঁচিয়া খসিয়া অণুপরমাণুতে মিশিয়া যাইবে, এই নিশ্চিত ধারণা মুক্তদ্বার দেখাইয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে যেন তারাসুন্দরীকে তাড়া করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এ পথে বাহির হইয়া পড়িলেও ত সকল দিক্ রক্ষা হইবে না, সুধা যে অঘোরে প্রাণ হারাইবে !

রাত্রি গভীর হইতেছিল। নিকটে দূরে কৃষ্ণপক্ষের বিকট বিরাট অন্ধকার। সহসা কালীতারার স্বর শুনিয়া তারাসুন্দরী

আঁধারে আত্মগোপন করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কালীতারার সুক্ষ্ম দৃষ্টি এ আভাসে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। তিনি তীব্র হলাহলের মত তীক্ষ্ণ বাক্যে বিদ্ধ করিতে প্রয়াশ পাইয়া বলিলেন—"হা রে তারা, আমিই হয়েছি তোদের যত আপদ্ বালাই। কিন্তু তোর সতীনের ছেলেটি যে গুণধর! দেখে শুনে মুখ বুজেই থাকি কি করে। ও বিভূর মাথা না খেয়ে ছাড়্‌ছে না।"

তারাসুন্দরী মুখ বুজিয়া রহিলেন। কালীতারা বলিলেন—"তোকে ও গুণ করেছে। নৈলে অত বড় চামারের, নাম কল্লে তুই জলে উঠিস্। শেষটা বিভূর নামে অমন অপবাদটা দিলে।"

সম্মুখে সর্প দেখিয়া মানুষের মুখ যেমন পাংশু হইয়া যায়, তারাসুন্দরীর মুখও তেমনই পাংশু আভাহীন হইয়া পড়িল। কালীতারার গলা হইতে ঝলকে ঝলকে বিষ উদ্‌গিরিত হইতেছিল। তিনি অল্প হাসিয়া বলিলেন—"মরি মরি! ধীরা ছোড়ার কত আদর। পারে ত তোর পেটের ছেলেকে গলা টিপে মারে। তা যখন হলই না, তখন কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে সমাজে যাতে মুখ দেখাতে না পারে, তাই করে ছেড়েছে।"

আশঙ্কায় উদ্বেগে তারাসুন্দরী পাষাণবৎ দাঁড়াইয়াছিলেন।

হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, পিসীর অপ্রিয় অবতারণার লোভ যে এখানেই ক্ষান্ত হইবে না, তাহা স্থির করিয়া তিনি তড়িদ্বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন সুধা যখন ঘুম হইতে উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে। পূর্ব্বের সূর্য্য ধীরে ধীরে অনেকটা উঠিয়া পড়িয়াছে। নব রবিকরে প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থিত শেফালী ও যুঁই ফুলের গাছগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। সুধা ঠাকুর নমস্কার করিল। কয়দিন পরে আজ তাহার সংসারের কাজের জন্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। বিধবা শ্বশ্রূর অনিয়মিত শ্রমের কথা মনে করিয়া সে অনুতপ্তা হইয়া রান্না ঘরের দিকে যাইতেছিল। কালীতারা হাত ধরিলেন, আদর করিয়া বলিলেন—"এস বৌ, আমার ঘরে দুদণ্ড বস্‌বে।"

সুধা প্রতিবাদ করিল না। আজকাল কাহারও কোন কথায় অন্যথা করিতে তাহার কেমন আশঙ্কার উদয় হইত। সে ভাল মানুষটির মত কালীতারার পিছনে পিছনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল।

কালীতারা অল্প হাসিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনেক দিনের স্তূপীকৃত বক্তব্যগুলি যেন ফোয়ারার মুখে বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণ ভাণ্ডার যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন তিনি নিতান্ত উন্মনা হইয়া

পড়িলেন। সুধা এতগুলি কথার একটা প্রত্যুত্তর করে নাই,—প্রতিবাদ করে নাই। সে নির্জ্জীব মাটির মানুষ, কি সজীব অস্থিচর্ম্ম রক্তমাংসনির্ম্মিত প্রাণী, যখন কালীতারার মনে এই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধৈর্য্যহীনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"হাঁ বৌ, তুমি সত্যি করে বল ত, ওকে নিয়ে তোমার সুখ হচ্ছে কি না?"

সুধা যেন শূন্য হইতে পড়িল। পতি সম্বন্ধে হিন্দুরমণীর অবক্তব্য কথাগুলি কালীতারার মুখে শুনিয়া সে দ্বিধা ও উৎকণ্ঠায় আনছান করিতেছিল, অথচ উত্তর করিবার উপায় নাই! আমিষগন্ধে বরসির গোড়ায় মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই ভ্রান্ত ধারণায় কালীতারা প্রসন্নতা অনুভব করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"কতগুলো বাজে মন্ত্র পড়া হয়েছিল বৈ ত নয়, তারি জোরে ওকে যে তোমার স্বামী বলে মাথায় তুলে রাখ্‌তে হবে, তার মানে! কেন তুমি কি মানুষ নও, তোমার কি সুখ দুঃখ থাকৃতে নেই, না বৌ, আমি ওসব মামুলী বুলী কোন কালে পছন্দ করি না। সত্যি বল্‌তে কি, অমন সোয়ামী আমার হলে মুখে ঝাটা মেরে যার সঙ্গে মন যেত—" বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া তিনি একবার থামিয়া সুধার মলিন মুখ দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। হাসিতে হাসিতে আবার বলিলেন—"তা ছাড়া বল্‌তে গেলে, বে তোমাদের হয়নি।

মনের মিলেই মিল, আচ্ছা তুমিই বল না, ধীরাকে কোন দিন মন দিতে পেরেছ ?"

কথাটার কোন উত্তর যে পাইবেন না, তাহা কালীতারা জানিতেন, তথাপি যেন উত্তরের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিলেন—"ভালবাসা যা, সে সবই ত তোমার বিভূর সঙ্গে, তার সঙ্গে যে বিধাতাই তোমার প্রাণ বিনিময় করে রেখেছেন, এখন জোর করে আর একজনকে ভাব্‌তে গেলে, ধর্ম্ম কি বজায় থাকবে বৌ—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। জ্বলিত লৌহখণ্ড মধ্যস্থলে বিভক্ত হইয়া বক্তা ও শ্রোতাকে পোড়াইয়া দিল। অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তারাসুন্দরী মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—"পিসী, এর জন্যেই বুঝি শেষটা আমার ঘাড়ে এসে চেপে বসেছ। যা হবার হয়েছে। আর না, পিসী! আজ আমায় স্পষ্ট বল্‌তে হচ্ছে, এত বড় অমঙ্গল আমি ঘরে রাখ্‌তে পার্ব্ব না। তুমি তোমার পথ দেখ!"

সুধা বসিয়া বসিয়া বিষ গিলিতেছিল। তথাপি কিন্তু তাহার বিষাক্ত শরীরে কালীতারার বাক্যগুলি তাদৃশ বৈলক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই, সুধার প্রাণহানি হইল না। সে মুহ্যমান অবস্থায় তারাসুন্দরীর ভয়ঙ্কর স্বর শুনিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইতে তারাসুন্দরী বলিলেন—"ছিঃ বৌমা, বসে

বলে বিষ গিল্‌ছ, কেন হাতপা নেই, যাও উঠে যাও, বল্‌ছি।” বলিয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই বাহির হইয়া গেলেন। সুধাও তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল। মনে মনে হাসিয়া কালীতারা বলিলেন—“যেতে ত একদিন হবেই, কিন্তু ঘুঘু্ না চড়িয়ে যাচ্ছি না।”

(২৩)

তিন চারি দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুধার স্বামীর সহিত দেখাও ছিল না, কথাও হইত না, সে নিজেই দূরে দূরে থাকিত। আজ হঠাৎ তাহার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বুকের কালী জোর করিয়া ধুইয়া মুছিয়া অপেক্ষাকৃত প্রসন্নমুখে সে স্বামীর ঘরের দিকে যাইতেছিল। পাঁচু মোড়লের ছেলের স্বর শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। পাঁচু মোড়ল, তাহাদের গ্রামে বাস করিত, এই ছেলেটি বিপদে আপদে মাতার সংবাদ লইয়া অনেকবার সুধার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে, আজও তাদৃশই কোন সংবাদের আশা করিয়া সুধা হা করিয়াছিল। বালক দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"মাঠান পাঠিয়ে দিলেন।"

চিঠিখানা হাতে করিয়া সুধা কাঁপিতে লাগিল। তাহার মাতা ত আর কোন দিন চিঠি লিখিয়া পাঠান নাই, অদ্যকার এ নূতনত্বটা তাহার সন্দেহ সৃষ্টি করিল। পাঁচুর ছেলেকে অল্প কথায় বিদায় করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পত্রীয় সংবাদ পাঠ করিতে সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইল। সুধা ভ্রূকুটি

করিল, বিভূতির এ কি কাণ্ড! সে কেন এ বাড়ীর ঘটনাগুলি তাহার মাতার নিকট প্রকাশ করিতে গেল। জ্বালা বৃদ্ধি করিয়া তাহার কি লাভ! এই কি তাহার উপযুক্ত কার্য্য! এতবড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে একটি মানুষের প্রাণেও কি অবলার জন্য একটু বেদনা হয় না। বিভূতিও শেষটা এমন কাজ করিল। সুধা ত আজ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কথাটি বলে নাই, বরং সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর পাপ ও অপরাধের ভার লাঘব করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতিদান কি এই! যদিও সে নানা প্রকারের চেষ্টাতেও কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই, তথাপি কি সে বিভূতির সহানুভূতির পাত্রী হইবার উপযুক্তা নহে। বিভূতি সমস্ত জানে। জানিয়া শুনিয়া এ যে কাটা ঘায়ে লবণের প্রক্ষেপ। সুধার মনে হইল, বিভূতির স্বগ্রাম বা গৃহত্যাগের প্রকৃত প্রবৃত্তি নাই, কেবলমাত্র সুধার মুখ চাহিয়া যাহা সে মুখে অনুমোদন করিয়াছে, তাহারই অন্তরের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিরূপে অভয়ার নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিছুকাল এলোমেলো চিন্তার পর সুধা ধীরপদে ধীরেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতেও কি আমার শাস্তির শেষ হয় নি?"

ধীরেশ অগ্নিগর্ভ শমীর মত ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইয়াও সুযোগ অভাবে নীরবে কাল কর্ত্তন করিতেছিল। স্বামিস্ত্রীর

অদর্শনজনিত বিচ্ছেদ অপমানের আকার পরিগ্রহ করিয়া তাহার মানসিক বিদ্রোহ বিরাট করিয়া তুলিয়াছে। মুখে যাহাই বলুক, ভিতরে সে সত্য সত্যই সুধাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, এবং তাহারই জন্য তাহার মুখের গোড়ার কণ্টকগুলি দূর করিতে প্রস্তুত হইয়া সযত্ন কুশলতার সহিত সে এই বিসদৃশ কাজগুলি করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বিধাতা যে সেগুলিকে নিতান্তই হেয় করিয়া ধীরেশের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ প্রাণ সংসারের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, সহজ স্বাভাবিক সন্দিগ্ধতা তাহাকে বিপথে লইয়া গেলে সে কি করিতে পারে। নিসর্গসুলভ বৃত্তির উপর ত কাহারও হাত নাই। বাল্যকাল হইতে টুকটুকে বালিকা সুধাকে বিভূতির সঙ্গে মেশামেশি করিতে দেখিয়া ধীরেশের হৃদয়ে চিন্তার যে সূত্রপাত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সূত্রটাই যেন হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া আনিতেছিল। এবং তাহারই জন্যে তাড়াহুড় করিয়া মাতাকে ধরিয়া অভয়াকে অনুরোধ করাইয়া সে সুধাকে অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদের আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিতে না উঠিতেই অস্থায়ী সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের পসরা লইয়া তাহার মস্তক চাপিয়া বসিল। বিবাহের পরেও সুধা ও বিভূতির আলাপে আচরণে বিন্দুমাত্র পার্থক্য না দেখিয়া ধীরেশ নিতান্ত

বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্রমে ঘটনার সঙ্ঘর্ষের মধ্যেও বিধাতার বিন্দুমাত্র অনুকূলতা লাভ করিতে না পারিয়া সে বিষম বৈমনস্যে জড়িত হইয়া পড়িয়া তীব্র কষার মত স্থানাস্থান ভুলিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার ফলে যতখানি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুধার প্রশ্ন শুনিয়া এবারও সে রূঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার কাছে কেন"—

ধীরেশের বক্তব্যটা শেষ হইতে পাইল না, সে যে কি জঘন্য কথাটা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা অনুমানেও আনিতে না পারিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাতার চিঠিখানা ছুড়িয়া ধীরেশের সম্মুখে ফেলিয়া সুধা বলিল—"দেখ, মা কি লিখেছেন ?"

"বিভাকে নিয়ে বের হয়ে যেতে ?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে স্থানে অশনিপাত হইলেও সুধা এত ভীতা বা বিহ্বলা হইত না। হায়! সে যে অমৃতের আশা করিয়া হলাহলের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে। সুধা মনের উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ভীতিকম্পিতস্বরে বলিল— "ছিঃ ছিঃ, তুমি না আমার স্বামী—।"

"শুনে ত ছিলাম!" বলিয়া ধীরেশ গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিল। তাহার মুখ হইতে হাসির রেখা লুকাইয়া গেল। কথাটা যে অতিকষ্টে বলিয়াছে, বিবর্ণ মুখভাব তাহার সূচনা

করিল। সুধা দৃষ্টি ফিরাইয়া মনে মনে বলিল—"হায় এ যে মুক্তার মালার পরিবর্ত্তে গলদেশে কালসর্পের হার পড়িয়ে দিয়েছে। এ কালসর্প ত একা আমায় দংশন করেও ছাড়্‌বে না।"

সুধার অবশিষ্ট জীবন কি ভাবে কাটিবে? কি প্রবোধে সে আত্মাকে বোঝাইবে। সংসারে তাহার কেহ নাই। নিঃসম্বল জীবনকে যমের আহারে পরিণত না করিলে ত উপায় নাই! সর্ব্বাপেক্ষা সুধার এ চিন্তাই প্রবল হইল যে, সে কি করিয়া এই ঘৃণিত প্রাণীটিকে স্বামীর আসনে বসাইয়া পূজা করিবে। পরিণীতা পত্নীকে যে এমন কথা বলিতে পারে, তাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সংসারের অসারত্বের মধ্যেও বিষময় বিষয়গুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অমৃতের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য ত তাহার নাই। স্বামীই রমণীর গতি, নিয়তির অখণ্ড আক্রমণে তাহার ভাগ্যে অপর যত ক্লেশই ঘটুক না কেন, সে হয় ত তাহা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু স্বামীকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া ত প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। সুধা যেন মুমূর্ষুর শেষ আশার মত নিজের লক্ষ্যটিকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ, মুখে যা আসে তাই বল্লে কিছু বাহাদুরি বাড়্‌বে না। যেখানে আমায় ছেড়েও তোমার চল্‌বে না, তোমায় ছেড়ে আমার প্রাণ ধরাও দায় হবে,

সেখানে রাগের মাথায় অমন যা তা বলে ঝগড়া বা বিবাদের সৃষ্টি করে মহাপ্রলয়ের সূচনা কর না!"

ধীরেশ হো হো করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া পূর্ব্বভাবেই বলিল—"আমায় ছেড়ে যে চল্‌বে, সেটা বেশ ভাল করে বুঝেছ বলেই না, যাকে ছেড়ে চল্‌বে না, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছ না—"

"আবার" বলিয়া সুধা যেন ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল। "ছিঃ ছিঃ অমন কথা তুমি মুখেও এন না, ওতে যে তার অমঙ্গল হবে।"

ধীরেশের চোখের পর্দ্দাটা যেন সরিয়া গেল। যবনিকার অন্তরালে যে সত্য বস্তুটি লুক্কায়িত রহিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি-মাত্র না করিয়া সে সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতেই উন্মত্ত হইয়া বলিল—"তবে রে ভ্রষ্টা! তার অমঙ্গল হবে, তাতে তোর বুক কাপ্‌ছে, তাতে তুই বিধবা হবি, না?"

দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া দাতে দাঁত কামড়াইয়া সুধা প্রত্যুত্তর করিল—"আমি ভ্রষ্টা নৈ, বরং তোমারই বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়েছে। তুমি অশুচি, কেবল অশুচি নও, শঠ; বঞ্চক। তাতেই তাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে মামার বাড়ী পাঠিয়েছিলে। কিন্তু এত স্পর্দ্ধাই তোমার কেন শুনি! ভগবান্ আছেন, দিন রাত হচ্ছে।" বলিতে বলিতে সে ধপাস্ করিয়া মাটির উপর উপুর হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

"হা দাদা, তুমিও ওর কথা শুনবে।"

"না শুনে কি করি, দিনরাত মুখভার, ঝগড়াবিবাদ, অশান্তি, এত সইতে পারি না। যেমন করে হ'ক রেহান পেলে বাঁচি ?"

"তাতে ত তোমার সুধা সুখী হবে না।"

ভীতিবিহ্বল বিভূতির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সুধা তাহার? না না আজ আর সে কোন প্রকারেই একথা স্বীকার করিতে পারে না। একথা ভাবাও যে পাপ,—মহাপাপ! নিয়তি যে তাঁহার সূক্ষ্ম নিয়মে সুধাকে অন্যের করিয়া দিয়াছেন। সে যখন অন্যের, তখন তাহার সুখ-দুঃখের চিন্তাতেই বিভূতির কি প্রয়োজন! কিন্তু প্রয়োজন অপ্রয়োজনের হিসাবটা হৃদয়ের সই লইতে গিয়া তাহার বুকের উপর যেন একটা দুর্নিবার দুঃখভার স্তূপীকৃত করিয়া দিল। সর্ব্বস্বসমর্পিত ব্যবসায়ে লোকসান ভিন্ন লাভের আশা না থাকিলেও আজ যেন বখরার ঘরে নাম না দেখিয়া বিভূতি শূন্যমনা হইয়া পড়িল। নাম গেল, যশ গেল, সর্ব্বস্ব-হীন হইয়াও যেটুকুর আশাতে সে পাঁচজনের মধ্যে চলাফেরা

করিতেছিল, শেষটা চক্রান্তকারীর কূটচক্র তাহাকে সেটুকু হইতেও বঞ্চিত করিল। এতটা চিন্তার মধ্যেও "সুধা তাহার?" বিভূতি এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না। বরং প্রতিবাদ করিয়া উত্তর করিল—"সে কেন সুখী হবে না, তার স্বামী রয়েছে, সংসার রয়েছে। বরং আমারই"—

"ছাই স্বামী?" কালীতারা বাধা দিলেন, "সে কি তাকে স্বামী বলে মনে করে, না ধীরার প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। সে যে ছেলে বেলা থেকেই তোমাকে তার দেহমন অর্পণ করে রেখেছে।"

কালীতারার বাক্যগুলি তীক্ষ্ণ তীরের মত বিভূতির বক্ষে বিদ্ধ হইতেছিল। সুধা! যে সুধাকে সে দেবীর মত মনে করিয়াছে, যে সুধা সমাজে সংসারে আদর্শা রমণীর রমণীয়ত্ব লইয়া বিভূতির দেহমনের আরাধ্যা হইত, সেই সুধা তাহার স্বামীকে স্বামীর অধিকার দিতে কৃপণতা করিতেছে। বিভূতির মনে হইতেছিল, এ ঘৃণিত হিংস্রজন্তুসূচিত বাক্যগুলি শুনিবার পূর্ব্বে যদি কেহ সুধার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিত, তথাপি সে যেন হৃদিশৈল্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভালবাসার গৌরবে মাতৃমহিমায় সুধাকে অমর মনে করিয়া সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিতে পারিত। নির্ম্মল শারদ-আকাশের মত; নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত,

কণ্টকহীন কমলের মত, ভাগীরথীর পূত প্রবাহের মত, মাতৃ-চিত্তের মত যে সুধাকে সে পূজা করিয়া আসিয়াছে, সেই সুধা নরকের কৃমিকীট অপেক্ষাও হেয়—ঘৃণিত। এ যে দেবতার আশনে পিশাচের আবির্ভাব, দেবস্তোত্রের পরিবর্ত্তে ভূত-প্রেতের তাণ্ডবলীলা। বিভূতি স্থির হইতে পারিতেছিল না। স্বর্ণ-প্রতিকৃতির সুষমাসম্ভারের পরিবর্ত্তে গলিত শবদেহের ভীষণ বিভীষিকা, পারিজাতপ্রসূনের সুগন্ধের পরিবর্ত্তে বিকট দুর্গন্ধ যেন তাহার নাসারন্ধ্র চাপিয়া ধরিতেছে। কালীতারা বিভূতির মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া প্রীতা হইয়া বলিলেন—"তোমরাই বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আট্‌কিয়ে রাখ্‌তে চাও কেন? যে প্রাণান্তে ধরা দেবে না, তাকে জোর করে ধরে রাখ্‌তে গিয়ে তার সুখশান্তি নাশ কর্ব্বে, এ অধিকারই বা তোমাদের কোথেকে হল?"

বিভূতি আর শুনিতে পারিল না। তাহার ধৈর্য্যবাধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্খলিতপদে চলিতে চলিতে সুধার গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—"বৌঠান?"

স্বর শুনিয়া সুধার অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া উঠিল। বিভূতি বিকট কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"শেষটা তুমিও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলে!"

সুধার বুকে একসঙ্গে যেন সহস্র বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা

উপস্থিত হইল। বিভূতিও তাহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছে। ক্রোধে ধিক্কারে তাহার চোখ দুইটা শুকতারার মত জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। বিভূতি উচ্চ কণ্ঠ দ্বিগুণ উচ্চ করিয়া বলিল—"হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে মার নামে কলঙ্ক দিলে ছিঃ ছিঃ, গলায় রশি দিয়ে মরৃতে পাল্লে না।"

ঘরে আগুন ধরাইয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশের পর অগ্নিদাতা যদি আবার সেই গৃহস্থকেই অগ্নুৎপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে গৃহস্থ যেমন কোন প্রকারেই সে কথাটা সহ্য করিতে পারে না, সুধারও ঠিক সেই অবস্থা হইল, সেও এবার রক্তচোখে চাহিয়া জবাব করিল—"গলায় দড়ি দিয়ে আমি মরৃতে যাব কেন? মরৃতে হয় ত যারা—" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। কথাটার আরম্ভ হইতেই আর্য্য-ললনার আর্য্যত্ব সারা দিয়া উঠিয়া যেন তাহার মুখ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল।

বিভূতি সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত অস্থির পাদচারণা করিতেছিল। সুধা বলিল—"তুমি আমায় গালমন্দ কর্ত্তে এসেছ কোন্ সাহসে শুনি। লক্ষ্মণ সেজে বড় যে তাড়াহুড় লাগিয়ে দিয়েছ, লজ্জা হয় না। যাও তোমার ভাই রামকে গিয়ে বল, সে আগে মানুষ হক, নৈলে কেউ তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

সুধা হাপাইতে হাপাইতে থামিয়া গেল। আর বিভূতি, সে ক্ষণকাল পূর্ব্বেও যে কথাটাকে কালীতারার স্বকপোল-

কল্পিত বিবেচনা করিয়া অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সে কথাটাকে সুধার মুখ হইতে ঠিক এইভাবে শুনিয়া পৃথিবীটা ঘোলা দেখিতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার, আশেপাশের অলিগলি খুঁজিয়া যখন সে একদিকে পা বাড়াইতে যাইতেছিল, অমনি অন্ধকূপে পড়িয়া পা দুখানা ভাঙ্গিয়া গেল। বিভূতি চলৎশক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সুধা এবার একটু স্থির হইয়া বলিল—"পরকে অনুযোগ কর্ব্বার আগে নিজকে সাম্‌লিয়ে নিও, নৈলে কথা শুনে জীবন ভরে মুখ কাল কর্ত্তে হবে। নিজের দোষ ঢাকৃতে গিয়ে পরকে দায়ী কর্ত্তে গেলে জিত্ হবে না, বরং বড় ঠকায় ঠক্‌বে। কিন্তু যার দিকে ধাওয়া করে যাবে, তার কেশাগ্রও নড়্‌বে না।" বলিয়া সে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

(২৫)

বিভূতি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চোখের দূরে নিকটে একটা অট্টহাস্য বিকট চীৎকার করিতেছে। তাণ্ডবতার তড়িৎ কেবল মাত্র বিভূতিকে আহত করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, বাড়ীঘর জিনিষ পত্র পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সহ সমস্ত বিশ্বকে যেন গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণী যেন নিঃশেষে ভস্ম হইয়া মাটিতে লীন হইয়া যাইতেছে। তাহার ঝাপ্‌সা দৃষ্টির নিকট সমস্ত পদার্থই যেন কখনও অতি সূক্ষ্ম কখনও বা অতিবৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে। এত ক্লেশ এত শাস্তিতেও তাহার মনের যে বলটুকু অব্যাহত ছিল, যে শান্তি ও গৌরব লইয়া সে জীবনকে অবিনশ্বর বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে, অবিচারের একটা প্রবল ফুৎকার যেন তাহার সেই শেষ সম্বলটুকু উড়াইয়া লইয়া গেল। সহসা তারাসুন্দরীর আহ্বানে বিভূতির অস্তিত্ব জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মৃতের মত পাণ্ডুর মুখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডাকৃছিলে ?"

"হা বাবা ।"

বিভূতি উন্মত্তের মত শ্বাস টানিতেছিল। তারাসুন্দরী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সুধা ও বিভূতির সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন—"ধূলকাঁদা মেখে আর কাজ নেই বাবা, চল জাতমান থাকৃতে থাকৃতে বেড়িয়ে পড়ি ।"

বিভূতি বোকার মত চাহিয়া রহিল। তারাসুন্দরী বলিলেন—তুই আমার একটা পেটের জন্যে ভাবিস্ না বিভূ। যেমন কার হ'ক চলে যাবে।"

"ও কথাত আমি কখনও ভাবি না মা ?"

"তবে ।"

"ভাবনা যে আমার অপেক্ষা তোমার অনেক বেশী ।

"না বিভূ, আমি তার হাত কাটিয়ে উঠেছি। ভাব্তে গিয়ে সবারি ভার বাড়িয়ে তুল্বার আমার কোন অধিকার নেই। তেমন ইচ্ছা তাঁরও ছিল না। আজ কদিন থেকে যেন আমি কেবলি তাঁর মুখ দেখ্তে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, তিনি আমায় ইঙ্গিতে আদেশ কচ্ছেন, তুমি সরে পর, এখানে থেকে আমার সাজান সংসার ভেঙ্গে দিও না। আমি আর দেরি কর্ত্তে পারিনা বাবা !"

বিভূতি মস্তক নত করিয়া মঙ্গলময়ী জননীর বাক্যগুলি

শুনিতেছিল, আর তাহার চোখ বাহিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। পিতা কেমন তাহা সে জানিত না, বিভূতির জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বিভূতি ভাবিতেছিল, আহা আজ যদি পিতা থাকিতেন, তবে কি জানি এমনটা ঘটিতে পারিত না। এতগুলি মানুষের এত চেষ্টা যাহা পারিতেছে না, একা তিনি হয় ত সে অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন। এমন সময় আসে, যখন একজনের অভাবে সমস্ত সংসার ছারখার হইয়া যায়। সহসা নূতন ভাবনায় অপ্রত্যক্ষ পিতৃমূর্ত্তি যেন বিভূতির চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু পিতার অন্তরালস্থিত মূর্ত্তিত তাহার নিকট পলায়নের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইল না। তিনি যেন অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে ভিটা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন। বিভূতি মনে মনে বলিয়া উঠিল—"সত্যি কথাই ত, প্রাকৃত জনের মত মূল্যহীন হলে ত চল্‌বে না। এযে ঘোর পরীক্ষা, পিতার দাবী কি পুত্রের নিকট বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যের আশাও কর্ত্তে পারে না।"

বিভূতি মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছিল। ধীরে ধীরে সুধা আসিয়া তারাসুন্দরীর নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা কি লিখেছেন শুনেছ ?"

তারাসুন্দরী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সুধা

বলিল—"শেষটা তোমরা আমার ঘাড়ে যত দোষ চাপালে। যে পাপের ভয়ে আমি একটি দিন মুখ হা করিনি, আমায় সে পাপে না ডুবিয়েও তোমরা ছাড়্‌ছ না।"

তারাসুন্দরীর কৌতুহল বাড়িয়া চলিল। সুধা আবার বলিল—"আমি কবে তোমাদের কোন্ কথায় থাকৃতে গিয়েছি যে, মাকে বলে পাঠিয়েছ, আমিই তোমাদের তাড়াচ্ছি। তা ছাড়া যার যেখানে ইচ্ছে যাবে আস্‌বে, কারুর কিছু ধরে রাখ্‌বার সাধ্যি নেই, তবু কেন আমায় পাপে ঠেল।"

তারাসুন্দরী সুধার মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহপরিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি তোমার নামে দোষ দিয়েছি, এমন কথা তুমি বিশ্বাস কর মা ?"

"বিশ্বাস কর্ব্ব না ! মা কি না জেনে লিখেছেন ?"

"হা, দি'দি এত জানে না, তাই শুনেই তোমাকে ধম্‌কে পাঠিয়েছে।"

"হবে হয় ত, কিন্তু যার জন্যে হাতে পায়ে ধরাধরি কল্লাম, সব ফেলে গেলে তার শাস্তি আমায় কি করে ভুগ্‌তে হবে, তা ভেবেছ ?"

তারাসুন্দরী মৃদুমধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"ভেবেছি, আমি কোন দিকে কসুর করিনি, অনেক ভেবেই যাতে মঙ্গল হবে, সে আমি ঠিক করে নিয়েছি। এতে তোমার কোন পাপ

হবে না! তুমি বাধাও দিও না মা! কথা শোন, আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় সুখী কর্ব্বে?”

বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—“তবে তাই হ’ক মা, যাই, যাওয়ার আয়োজন করিগে।”

“তাই যাও বাবা?” বলিয়া বিভূতিকে বিদায় করিয়া তারাশুন্দরী সুধার হাতখানা ধরিয়া বলিলেন—“এখানে এসে থেকে ত একদিন আমার কথার অবাধ্য হওনি, আজও হও না। সবার যাতে ভাল হবে, আমি তারি বন্দোবস্ত কচ্ছি।”

(২৬)

যখন তর্কবিতর্ক বিচারবিবেচনা সমস্ত অবহেলা করিয়া তারাসুন্দরী বিদেশবাসে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া উঠিলেন, তখন কালীতারাও ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলেন। অনুরোধ উপরোধ গালাগালি তিরস্কার প্রভৃতি ক্রমশঃ বিফল দেখিয়া শেষটা তিনি পাড়ার লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিভূতি যাহাতে ন্যায্য গণ্ডা হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দলপুষ্টি করিতে লাগিলেন।

সেদিন রাত্রি হইতেই ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। শীতল বায়ু যেন বরফ বর্ষণ করিতেছে। প্রভাত হইল, তথাপি কেহ সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইল না। তারাসুন্দরী গৃহের সমস্ত জিনিষ গোছাইয়া রাখিয়া ধীরেশকে ডাকিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন। পাড়ার পাঁচ সাতজন প্রতিবেশী সহ কালীতারাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কালীতারা অগ্রসর হইয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন— "নাগো মা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এমনি চলে যাওয়া, আমার সহ্য

হবে না, ধীরেশ, সতীনপো, তার সঙ্গে মিল্‌মিস্‌ না হয়, ভিন্ন ভাগ হয়ে থাক, বাড়ী ছেড়ে যাবে কেন ?”

তারাসুন্দরীর শরীর কাঁপিতেছিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, প্রতিবেশিগণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রামনিধিবাবু বলিলেন—“সে ত সত্যি কথা মা, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে পেটের ছেলের সঙ্গে বনিবনাও হয় না, ধীরেশ ত পরের ছেলে, বনল না বলে কিছু নিজের হ'ক কেউ ছাড়্‌তে পারে না। বিভূতির ভবিষ্যৎও ত ভাব্‌তে হবে।”

“বলুন ত এ কেমন কথা, না রামনিধিবাবু আপনি কিন্তু হবেন না। ন্যায্য যা তাই করে দিন। আমি জানি ওতে ওর অমতও নেই, তারা আমার ছেলেবেলা থেকে বড় লাজুক, তাই মুখ ফুটে কোন কথা বল্‌তে পারে না, নৈলে মন যে ওর সব ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, সে আমি বল্‌তে পারি ?” বলিয়া কালীতারা নিবৃত্ত হইতে আগন্তুকগণের মধ্যে অপর একজন বলিয়া উঠিল—“সে কি আর আমরা বুঝি না, এত সম্পত্তি, দুই হাতে লুটলে যা ফুরোয় না, ইচ্ছে করে কেউ এ ছাড়্‌তে যায়।”

তারাসুন্দরী কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। ঘরের কথা এই ভাবে পরের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি লজ্জায়

ক্ষোভে কাঠ হইয়া উঠিলেন। যাহাদের সম্মুখে জীবনে বাহির হয়েন নাই, তাহাদের নিকট মুখ ফুটিয়া কোন কথাও বলিতেও পারিতেছিলেন না। কালীতারা বলিলেন—"যা তারা, জিনিষ পত্রগুলি বেড় করে দে, দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নি! আমি ধীরেশকে ডেকে দিচ্ছি?" বলিয়া তিনি পা বাড়াইতে তারাসুন্দরী লজ্জাভয় ভুলিয়া ডাকিলেন—"পিসী?"

পিসী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তারাসুন্দরী বলিলেন—"তোমায় ত সেদিন পরিষ্কার বলেছি, পথ দেখ, আব আমার মুখে কালীচুন দিতে হবে না। যাও ঘরে গিয়ে বস, পাক করে দিচ্ছি, খেয়ে দেয়ে রওনা হবে। আর একদিন তোমায় আমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে দিচ্ছি না।"

কালীতারা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিলেন। রামনিধিবাবু—" এ ত তোমারও কম অন্যায় নয় মা, খেয়ালে কি এত সম্পত্তি ত্যাগ করা চলে। তোমার নয় মাথার ঠিক নেই, আমরা পাঁচজন ত রয়েছি, আমরা কেন ধীরেশের এ অত্যাচার সহ্য কর্ব্ব। থাক্, তোমায় কিছু কর্ত্তে, হবে না, তুমি ধীরেকে ডেকে দাও?" বলিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতে কালীতারাও ধীরেশের গৃহের দিকে চলিলেন। তারাসুন্দরী আর পারিয়া উঠিলেন না, তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন—"বিভূ ও বিভূ।"

সদ্যঃনিদ্রোত্থিত বিভূতি চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?"

তারাসুন্দরী পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন—"তুমি ওদের সব বাড়ী যেতে বলে দাও বাপ, দরকার হয়, আমি ডেকে আন্‌ব। তার আগে পরের কথায় যেন আমার বাড়ীতে এসে আমায় অপমান করেন না।" বলিয়া পিসীর হাত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—"এস পিসী, ভাল চাও ত ঘরে গিয়ে বস ?" বলিয়া তাঁহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এ তোমার চিরকালের স্বভাব পিসী, যার খাবে, তারই ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে ! কিন্তু কি আক্কেল বল ত, বাড়ীর এত কাণ্ড একটা কাক টের পায়নি, আজ এতগুলি লোক ডেকে এনে এত বড় কেলেঙ্কারীটা কল্লে ?"

কালীতারার চক্রান্তগুলি তারাসুন্দরীকে যেন তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সেদিনের সে ঘটনার পর হইতে তিনি আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারেন না। এতগুলি লোক ডাকিয়া পিসী কি কাণ্ডটাই করিলেন ? মান-সম্ভ্রম গেল, শেষটা বিমাতার স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মানুষের নিকট মুখ নীচু করিতে হইল। তিনি আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া সেদিন দুর্গা দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া ধীরেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা ধীরু, তুমি দুঃখ ক'র না। আমি মনের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ভগবান্ যেন তোমাদের সুখে রাখেন। তোমরা দুটি ভাই সুখে থাক্‌লেই আমার সুখ, আমি যে অতবড় দুঃখটা তোমাদের মুখ চেয়েই সহ্য করেছি। তোমাদের সুখী হতে দেখ্‌লে, মনে কর্ব্ব, পরলোকেও তিনি সুখে আছেন।"

বলিতে বলিতে তারাসুন্দরীর গলা ভার হইয়া উঠিল, চোখের পাতা ভিজিয়া গেল। পতিগতপ্রাণার প্রাণে যেন মুমূর্ষু পতির মৃত্যুবিবর্ণ মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল। মাতাকে

নমস্কার করা দূরের কথা, ধীরেশ বাক্যব্যয়ও করিল না। তারাসুন্দরী চিত্ত স্থির করিয়া বিভূতির হাত ধরিয়া ধীরেশকে লক্ষ্য করিয়া আবারও বলিলেন—"তবে আসি বাপ! মনে কোন ক্ষেদ রেখ না।" বলিয়াও তিনি যেন কিসের আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষটা যখন কোন আশা-ভরসা রহিল না, তখন কালীতারাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

অতিকষ্টে এ সময়টুকুর জন্য কালীতারা তারাসুন্দরীর ভয়ে মুখ বুজিয়া ছিলেন। পথে পা দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কত বড় হারামজাদা দেখ, একবার প্রণামটা কল্লে না?"

তারাসুন্দরী সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি ধীরগতি ক্ষিপ্র করিয়া কতক্ষণে সীমানা উলঙ্ঘন করিতে পারিবেন, তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সুধা দোরের আড়ালে জোর করিয়া একটা খুটি ধরিয়া প্রাণপণ যত্নে দাঁড়াইয়াছিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে তারাসুন্দরী ও বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহারা অন্তরালে গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে মাটির মধ্যে বসিয়া পড়িল।

আজ তাহার এ গৃহপ্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক

কথাই মনে পড়িতেছিল। তথাপি সে জোর করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে গিয়া বলিয়া উঠিল—"না না, পর কখনও আপন হয় না, ও সব মুখের মায়া দেখান বৈ ত নয়।"

বিদ্রোহী মন এ কথা মানিতে চাহিল না। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পুনঃ পুনঃ অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিল। সুধা তাহাকে বাধা দিতে গিয়া বুকে শক্তি সঞ্চয়ের আশায় বলিয়া উঠিল—"কেন এত শাস্তি, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, হাতে পায়ে পড়ে কাঁদা কাটা কল্লাম, একবার কাণে তুল্লে না। আপদ্ বালাই মনে করে ঠেলে ফেলে দূরে চলে গেল। ওরাই যদি ক্ষমা না কল্লে ত আমিও কর্ব্ব না, কিছুতে না।"

সুধা নড়িয়া উঠিল, সে যেন সুধার উপর রাগ করিয়া বলিতে লাগিল—"আর না, আমি কখনও ওদের জন্যে কাঁদ্‌ব না। ওরা আমার কে? ছিঃ ছিঃ, পরের জন্যে এত উতলা হতে আছে।"

কিন্তু মন মানিতে চাহিল না, আজ যেন সুধা পতিভক্তি সতীত্ব-গৌরবকে তলাইয়া দিয়া বিধবা শ্বশ্রূর আদর যত্নের কথাই চোখের গোড়ায় আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল। তারাসুন্দরীর সন্তানাধিক স্নেহ, আহারে শয়নে সতর্ক স্নেহকুশল ব্যস্ততা প্রভৃতি একে একে সুধার মন জুড়িয়া বসিতে লাগিল। এ

বাড়ীতে বধূবেশে প্রবেশের পর কি করিয়া তাহার দিন কাটিত, সে কি খাইত, কে তাহাকে খাওয়াইয়া দিত, সময়ে স্নানাহার না করিলে কে অনুযোগ করিত, হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া কে তাহাকে বিশ্রামের জন্য বসাইয়া রাখিত! সুধা এই প্রকারের শত শত কথা মনে করিয়া যেন সহস্র বৃশ্চিকদংশনের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। তারাসুন্দরীর বিদায়কালীন মুখচ্ছবি, আহা কি কাতর, কি নৈরাশ্যপরিপূর্ণ, অথচ উদারতার লীলাভূমি! শ্বশ্রূর সেই আশীর্ব্বাণী যেন অশনি হইয়া সুধার বুকে আঘাত করিতে লাগিল। সে তাহার মাতার নিকট শুনিয়াছিল, আহত মানুষ ধৈর্য্যের বলে নিজের মহীয়সী প্রবৃত্তির প্রেরণায় আঘাতকারীর প্রতি মুখে যত আশীর্ব্বাদ করুক, তাহার অন্তর তাহা অনুমোদন করে না, সে বিধিপ্রদত্ত শক্তিতে পাপীকে পাপের ফল ভোগ করাইবার জন্য প্রত্যাঘাতই ফিরাইয়া দেয়। সুধার পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, যে লোকটির শুভাশুভের চিন্তায় তাহার এ কম্পন, মুহূর্ত্তে যেন সে সুধার নিকট হইতে অতি দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভালমন্দ মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভুলিয়া সুধা চিরন্তন সত্যের মত অভিশাপের আশাতেই বুক বাড়াইয়া দাঁড়াইল। এ অভিনয়ের এখানেই শেষ হয়, এমন অভিশাপ যদি আজ কেহ তাহাকে দেয় ত সে যেন বাচিয়া যায়, পাপের শাস্তি আদরে আগ্রহে গ্রহণ

করিয়া ঋণমুক্ত হয়। ব্যাধস্বভাব স্বামীর সে দিনের সেই জঘন্য কথাগুলি মনে করিয়া একদিকে সে যেমন তাহার ভয়ভাবনা হইতে স্বতন্ত্র হইতেছিল, অন্য দিকে আবার তেমনই জীবননাট্যের শেষ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। সহসা তাহার বুক কাপিয়া উঠিল, কেবলমাত্র ব্যবহার ও শাস্ত্রবচনের আদেশে এতকাল যাহাকে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্য বলিয়া অন্তরের অভ্যন্তর দেশে আসন পাতিয়া ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মায়া প্রভৃতি দিয়া পূজা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই লোকটি যখন স্বপ্রেরণায় তাহার সে পূজাকে অবজ্ঞা করিয়া আসন হইতে জোর করিয়া উঠিয়া গেল, তখনও যেন সুধা অনুভব করিতেছিল, তাহার হৃদয়াসন শূন্য নহে, সেস্থানে কে যেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় পূজার জন্য অপেক্ষা করিয়া অচল অটল অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। সুধার প্রাণ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি, কেন আমার বুকের ওপর এসে দাঁড়ালে। আমি বলহীনা অবলা, আমার প্রতি এ নিষ্ঠুর আচরণ কর্ত্তে তোমার লজ্জা হয় না! পরের ঘরে জোর করে আস্‌তে তোমার কি পাপের ভয়ও হয় না! যাও যাও, তুমি আর এমন ভাবে বসে থেক না। তোমরা পুরুষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম মান না, কিন্তু আমি রমণী, আমার ঐ এক সম্বল, আমাকে ও হতে বঞ্চিত কল্লে আমি যে আর বাচ্‌ব না।"

ধীরে ধীরে বিভূতির হাসি মুখ সুধার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিভূতি যেন আব্দার করিয়া বলিল—"আমায় ত তুমি তাড়াতে পার না সুধা, আমি ত তোমার নূতন নৈ, চির-কালের, নূতন বলে কেন ভয় পাচ্ছ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ছেড়ে দাও, যা সত্য, তাকে জোর করে জড়িয়ে ধর, মিথ্যা দিয়ে আর তাকে ঢেকে রাখ্‌তে যেও না ?"

সুধা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিল। কাণের গোড়ায় যেন পুনর্ব্বারও বিষাণরবে ধ্বনিত হইতেছিল—"কেন ভুল বুঝ্‌ঝ, এ আমার পরের ঘর নয়, এ যে আমার আজন্মের আপনার, সুখে দুঃখে শান্তিতে অশান্তিতে এ ঘর ছেড়ে ত আমি কখনও এক পা বাড়াইনি। নিজের ঘরে আস্‌তে কারুর লজ্জাও হয় না, ভয়ও করে না। চুরিডাকাতি ত আমি কচ্ছি না সুধা, বরং দুদিনের জন্যে পরের ঘরে জোর করে সিধ দিয়ে চোর আমায় তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তা পারেনি, নিজের কাজের ফলে তাকেই অনধিকারপ্রবেশের জ্বালায় জল্‌তে হচ্ছে ?"

সুধা যেন আর শুনিতে পারিল না, দুই কাণ চাপিয়া ধরিয়া সে পাষাণমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

কিভাবে দিন রাত্রি কাটিয়া গেল, সুধা তাহা জানিতেও পারিল না। সহসা প্রভাতপাখীর মিলিত কলরবে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। প্রথমেই দরজা জানালা খোলা গৃহখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতে সে ভীতা হইয়া উঠিল! একা নিরালম্ব অবস্থায় কোন্ সাহসে সে এ ঘরে পড়িয়াছিল। সুধা পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল, আর বিগত ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িতেছিল। তারাসুন্দরী ও বিভূতি তাহাকে চির দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ঘরসংসার তাহার অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। হায়! কাল ঠাকুরঘরে প্রদীপ পড়ে নাই, শালগ্রামশীলার অর্চ্চনা হয় নাই, কেহ নিত্য ভোগ রাঁধিয়া দেয় নাই! ভোরের বেলায় তারাসুন্দরী চলিয়া গেলেন, পরে কি হইল, না হইল, সুধা ত একবার তাহার খোজও করিতে পারে নাই। তবে ত স্বামীও কাল অভুক্ত রহিয়াছেন। সুধা চোখ বুজিল। গৃহদেবতা উপবাসী, স্বামী অনাহারে রহিয়াছেন, উঠানে ঝাট পড়ে নাই, গৃহে সান্ধ্য দীপ দেওয়া হয় নাই, ঘাটের বাসন ঘাটে রহিয়াছে, গোশালায় গরু বাঁধা পড়িয়া আছে।

সুধার প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠিল। এতবড় দিন রাত্রিটা এমন ভাবে কাটিয়া গেল, স্বামীও ত তাহাকে একবার ডাকিলেন না, তাহার একটা খোজ করিলেন না। কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর আহারনিদ্রার কথা বিস্মৃত হইয়া অন্য চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, সে স্ত্রীকে স্বামী একদিন কেন যুগযুগান্তর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলেও কি তাহার দোষ হইতে পারে। সুধা মনে মনে বলিল—"না এর জন্যে তাঁকে আমি মোটে দোষ দি না।"

কিন্তু সে যে একা, নিতান্তই একা! এ চিন্তাটাই আজ তাহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে কি দেখিবে, কাহার মুখ চাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে। কেহ ত আজ আর স্নেহপূর্ণ সম্বোধন লইয়া তাহার নিরাশ-শুষ্ক হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে আসিবে না। বসিয়া থাকাও চলে না। সুধা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীখানার দিকে চাহিতে একটা মহাশূন্য যেন তাহার বুকে চাপিয়া বসিল। কোথাও জনপ্রাণী নাই, পশুপক্ষীর শব্দ পর্য্যন্ত শ্রবণ স্পর্শ করে না, যেন সকল স্তব্ধ, নীরব। স্বামীর গৃহে উঁকি দিয়া সুধা দেখিল, সে গৃহও শূন্য, নূতন ভয় তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল, কি জানি এ অভাগিনীকে একা রাখিয়া স্বামীও গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পরক্ষণেই গৃহমধ্যস্থ পরিচ্ছদ ও

পায়ের জুতা ধীরেশের অবস্থিতি ঘোষণা করিল। সুধা গৃহকার্য্যে গমন করিল।

ঘর ঝাট দিয়া বাসন মাজিয়া স্নান করিতে সুধা যেন অনেকটা হাল্কা হইল। তাড়াতাড়ি ঠাকুরপূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। অভুক্ত স্বামীর আহারের জন্য তাহার যেন ত্বরার অন্ত ছিল না। বুকের কালী ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে গিয়া সে পুনঃ পুনঃই বলিতেছিল— "আমি একা কেন হতে যাব, যে থাক্‌লে স্ত্রীলোকের সব বজায় থাকে, আমার ত সেই রয়েছে, শত সহস্র তারার অভাবেও সে পূর্ণ চন্দ্র যে অন্ধকার কাটিয়ে আমায় আলোকিত করে রাখ্‌বে। আমার কিসের অভাব? ধর্ম্মে বল, কর্ম্মে বল, ইহকালে বল, পরকালে বল, যে আমার, আমি যার, সে আমায় ফেলে যেতে পারেনি, পার্ব্বেও না। আমি পাপিনী, তার আহারনিদ্রার জন্যে ভাবিনি, আহা একটা দিনরাত্তির উপোষ করে থেকে, তাঁর কতই না কষ্ট হয়েছে।"

বেলা বাড়িয়া যাইতেছে, সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুধার হাত পা অতি দ্রুত চলিতেছিল। তথাপি পাক শেষ হইল না। চাউল যেন আর ফুটিতে চাহে না, তরকারি সিদ্ধ হইতে যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতেছে। সুধা বড়ই ভাবনায় পড়িল। ধীরেশ স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে

গিয়াছে, পূজা সারিয়া এখনি হয় ত ভাত চাহিবে! কিন্তু পাকের জন্য যদি বিলম্ব হইয়া যায়। তরকারি উননে রাখিয়াই সুধা জায়গা করিতে লাগিল! পুনঃ পুনঃ ধুইয়া গ্লাসটিতে জল পূরিয়াও আজ যেন তাহার মনঃপূত হইতেছে না। জলগুলি কেমন ঘোলা ঠেকিতেছিল, সুধা সে জল ফেলিয়া আবার জল ভরিল। পিড়িখানা বার বার কাপড়ের আচলে মুছিয়া জায়গা করিয়া রাখিয়া আবার গিয়া উননের নিকট দাঁড়াইতেই ধীরেশের স্বর কাণে আসিল। সুধা কাঁপিয়া উঠিল। কাল চুলের উপর কাপড় টানিয়া দিতে ধীরেশ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"রান্না হলে তুমি খেও।"

সুধার মন যুগপৎ হর্ষে ও বিষাদে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তুমি খেও, কত স্নেহ, তাহারই প্রেরণায় এ আদেশ। কিন্তু ইহার মধ্যে যে খট্‌কাটা ছিল, তাহাই তাহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল! ধীরেশ তাহাকে খাইতে বলিতেছে, তবে কি সে নিজে খাইবে না। সুধা স্তম্ভিতার মত চাহিয়া দেখিল, ধীরেশ চলিয়া যাইতেছে। সে এবার অতি সাহসে গলা খুলিয়া বলিল—"তুমি খাবে এস?"

ধীরেশ গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর করিল—"আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত আমি আম্নাদির বাড়ীতে করে নিয়েছি?"

সুধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার এত

আগ্রহ বিফল করিয়া দিয়া পণ্ড শ্রম যেন অট্টহাস্য করিতে লাগিল। মুখে কথা সরিল না, শত চেষ্টায়ও সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, বাড়ীঘর থাকিতে এ ব্যবস্থা কেন।

ধীরেশ চলিতে চলিতে বলিল—"তোমার হাতে খেতে আমার আর প্রবৃত্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই, তাতে তুমিও অসুখী হবে না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুধার আর প্রশ্ন করিবার আবশ্যকতা রহিল না, এ ইঙ্গিত তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিল। সে অসংযত হস্তে ব্যঞ্জনের কড়াটা তুম করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উননের মধ্যে এক কলসী জল ঢালিয়া দিল। নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি শোঁ শোঁ করিতেছিল। বাহিরের বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া ভস্মাবশেষ সুধার মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল, সুধা মাটির উপর উপুর হইয়া পড়িয়া গেল।

(২৯)

ধীরেশ সেই যে বাহির হইয়াছিল, রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরিল। শূন্য বাড়ীখানা যেন শ্মশানের ন্যায় ভীতিপ্রদ হইয়া হাসিতেছিল। চতুর্দ্দিক্ স্তব্ধ, সূচীপাত শব্দও ছিল না। বাড়ীর উপর দিয়া যেন একটা শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ধীরেশ কম্পিতপদে স্পন্দিতবক্ষে গৃহে প্রবেশ করিল। সাদা ধব্‌ধবে শয্যার উপর সুধা যেন নখরচ্ছিন্ন পুষ্পটির মত পড়িয়াছিল। তাহার মুখ বালিশের অন্তরালে ঢাকা রহিয়াছে। বুকের উপর দুষ্ট ভ্রমরের ন্যায় কাল চুলের রাশি গড়াগড়ি করিতেছিল। ধীরেশ বিকৃতমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

সুধা পাশ ফিরিয়া শুইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। ধীরেশ আবার বলিল—"না খেয়ে ত চিরকাল থাকৃতে পার্ব্বে না। তা ছাড়া না খেয়ে এম্‌নি পড়ে থাকৃলে আর কারুর যে বাড়ী থাকাও দায় হয়ে উঠ্‌বে।"

সুধার বৃত্তিগুলি এক একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, তাহার জন্য এ অকারণ

কারুণ্য সুধার শরীরে প্রহারের দাগ বসাইতেছিল। সে এ দয়াও চাহে না ; সহানুভূতিও প্রার্থনা করে না। ধীরেশ কোন উত্তর না পাইয়া আঘাতের উপর আঘাত করিয়া আবারও বলিল—"নয় ত তাদের সঙ্গেই বেড়িয়ে পড়্‌তে, যার জন্যে তোমার প্রাণ আন্‌ছান্‌ কচ্ছে, তাকে ফেলে এখানে পড়ে থাক্‌বারই বা কি প্রয়োজন ছিল।"

সুধা ছিট্‌কাইয়া উঠিল, কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লজ্জায় ঘৃণায় তাহার গলা আট্‌কিয়া গেল। মন যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—"যাবার উপায় থাক্‌লে, আমিও এ সুখভোগের জন্যে পড়ে থাক্‌তাম না। আমায় যে বেড়ী দিয়ে আট্‌কিয়ে রাখা হয়েছে।"

আজ সত্য সত্যই সুধা ভাবিতেছিল, যাহার জন্য সুখশান্তির চিন্তামাত্র না করিয়া সে এতবড় দুঃখের পসারা মস্তকে করিয়া দিনের পর দিন কাটাইতেছে, সে যদি একবার ফিরিয়াও না চাহিল, বিপরীত ভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়া পুনঃ পুনঃ বেদনা-বিদ্ধ করিল, তবে সেই বা কেন কলঙ্কের দাগ বহিয়া তাহার অমৃতময় স্বাদ হইতে বঞ্চিতা থাকিবে। যাহার জন্য বৃথা আঘাত, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুধার লাভ কি ? কোন্‌ আশায় কি প্রবোধে সে অমৃত বলিয়া বিষ পান করিবে! ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম যদি তাহাকে এত কঠোরতায়ও রক্ষা করিতে

না পারিল, তবে সে ধর্ম্মই বা তাহার কোন্ উপকারে আসিবে ? কেন সে তার মুখ চাহিয়া জীবন যৌবন বিফল করিবে। যে তাহার নিতান্তই আপনার, বিপদে সম্পদে আবাল্য যাহাকে ভিন্ন সে জানিত না, একদিনের কয়টা মন্ত্রপাঠে তাহাকে ভুলিয়া এত শাস্তি মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত বা অনুচিত সে বিবেচনাও সে আর করিতে পারিতেছিল না। অকারণে এ জীবনব্যাপী দুঃখ বরণ করিয়া লইবে, এত শক্তি বা সাহস আজ আর তাহার নাই। সুধার মনে কালীতারার কথাগুলি জাগিয়া উঠিল, তিনি বারবার বলিয়াছেন, মনের মিলনেই বিবাহ, কিন্তু কৈ এক দিনের জন্যও ত ইহাদের মানসিক সম্প্রীতি ঘটে নাই। যদিও সুধা নিজে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া ধীরেশের দিকে হৃদয়কে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তথাপি ত একদিনের জন্যও সে ঠিক স্থানটি অধিকার করিয়া বসিতে পারে নাই। ধীরেশ যে তাহাকে অশুচি বাসি হাড়ীর মত ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সে এক পা অগ্রসর হইলে ধীরেশ তাহাকে ধাক্কা মারিয়া দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। কেন কিসের জন্য তবে সে মান অপমান সুখ-শোয়াস্তির কথা বিস্মৃত হইয়া স্বামীর অনুসরণ করিবে। কিন্তু তাহার আশ্রয়ই বা কোথায়, বাল্যসহচর বিভূতিও ত একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, সেও ত নিষ্ঠুরতার চরমতা দেখাইয়া মাতৃ-অঞ্চল ধারণ করিয়া আত্মসুখের অন্বেষণে

চলিয়া গেল। সুধা কোন দিকেই কোথ পথ দেখিতে পাইল না, বরং মুহূর্ত্তের এ পাপ চিন্তার নিমিত্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

রাত্রির গভীর স্তব্ধতাকে আলোড়িত করিয়া শীতল বাতাস ঘরে ঢুকিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। ধীরেশের শীত করিতে লাগিল, অথচ এতগুলি কথার একটাও উত্তর না পাইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিল—"যাও, খাও গিয়ে, না খেয়ে থাক্‌লেও ত আজ আর তাকে পাচ্ছ না। বৃথা কেন প্রাণটা নষ্ট কর্ব্বে। বেচে থাক্‌লে বরং—?"

বাণবিদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সুধা হিংস্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি করিল। ভীষণ স্বরে বলিল—"বেঁচে থাক্‌লে হয় ত একদিন তাকে পেতেও পারি, এই না। হা আমিও সে আশাতেই বেঁচে থাক্‌তে চেষ্টা কর্ব্ব। যদিও ভেবেছিলাম, মরেও জ্বালা জুড়াব, ধর্ম্মরক্ষা কর্ব্ব, না আর না, কেন কিসের জন্যে, এত বড় প্রলোভনটা ত্যাগ কর্ত্তে যাব। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞেস্ কর্চ্ছি, তুমি এ ভ্রষ্টার জন্যে এত বড় অনুকম্পাটা কর্ত্তে এসেছ কেন?"

ধীরেশ যেন শাপ দেখিয়া তুই হাত পিছাইয়া গেল। পরিণীতা পত্নী সুধা যে তাহার মুখের উপর এ কথাটা বলিতে পারিবে, এমন আশঙ্কাও ত সে একদিনের জন্য করিতে পারে নাই। সুধা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া কঠিন কণ্ঠেই বলিয়া

উঠিল—"কি ভাব্‌ছ, ভাব্‌ছ, আমি এমন হলেম কি করে। ভাব্‌বার কথা বটে, কেন না কথাটা আমার মনে পড়্‌বার সম্ভাবনাও ছিল না। তোমার মত স্বামীর হাতে পড়েই আমাকে আজ এ পথে পা দিতে হয়েছে, স্ত্রীর গতি পতির মুখের ও'পরও এমন কথা বল্‌তে হচ্ছে। আমি সুধু ভাব্‌ছি যে, দুরদৃষ্ট আমায়, কোন্ পাপে তোমার মত লোকের হাতে সপে দিয়েছিল।"

(৩০)

প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরেশ দেখিল, সুধা পায়ের নীচে মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। কুন্দকুসুমটি যেন বিধাতার নির্দ্দয়তার ঝঞ্ঝাবিমর্দ্দিত হইয়া ভূমিতে লোটাইতেছে। সুধার কষিত কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ ফেকাসে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে চোখে আভাহীনতা, যেন শবদেহ। ধীরেশ আজ ক্ষুন্ন না হইয়া পারিল না, দীর্ঘ কাল যাহাকে অত্যাচারে অবিচারে দলিত বিমর্দ্দিত করিয়া আসিয়াছে, তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ধীরেশের প্রাণে আজ যেন একটা সত্যকার করুণা জাগিয়া উঠিল। সে কোন কথা না ভাবিয়া সহসা সুধার ললাটে হাত দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

সুধার শরীর অনাহারে অনিদ্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুর্ব্বল দেহ রাত্রির শীতলতা ভোগ করিয়া, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। জ্বরের প্রকাণ্ড প্রকোপ, সুধার সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতেছিল। ধীরেশ ক্ষণেকের জন্য অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। একমাত্র কঠোরতার আশ্রয়ে সুধাকে আয়ত্ত করিতে

গিয়া যে নিতান্ত ভুল হইয়াছে, এ ধারণাটা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। সুধার অনিষ্টাশঙ্কা ধীরেশকে ভীত বেদনাতুর করিয়া তুলিল। সে দুই বাহুতে পত্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিতে যাইতে, সুধা চোখ মেলিয়া চাহিল। শক্ত কাঠের মত পড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি বেশ আছি, তুমি আমায় স্পর্শ ক'র না, ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্পর্শে যে আয়ুঃক্ষয় হয়।" বলিতে বলিতে সুধার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আকুল আশঙ্কা তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল।

ধীরেশের হৃদয় টলিল, তথাপি যেন কিসের মোহে আজ সে আপন কর্ত্তব্য ভুলিল না! পুনর্ব্বারও ধরিতে উদ্যত হইতে ত্রস্ত স্বরে সুধা বলিল—"না না, তুমি আমায় ছুয়ো না। মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি পরপুরুষের কথা মনে করেছি। আমার নারী-দেহের পতন হয়েছে। এতদিনের কঠোরতায় তুমি যা কর্ত্তে পারনি, কাল একদিনেই তা করে ফেলেছ—"

ধীরেশ স্বর পরিবর্ত্তন করিল, বাধা দিয়া বলিল—"সুধু মনে করায় কি যায় আসে সুধা।"

সুধা ক্ষীণ স্বরে বলিল—"কিছুই যায় আসে না কি ?"

"না ?"

"মা যে বল্‌তেন, আর কারুর কথা ভাব্‌লেও সতীর সতীত্ব থাকে না ?"

ধীরেশ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। সুধা উত্তেজিতা হইয়া বলিল—"আমার মার কথা ত মিথ্যে হতে পারে না। সত্যি সত্যিই অন্য কারুর কথা ভাব্‌লে নারীর অধোগতি হয়। তুমি আমায় ছুঁয়ো না, যাও যাও, দূরে সরে যাও?" বলিতে বলিতে সে চেতনা হারাইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে অভয়া আসিয়া ডাকিলেন—"সুধা, মা?"

চকিতা হরিণীর মত সুধা মাতার স্বর শুনিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। অভয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"হারে মায়ের ভুলটার কি এমন ক'রে প্রতিশোধ নিবি?"

সুধার মাথা ঘুরিতেছিল, শরীর কেমন ভার। কোন কথাই যেন ভাল বুঝিতে পারে না। সে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া পড়িয়া সকল কথা মনে করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অভয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—"কত বড় ভুল যে আমি করেছি, সে ত দুদিন যেতে না যেতেই টের পেয়েছিলাম, তবু আশা ছিল, মার ভুল তোর মত মেয়ে সেরে নিতে পার্ব্বে।"

সুধা দুর্ব্বল ডান হাতখানা মাতার শরীরে রাখিয়া অবসন্ন স্বরে বলিল—"আমি তোমার পাসিয়সী মেয়ে মা, পাপেই আমার শেষ হবে। আমি ত তোমার মেয়ের উপযুক্ত কাজ কর্ত্তে পারলাম না।"

(৩১)

শান্তিতে থাকা তারাসুন্দরীর অদৃষ্টে ছিল না। অভয়ার প্রেরিত সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরিতে হইল। সুধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শরীর ও মন শিথিল হইয়া গেল। তিনি অনেক দিন পরে ইচ্ছামত কাঁদিয়া বুকের ভার হাল্কা করিতেছিলেন। ধীরেশ আসিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"আমার পাপেই এতখানি হয়েছে মা, এখনও তুমি আমায় ক্ষমা কর। মর্‌বার কালেও ওকে আশীর্ব্বাদ করে আশ্বাস দাও, পরলোকে যেন সুখী হয়।"

তারাসুন্দরী দিগ্‌ভ্রান্তার মত নীরবে রহিলেন। এক দিনের ভ্রম যে এতবড় অনিষ্টপাতের সূচনা করিবে, পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বাড়ী ত্যাগ করিতেন না। ধীরেশকে সান্ত্বনা করিয়া সংযতস্বরে বলিলেন—"ভয় কি বাবা, মা আমার সেরে উঠবে, আমি ত জ্ঞানে অজ্ঞানে এমন কোন পাপ করিনি, যারি জন্যে ভগবান্ আমায় এতবড় শাস্তি দেবেন।"

ধীরেশের হৃদয়ের কোণে বিন্দুমাত্র আশা বা ভরসার

বিকাশ হইল না, সে অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"আমি যা পাপ করেছি, প্রকা ওর মৃত্যুতে তারি প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না, আবার তুমি কেন? না মা, অত আশা আমি করি না।"

তারাসুন্দরী বুদ্ধিভ্রষ্টার মত ধীরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাহার এত পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইল? দশদিন পূর্ব্বে যে ধীরেশ বিদেশবাসোন্মুখতা তারাসুন্দরীকে একটা মুখের কথা বলিতেও কৃপণতা করিয়াছে, আজ কোন্ শক্তি তাহাকে তারাসুন্দরীর পদতলে আনিয়া উপস্থিত করিল। ধীরেশ অবস্থাটা আংশিক উপলব্ধি করিয়া বলিল—"কি ভাব্‌ছ মা, আমার এত পরিবর্ত্তন কি করে হল, এই না, ভাব্‌বার কথাও বটে, অমার মত পাষণ্ডের—"

তারাসুন্দরী বাধা দিলেন—"থাম বাবা?" বলিয়া ধীরেশের হাত ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া বলিলেন—"তুমি যা করেছ, ওতে মানুষ পাপীও হয় না, পাষণ্ডও হতে পারে না। এ পাপে মার আমার কোন অনিষ্ট ঘট্‌বে, এমন আশঙ্কাও আমি করি না।"

ধীরেশের মুখের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা উঁকি দিয়া মেঘের কোলে বিদ্যুতের ন্যায় লুকাইয়া গেল। সে ক্লিষ্ট স্বরে বলিল—"তোমার সাদা মনে ধূল কাদার লেশ নেই মা, তাতেই

আমাকে তুমি এত সোজা ভেবেছ, কিন্তু আমার কাজ ত আমি না জানি তা নয়, আমি যে হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও নৃশংস ছিলাম, তোমার ওপর না করেছি, এমন অত্যাচার নেই। যদিও জানি, তুমি কোন কালে তার জন্যে অভিশাপ দেওনি, বরং ভগবান্‌কে ডেকে আমায় ক্ষমা কর্ব্বার জন্যেই অনুরোধ করেছ, কিন্তু তিনি যে ন্যায্য বিচারকর্ত্তা, তাঁর কাছে ত আমার পাপের ক্ষমা নেই ?" বলিয়া ধীরেশ জোরে জোরে গোটা দুই শ্বাস টানিয়া উঠিয়া গেল।

হায় মানুষের মন, কখন যে তাহার কোন বৃত্তি কোন্ পথ ধরিবে, তাহার স্থিরতা নাই, আজ যে ঘটনার জন্য তুমি একজনের মুখ দেখিতে পার না, ঠিক সেই ঘটনাই কারণান্তরে তোমাকে বিপরীত পথে টানিয়া লইয়া চলিবে, যাহার মুখ দেখিলে ঘৃণা হইত, তাহার পদসেবা করিতেও তুমি পশ্চাৎপদ হইবে না, বরং তখনকার মত তোমার তাহাই ইষ্ট চিরপ্রার্থনীয় মনে হইবে।

হায় ভালবাসা! তোমাকে ত মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, তোমার কুহক কোন্ অবস্থায় কাহাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে, কে বলিতে পারে। তুমি কখনও নিরাকার পরব্রহ্মের মত অজ্ঞেয়, কখনও বা কণ্ঠস্থিত রত্নহারের মত প্রত্যক্ষগম্য, কখনও অমৃতের মত মধুর, কখনও

হলাহলের ন্যায় জীবনসংহারক, কখনও নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত নির্ম্মল, কখনও অসতী কুলরমণীর মত অপবিত্র। তোমার মোহে মানুষ অনায়াসে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয়, আবার অমানুষ দেবত্ব লাভ করে। তুমি মানুষের মনে ঘৃণা ঈর্ষা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির দুষ্ট বীজ রোপিত কর, কখনও বা তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া অবিনশ্বর জগতে অমর-বাঞ্ছিত অমিয়ধারা ঢালিয়া দেও। আজ তোমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া যে মানুষ নিজ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিয়া ভ্রাতাকে অপমানিত করে, পিতাকে তাড়াইয়া দেয়, মাতার মলিন মুখের অপরিসীম যাতনা অনায়াসে অবহেলা করে, দুইদিন পরে তোমারই মায়ামন্ত্র তাহাকে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত করাইয়া প্রাণের বীণার তারে বিপরীত আঘাত করে। তোমার অপার মহিমা অনন্ত মূর্ত্তি ধীরেশকে যে পথে চালিত করিয়াছিল, সুধার মৃত্যুসূচনা তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। যে মুহূর্ত্তে সে স্থির করিয়া লইল, তাহার ইচ্ছাকৃত অত্যাচার সুধাকে মৃত্যুপথের যাত্রী করিয়া লইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভালবাসার ব্যগ্রতা সুধার প্রাণরক্ষার জন্য অপরিসীম ব্যাকুলতা আনিয়া দিল, একমাত্র তোমারই প্রেরণায় ধীরেশ নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া সুধার জীবনের বিনিময়ে আজ যেন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও স্বকৃত পাপক্ষালনের জন্য জাগিয়া উঠিল। এত

কাল যাহাকে তুমি ভূত করিয়া রাখিয়াছিলে, আজ তাহার হৃদয়ে দেবত্বের সাড়া আনিয়া দিলে। ধীরেশ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কালীতারা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম কি নেই তারা, দেখ হাতে হাতে ফল ফল্‌ল ?"

তারাসুন্দরীর বুকটা চিড়িয়া যাইতেছিল। তীব্র বিস্ফোটকের মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়া কালীতারা তাহার ভিতর নুন ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"এত দেমাক, এত অহঙ্কার কদিন টিক্‌বে। পাপের শাস্তি একদিন সবাইকে ভোগ কর্ত্তে হয়।"

তারাসুন্দরীর মুখে কথা ছিল না, বুকের বেদনাটা সম্পূর্ণ গোপন করিয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন—"মা ?"

(৩২)

গভীর রাত্রি ঘোর ঝঞ্ঝায় ভীষণ হইয়া ভীতি প্রদান করিতে-ছিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার অট্টহাস্যে দিগ্ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। রোগশয্যায় হতচেতনা সুধা এপাশ ওপাশ করিতেছে। বিভূতি নির্নিমেষ-নয়নে রোগপাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়া যেন সুধার শ্বাস গণিতেছিল। আজ আর সে আত্মস্থির করিতে পারে না। এত কালের এত ঘটনার মধ্যে যাহা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহার চিত্ত চীৎকার করিয়া সে কথাটাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে। অবাধ্য মন সুধার অন্তিম সময় উপস্থিত মনে করিয়া মিথ্যা দ্বারা আবৃত সত্যটাকে মুহূর্ত্তের জন্যও লোকচক্ষুর প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হুড়াহুড়ি জুড়িয়া দিয়াছে। সে যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—"সুধা তুমি আমায় ছেড়ে যেও না, তোমায় ত্যাগ করে ত আমার পৃথিবীতে বশবাস ঘট্‌বে না। আমি যে তোমারি, এত দিন যা গোপন ছিল, আজ আমি কারু ভয়ে বা মুখ চেয়ে তাকে আর গোপন রাখ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি মরে আমায় কেন মারবে, বরং বেচে থেকে এস

যেখানে মানুষ নেই, নিন্দা নেই, ভয় নেই, আমরা সেখানে চলে যাই, তুমি আমার, আমি তোমার, এ চির সত্য কেন ঢাকা থাকবে।"

কিন্তু সুধা মুখ ফিরাইয়াও চাহিল না। বিভূতি দীর্ঘ শ্বাস টানিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। বাহিরে ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঝাপ্টা বাতাস দরদোর লইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। অভয়া ও তারাসুন্দরী চোখ বুজিয়া মাটিতে পড়িয়াছিলেন। ধীরেশ একটা মোটা কম্বল গায়ে কদিন পরে যেন একটু ঘুমাইতেছিল। সহসা সুধার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। বিভূতি ঝিনুকে করিয়া মুখে জল দিল, সুধা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। বিভূতির বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হায়! তাহার আশা কি পূর্ণ হইবে, ভগবান্ কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। নির্ব্বোধ বুঝিতে পারিল না, সুধার মরাবাচায় তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সুধা কথা বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, বিভূতিরও ঠিক সেই অবস্থা, অনেক চেষ্টাতেও তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শরীর পুনঃ পুনঃ কাপিতে লাগিল, মুখ যেন সুধার বুকে আত্ম গোপন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃই সেদিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ভীতিবিহ্বল বিভূতি নড়িতেও পারিল না। সে একবারমাত্র সুধার

চোখে চোখ মিলাইতে সুধা চীৎকার করিয়া জ্ঞান হারাইল।

বিভূতি আত্মসম্বরণ করিয়া, গ্লাশে ঔষধ ঢালিয়া সুধার মুখে ঢালিয়া দিয়া চেতনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, ঝড়ের বেগও কমিয়া গেল। টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির ফোটা পড়িতেছিল। সুধা আবার চোখ মেলিয়া চাহিল। বিভূতি ধরা গলায় ডাকিয়া উঠিল—"সুধা?"

সুধার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে বিভূতির সম্বোধন অগ্নির ক্রিয়া করিল, বুকটা দুলিতে লাগিল। বিভূতি সুধার সাদা হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমায় ছেড়ে যেও না সুধা, তোমায় বিদেয় দিয়ে যে প্রাণ বাচ্‌বে না।"

রোগশঙ্কটের উপর সুধার এ আরেক বিষম শঙ্কট, সে ধীরে ধীরে হাত টানিয়া লইল, অস্ফুট কণ্ঠে অনেক দিন পরে ডাকিল—"ভূতিদা?"

বিভূতির চিত্তবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিল, বাল্যের শতস্মৃতি সহস্র মুখ লইয়া তাহাকে যেন কামড়াইয়া মারিতে উদ্যত হইল। কোন উত্তর করিতে না পারিয়া সে নিশ্চেষ্টের মত বসিয়া রহিল।

সুধা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—"বেচে

থাকা অপেক্ষা আমার মরাই ভাল ভূতিদা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, মরে যেন আমি শান্তি লাভ কর্ত্তে পারি ?"

বিভূতির মনের গতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সে স্পন্দিত বুক চাপিয়া ধরিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিল,—"না না, অমন কথা মুখেও এন না, সুধা তুমি আমার"—

সুধা অবশশিথিল শরীরে উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। অস্ফুট কণ্ঠে স্বর উচ্চ করিয়া বলিল—"ভূতিদা, মর্ব্বার কালে তুমি আর আমায় পাপে ডুবিও না. আমি তোমার ছোট বোন্ ?"

তথাপি বিভূতির মন আজ আর প্রবোধ মানিল না, সে যেন হারাইবার ভয়ে সুধাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে। আবারও সে সুধার হাত ধরিল, জোর করিয়া বলিল—"ছেলে-বেলার কথা ভুলে গিয়ে তুমি সেরে ওঠ, তোমায় ত্যাগ কর্ত্তে পারি, এত সাহস বা শক্তি ত আমার নেই।"

সুধা মনকে বোঝাইল, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া লইয়া বলিল—"এ তোমার কি ভ্রান্তি ভূতিদা, না না, এ সময়ে অমন কথাগুলি বলে আমায় আর তুমি বেদনা দিও না। তুমি দেবতা, চির পবিত্র, আমি যেন আমার ভ্রাতার পবিত্রতায় পুণ্যে নিজের পাপ তাপ ধুয়ে ফেলে পরলোকে শান্তি লাভ কর্ত্তে পারি ?"

বিভূতির মুখে আর উত্তর যোগাইল না, আত্মমানস বিকৃতির জন্যে সে যেন কথঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইল। সুধা আবার বলিল—"এসব কথা ভুলে যাও ভূতিদা, তুমি ভাই, আমি বোন, বরং আশীর্ব্বাদ কর, মুহূর্ত্তের জন্যে আমার যে চিত্ত বিকৃতি ঘটেছিল, সে পাপ থেকে যেন আমি মুক্তি পাই।" বলিতে বলিতে সুধা বুকের কোণে বেদনা অনুভব করিয়া অসার হইয়া পড়িল। স্বর শুনিয়া উৎফুল্লা হরিণীর মত অভয়া উঠিয়া উচ্চ কণ্ঠে তারাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দিদি, দিদি, উঠে দেখ, তোমার সুধার জ্ঞান হয়েছে।"

(৩৩)

এ বাড়ীতে আসিয়া কালীতারা যেন কোন প্রকারেই মনের খেদ মিটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। শত চেষ্টাতেও কোন দিকেই কোন সুরাহা হইল না। তারাসুন্দরী বা বিভূতি তাঁহার একটা কথাও শুনিল না। যত মন্ত্রণা জলের রেখার ন্যায় জলেই মিলাইয়া গেল। অধিকন্তু এবার বাড়ী ফিরিতে ধীরেশও তারাসুন্দরীর আচলধরা হইয়া পড়িল। নিষ্ফল ক্রোধ কালীতারাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তিনি ত এত বড় বিফলতা আর কোথাও লাভ করেন নাই। যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, সে গৃহকেই ছাড়েখাড়ে দিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছেন। কালী-তারা জটিল সমস্যার দ্বারে দাঁড়াইয়া সেদিন সকাল হইতেই ধীরেশের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমর্শ মুখে যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"বাড়ীর গিন্নী যদি খাঁটি না হয়, তবে তার ফল এভাবেই ফলে ধীরু? তারার কি কম পাপ যে, তার হাত থেকে তোমরা রেহান পাবে। এ বাড়ীতে ঢুকেই সোয়ামি খেয়েছে, ওর জ্বালায় যে

তোমরা দুটি প্রাণীও বেচে থাক্‌বে, না দাদা তেমন আশাও আমি করি না।"

কথাগুলি ধীরেশের কাণে প্রবেশ করিল কি না, তাহাও বোঝা গেল না, সে তখন অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। সুধা ত মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে হারাইবার যে দুঃখ, তাহা সে যেমন করিয়া হউক সহ্য করিলেও তাহার পাপের কি ইহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে,—যে ছায়াশীতল বৃক্ষের নীচে মাথা রাখিয়া সে বর্দ্ধিত পুষ্ট হইয়াছে, তাহারই মুলোচ্ছেদ করিতে গিয়া সে যে কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছে, তাহা নহে, উহাতে যে তাহার বিষম পাপও হইয়াছে। পাপের ফলে চিরপ্রার্থিতা পত্নী ছাড়িয়া চলিয়াছে। হায় তাহার গতি কি হইবে? সর্ব্বাপেক্ষা তাহার চিন্তা হইতেছিল, ইহার পরে তারাসুন্দরী যদি তাহার মুখদর্শন না করেন ত সে একাটি বাচিবে কি করিয়া। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন যেন কেবলই বলিতেছিল, সুধার একটা কিছু হইলে তাহারা এক কথায় যেমন চলিয়া গিয়াছিলেন, আবারও তেমনই যাইবেন। তবে ধীরেশ নিঃসঙ্গ প্রাণে এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করিবে কি করিয়া? দীর্ঘ জীবনকাল কাহার আশ্রয়ে কোন্ আশায় সে সংসারে থাকিবে! ধীরেশ মনে মনে বলিয়া উঠিল—"নয় ত আমিও সংসার থেকে চলে যাব, একা সন্ন্যাসী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব।"

কিন্তু কথাটা তাহার ভাল মনে হইল না, সে চির-সুখী। তারাসুন্দরীর আদরে পুষ্ট এ দেহ ত সন্ন্যাস বা সংযম গ্রহণে সমর্থ হইবে না। অনাহার, অনিদ্রা, ক্লেশ প্রভৃতি ত কখনও সে সহ্য করিতে পারে না। তবে তাহার কি গতি হইবে।

কালীতারা ধীরেশের উত্তরের জন্য হা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। উত্তর না পাইয়া বলিলেন—"না ধীরু, ও অলক্ষীকে তুমি বাড়ীতে স্থান দিও না। ওর হাওয়া যে বাড়ী শুদ্ধ দগ্ধে মার্ব্বে, তুমি দাদা ওকে দূর করে দাও।"

ধীরেশ চমকিয়া উঠিল,—"কার কথা বল্‌ছেন।" বলিয়া বৃদ্ধার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কালীতারা কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন—"তুমি ত জান না, ওর মনে কতখানি বিষ। সুধাকে ত ওই বিগ্‌ড়ে দিয়েছে। কুলবধূর যা কর্ত্তে নেই, ওযে তাকে সে পরামর্শ দিয়ে নষ্ট করেছে। সুধা ওর পরামর্শেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছে।"

ধীরেশ কাঁদিয়া উঠিল। গৃহমধ্যে রোগশীর্ণা সুধা রোমাঞ্চিতা হইয়া সভয়ে ডাকিল—"মা?"

তারাসুন্দরীও পিসীর সমস্ত কথাই শুনিতেছিলেন। সুধার মাতৃসম্বোধন তাঁহার চৈতন্য আনিয়া দিল। তিনি কি মনে করিয়া ত্বরিত গতিতে উঠিয়া চলিলেন। বাহিরে কালীতারা

আবার বলিলেন—"তোমরা ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ধীরু, তাতেই বলতে হচ্ছে, ভ্রষ্টাটা মন্ত্রে তোমার পাপ বিদেয় হল, ওকেও তুমি এর পরেই বিদেয় করে দেবে। আমি ত রয়েছি, ভয় কি, আবার তোমায় টুকটুকে বৌ এনে দেব।"

ধীরেশ কাঁদিয়া উঠিল। সুধা ভ্রষ্টা একথা তাহার মন কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না, প্রতিবাদ করিতে গিয়া কি বলিতে উদ্যত হইতেই তারাসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"না না, আর কথা বাড়িও না ধীরু।" বলিয়া কালীতারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উঠে এস পিসী, পাল্কী দাড়িয়ে রয়েছে।"

পিসী অবাক্ হইয়া অদূরস্থিত পাল্কীর দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তারাসুন্দরী তাঁহাকে অবকাশমাত্র না দিয়া পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন—"উঠে এস, আর দেরি নয়। যাও, যেখানে আশ্রয় থাকে, পড়ে থাক গিয়ে। ধীরুকে জানালে সে তোমার খোর পোষ যোগাবে। ওরা বেচে থাকৃতে তুমি না খেয়ে মর্ব্বে না। কিন্তু এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান হতে পারে না। এস বল্‌ছি।" বলিয়া তাঁহাকে টানিয়া উঠাইয়া পাল্কীর মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া আবার বলিলেন—"বুড় হয়েছ, কবে মরবে ঠিক নেই, এখনও পরের কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ কর, আমার এ কথাটা কখনও

ভুল না।” বলিয়া বেহারাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“যা, যেখানে যায়, দিয়ে আস্‌বি। ভাড়াব জন্যে ভয় নেই, এখানে এলে আমি দেব।”

(৩৪)

সান্নিপাতিক বিকার জ্বর সুধাকে অস্থিচর্ম্ম-সার করিয়া তুলিয়াছে। দেহ পাণ্ডুর, চক্ষুঃ কোটরপ্রবিষ্ট। পাশে বসিয়া অভয়া কম্পিতহস্তে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। সুধার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আজ চরমে উপনীত হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে তাহার জ্ঞান হইতেছিল, আবার ক্ষণে ক্ষণে চেতনা লোপ পাইতেছিল। সহসা সে চোখ খাড়া করিতে পার্শ্বোপবিষ্টা তারাসুন্দরী সভয়ে ডাকিলেন—"মা মা, বৌমা ?"

প্রত্যুত্তরে সুধা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার অনুতপ্ত ভীত দৃষ্টি যেন পুনঃ পুনঃ বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া নিমীলিত হইতেছিল। চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তারাসুন্দরীও আর কথা বলিতে পারিলেন না, গলিত অশ্রু তাহার বক্ষঃ ভিজাইয়া তুলিল। তিনি শয্যা হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

নিকটে দূরে চার পাঁচটি লোক কাষ্ঠপুত্তলির মত নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিপ্রহের প্রখর রৌদ্র উদ্দাম

হইয়া মানুষমাত্রকেই স্বেদস্নাত করিয়া তুলিয়াছে। কাকগুলি আকাশের কোণে কা কা করিয়া ডাকিয়া ভীতি উৎপাদন করিতেছে। বায়ু অগ্নি-কণা বহন করিয়া পৃথিবী দগ্ধ করিতে-ছিল। সুধা ডাকিল—"মা ?"

অভয়া কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মা ?"

সুধা যেন মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, বিশ্রাম করিয়া বলিল—তুমি কেন ?"

অভয়া ডাকিলেন—"দিদি ?"

তারাসুন্দরী কি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিলেন, দৌড়িয়া আসিয়া সুধার মাথার গোড়ায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় ডাক্‌ছিলে ?"

হাঁ মা ?" বলিয়া সুধা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল—"আমার শেষকালে তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে চাচ্ছি, মরে আমি শান্তি পেতে পার্ব্ব কি না ?"

তারাসুন্দরীর মুখে উত্তর জোগাইল না। সুধা ধীরে ধীরে বলিল—"আমি পাপিনী, পতিতা, মোহের বশে ক্ষণকালের জন্যও আমার মন অন্য চিন্তা করেছে। বল আমার এ পাপের শাস্তি কি ?" বলিতে বলিতে সুধা সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িল।

মুহুর্মুহু সুধার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। পরিজনবর্গ

শঙ্কাকুলহৃদয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অতীত করিতেছিলেন। সহসা সুধা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল—"ঠাকুরপো!"

বিভূতি ধীর স্থির, অচল, অটল। সুধা কথঞ্চিৎ সংযত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আর যে গৌণ নেই, একবার যদি ডাক্‌তে?"

বিভূতি "ছোড়দা ছোড়দা" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। ধীরেশ দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিতে সুধা একবার দৃষ্টি করিয়া বলিল—"তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর ত তোমার কাছে কোন দিন কিছু চাইনি, আমার পাপ ধুয়ে মুছে আশীর্ব্বাদ কর, পরলোকে যেন আমি আর শাস্তিভোগ না করি?"

ধীরেশকে উত্তর করিবার সময় না দিয়া সুধা বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তুমিও ক্ষমা ক'র ঠাকুরপো, আমি ভাই বোনের নির্ম্মলতার কথা ভুলে মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে অন্য ভাব পোষণ করেছিলাম।"

বিভূতি যেন বেত্রাঘাতে চীৎকার করিয়া উঠিল। যমের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেন এই স্মৃতির উন্মেষ। সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না সুধা, তোমার কোন পাপ হতে পারে না। তুমি যে চিরপবিত্রা, বরং পাপী আমি, আমিই আকাশ-কুসুমের কল্পনা করে তোমার পবিত্র—"

সুধা তড়িৎবেগে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল—"না না, অমন কথা তুমি মুখে এন না। মৃত্যুসময়ে আমায় আর পাপে ডুবিয়ো না।" বলিতে বলিতে সে চোখ খাড়া করিল। বিভূতি পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অজ্ঞানের মত বলিল—"আমার দুরাশার জন্যে তুমি কেন পাপী হবে। তোমার পবিত্র জীবন পুণ্যের সংস্রবে চির মধুর, চির পবিত্র আনন্দ অনুভব কর্ব্বে, আর আমিও আজ থেকে হৃদয়ের নিভৃত প্রবেশস্থ পাপ-স্মৃতি পুছে ফেলে তোমার "পুণ্য-স্মৃতি" বুকে করে জীবন কাটিয়ে দেব।"

বিভূতি চাহিয়া দেখিল, সুধার শরীর অসাড়। নিশ্চল. তাহার শ্বাসবায়ু বাহিরের বায়ুর সহিত মিশিয়া ক্ষণপূর্ব্বেই অমরধামে চলিয়া গিয়াছে।

সম্পূর্ণ।